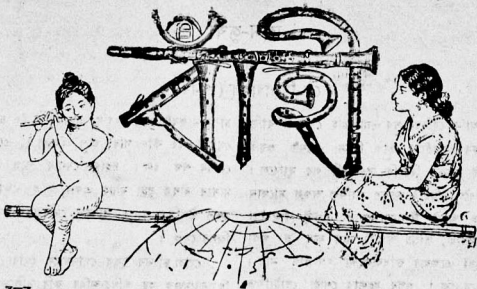


Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of rare Assamese books in collaboration with Assam Sahitya Sabha, Jorhat and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in October 2006

Record No: 2006/165	Language of work: Assamese	
Author (s) / Editor(s): <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ Lokhinath Bezboruah </div>		
Title: <div style="display: flex; align-items: center;"> ১১) Baāṛhāi </div>		
Transliterated Title: Baāṛhāi		
Translated Title:		
Place of Publication: Calcutta (Kolkata)	Publisher: Editor	
Year: 1925 (1847 Sak)	Edition:	
Size: 22½ cms - 722 pages	Genre: Magazine	
Volumes: 15 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15m)	Condition of the original: Bāṛhāi .	
Remarks: <i>Alind</i>		
Holding institute: Assam Sahitya Sabha, Jorhat	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006.	
Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:



পঞ্চদশ বছর

১০ম সংখ্যা

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পরিব্রম্বিহ বিদ্যতে।”

১৮৪৭ শক

শ্রাবণ

ভুল নে

এই যে ধন্যত মুখে চামে চামে
 দিতোপন ফুল,
 তাত যে রিতত হই পবে অহি
 অগি বিষ্ণুকুল;
 এই যে শিগ-গীত, বতাহত
 কমনাব বেণু,
 তাত যে সুদুব-দুব নিগনব
 আচে গীত-বেণু;
 হদিনীয়া সংসাৰব এনেহেন
 সৌন্দর্য্য অতুল—
 কোণী সখি! সঁচাকৈরে জানো এই
 সুকলোটি তুল?
 পোনতেই দেখিছিলো—তুমি মোব
 কমনা—আগত,
 হৃদিমব লিছে চাও—তুমি ধন—
 হিহাব মাজত;
 তুমি সঁচা, মই সঁচা, পেইদেখি
 হুয়ো এক সঁচা;—

ওনিগো পুনব—মাথোঁ ব্রহ্ম সত্য,
 ই অগত মিছা!
 অগতব তুমি মই মিছা, মিছা এই
 প্রণয় বিপুল—
 হেবা সখি! পাৰে জানো ভালপোতা
 হব কিবা তুল।
 তুল যদি ভালপোতা, তেনে সখি!
 আক কাম নাই;
 হব হব বাক ছিত্তা,— দিওঁ আজি
 পেমব বিধায়।
 নেত্যাচিবা হমুমিগা, হুটুকিবা
 আক চকুপানী;
 আমনে-কিমনে তেনে হক আজি
 হইবো মেলামি।—
 প্রবেশ পাৰবি পুছ চাবি ঠঠ
 সঙ্গম-আতুল।—
 কৈপে হিগা—কোণী সখি! ইওনেক,
 ইওনেক তুল?

শ্রীভৈরব মেগ

পটত এদেশী ক'ল মেঘর হবে ঠিক দি সকলো কথা চাকি দেশাল। ইপনির পেত্রবোক টোণ্ডিরে আক আন আন সমর বাতী বহুবিলাকর সকলোরেই তার স্বাভব চকুত বন-প্রাক্রমব শোখীর লগত জিন চাব নোঙো-বাইক অকুত্ব হৈ পবিল। কোন কেনি আছিল, কোন কেনি গল, সি অক্ষো তত খবির নোবাবিলে। গোটেইখন তার মনত এটা একাক্ত বস্তু হৈ পবিল। মহিছা'র ফকলভেটের আকস্মিক বরণাড়াই সেই সপোন-বাচ্য আক ফুটে-গিফায়র কবি হুগিলে। সি আভি-ভববি প্রোক কবির নোবাবি হল। শিবর জীবনব ঘটনাও তার মনত সপোন-কারিনি হৈ পবিল। কোনে কেনেইত তাক যুদ্ধকল্পবনবা আনি ককা'র স্বভব পোনাগেছি, সি কানো'নবা একে; আনিহলে নোপালে; ঘরব কানো'নবা হৈ তাক লক্ষ্য সাহসকেই গিনে নোপায়। হুগিলে কয়, তাক কানো'নবা সাহসে রটাই চিত্রী এখনত হুগিলে তৈ আছিলিগ। এই প্রভবো জটিল বস্তুয় মাজত শবির মেঘিরাছ একেবাবে মিল-ভিদিগ, হে'ককাই জান-শুনা হৈ পবিছিল। কিন্তু এই জীবন বহান্য মাজতো এটা লক্ষ্য—এটা প্রতিক্কা—এটা প্রথম বাসনার ওভবত মেঘিরাছে তার সকলো তাবনা-চিন্তা কামোদিত কবি নোপালে, সেইটরেই তার ভবিষ্যত জীবনত একমাত্র ব্রত হৈ আন। সকলো' বহানা-তল পোলাই মিলে। সেই লক্ষ্য, সেই প্রতিজ্ঞা-আক বাসনা হৈছে—ককোট আক ককোটক পোতা।

মিলন দিনে মেঘিরাছ তাল হৈ উঠিল। গাব বন-শক্তি, জীৱন-বাহকী চাপি আছিলে। এখন বুঢ়াই মেঘিরাছর ওপবতে বহি মেঘিরাছর কালে একেবাবে চাই আছে, জীৱকেই ইটো-সিটোইক সর্বব চিতা-পিগাছবোর মেঘর ওপবত সম্ভাব লাগিছে। বুঢ়াই লাক্টেক নাতি-রেষম হাত এমনি নিব্বর হাতলৈ নাতি লৈ মাত লগালে—“মেঘিরাছ! হুট তাল কৈ খা। হুহে গাত বেগতে বল-শক্তি পাবি।”

মেঘিরাছে আকাশ-পা গি তাদি মাজত আওজনি লৈ বিছনাত আকাশোকা অঘবাত পবি আছিল। বুঢ়ার কথা শুনি মেঘিরাছে সমস্ত মাসক নাই পরিত্রায় আকো

কতি হৈ শুই পবিল। বুঢ়াই গাঁত হাত দুবাই মাত মিলে—“মেঘিরাছ!”

বুঢ়ার সাথীকী স্বভব মেঘিরাছর মন নাচি উঠিল।

বিছনা-চাববত বাধোত মাবি ধবি সি লাক্টেক বিছনার ওপবতে উঠি ককা'র দুঘব কালে অক্কেক চাবে আকো চকু দুবাই লাগে লাগে মাত মিলে—“সেই কথা এবার কব—”

“কি কথা—ক।”

“মই—বিয়া—”

বুঢ়াই ঢেকুটে'কুকে হাঁহাইলৈ ধরিলে—“জা ক।”

সেই কথা। সেই কথা মই আগেরেই বুজিলো। একো কথা নাট। সেই ছোবালীওনী তই পাবি, ভয় নাই।”

মেঘিরাছ অথাক আক আচরিত। বুঢ়াই কৈ গণ—

“তই সেই ছোবালীট পাবি। অঃ, ছোবালীক বি ব ক'কাই। তাই সবার বুঢ়া এটা'র বেশ ধবি তোবি থবর লৈ যাবি। মই থবর পাইছো। তাই এখনক বি হোসে আওজত থাকে। একো কথা নাই। তাইব লগতে তোব বিয়া হব। মই ভাবিলো—তুইনো মোক কি জাল নোপায়। কি কবিগেনো তই গকরে মোক তাল পাবি। ঘলকবে মনত শোক—সেই ককোটকবি ধবি তাক আনি বিঠি সি পোক জাল নোপাই নোপাবে। হাঃ হাঃ। তই ভাবিছিলি ককোটর নাম তুইনো পাবে। স্বভবত বলিগা হৈ বাম পু নহয়, নহয়। ককোট!—স্বকবী ছোবালী। বিয়া। বব জাল কথা। মোক তা'ক তি লাগিছে। তই বিয়া কবা—স্বকী হ। সেয়ে মোব পথম সুখ। তোব পরিবে মোব আক আছে কোন।”

বুঢ়াই কথাবার কৈয়ে ঢেকুবি উঠিল। হাত ওগোরা মুকত মেঘিরাছর মুটো দুহুড়াই লৈ বুঢ়াই উলুপি উলুপি কান্ধিবলৈ ধরিলে। বুঢ়ার মুকত মুই মেঘিরাছো কবি উঠিল। হুট প্রাণর কছ বেহ-মনাকিনী একলগে বহু ছুড়াই বাণবি গণ। মিলন রেহে-আনন্দক কি অকুণম বৃত্ত!

মেঘিরাছে মাত মিলে—“সেউতা।”

“মো'ক তুনি সেই ভাল পাব। তেবে—তেবে—তেবে আকো 'সেউতা' বুনি মাত।”

এটি অগেক স্বভব তায আক তাযাপূর্ণ মুহূর্ত মনি আছিল। ানেও একো কব নোবাবিলে। প্রয়ে ছুইবো চকু'ল চাই হৈ থাকিল। অলপমান বেশির পাতত বুঢ়ার মাত ওলাল—“মোক দেখতা বুগিছ? মোব ওপবত আক বত নাই প?”

মেঘিরাছ বুঢ়ার সাক্ষটবনবা তপাই আছিল। জন-বুইক কলে—“মই এতিয়া তাল হৈছো। তাইক চাব প্রোক 'সেউতা।”

“ভাল কথা, তাইলৈ মতি পরিত্রায়।”

“সেউতা।”

“কি—ক।”

“জা—”

“আজি? একো কথা নাই। আজিবে। তই মোক তিনিবার সেউতা বুগিলি, তাব উপযুক্ত বুলা পাবি। তাইক মই আজিবে মতাই পরিত্রায়, তই চিন্তা নকবিবি।”

ককোট-মেঘিরাছর আকো বোখা-বেখি হল। এই মিলন-মুগ্ত মানব ভাবার বর্নাব অতীত। কবি অকুণম কবিগা, শিল্পী মানব-গানেকীয়ে, এই মিলন-মুগ্ত মানব চকুত দাঁতি ধবি নোপাবে।

থবে বহোবাগ ককোট আভিবলৈ বাটচাই বতি আছিল। নিরুপিত মনরত ককোট আভি মিলনবহেতে থব সোমাল। ককোটর পাছে পাছে গঞ্জীব প্রকৃত্তর পক্যবুঝী বুঢ়া একনো সোমাই কছিল। বুঢ়ার মুখত মিচিকিগা হাঁচি, কিন্তু হাঁচিটো বেনে লক্ষ্যহীন, বিহার-মিলন। বুঢ়ার মন্ডি'র ফকলভেট—ওঁভেলক। তেওঁব গাত এটি হ্রস্বক ক'লা সাক। বুঢ়া ভি'ব সোমো'বর লগে লগে দাঃ-বানানটো'কে হুট হুটাই বৈখীকক কলে—

“মাহুজল দেখা দেখা বেন লাগিছে জা।” বুঢ়ার কাবলিতর তলত এটা কাণজব টোপোশা।

মিলনবহেতে জীৱকে সিপিৰীক হুগিলে—“এই মেঘিরাছর মনরত ককোট কি তাপ লৈ মমাইন কবা কাণত নোপোশা। আনকত মতগীরা বুঢ়াই কৈ জীৱকে'র কথা শুনি বুঢ়া সেউকোক মাত লগালে—“তেওঁ

সাধুশাস্ত্র, হাতবনবা কিতাপ-পুথি নহবেই। ই কোনো নোবাব কথা নহয়। এইটো' সন্যাসাধুসকলর বাতি।”

বুঢ়াই ফকলভেটক আভিবানন কবি মাত মিলে “মহিছা'র ঠাক'সেউকট।” বুঢ়াই ফকলভেটক পাংবি টাক'সেউকট পোলা নাছিল, মক সাহস'র নাম মনত মনখা বেন বেখ-বাটো ডাঙর সাহস'র কাহনা।

“মহিছা'র ঠাক'সেউকট। মই মোব নাতি মহিছা'র পাং-বেগ মেঘিরাছ পটমাছির কাবলে আপোনার এই মহিলাগবা'কীব পাণি প্রার্থনা কবে।”

ফকলভেটে মতাই জনাই মূব বোঁহালে। সমাগত মতগী'র স্বভবর নিতৃত কোণত মিলন-সজীত সমুদ্রত বাজি উঠিল। বুঢ়া মিলনবহেতে তেওঁ'র হাত দুখন দাঁতি ককোট আক মেঘিরাছক কাশীর্বা'র কবি কলে—

“এতিয়া তোমাগোতে পবশবক পূজা কবিবলৈ অকুণম পাল।”

বুঢ়াই কথাবার বোখাবিবর আকস্মক নহয়। যথেষ্ট ভিত্তবতে মিলন-গাণত পেমিক-প্রেমিকাই মান অভিমানে, বেজাক-আনন্দক পূর্ণচিত্তি মইলে ধরিলে। এই তোমব পুত মক, প্রেমিক-প্রেমিকার বাহিরে আনে অকুণম কথা টানে। ককটে মুখত উষার বাঙালি হাঁচি লৈ অভি-আনব হুরেবে মেঘিরাছক সোধাল। কবিলে—“তো'বাক মইনবে মূল কবিওঁলে কিবে পাইছিল। এই চাবিহা'র মই মমবি গীয়াই আছে। তোমাব এনেমবে মুটলে মো'তা বব অস্তায়। তুই বব হুট। মইনো বাক তোমাক কি কবিছিলো প?” মেঘিরাছে চকুত বিজুলী মলে নিমাত মিলন। বুঢ়ার মন্ডি'র ফকলভেট—ওঁভেলক।

মিলনবহেতে এই চাক-চকোতাগালির আনন্দ মেঘি বঙত আপোনাগো'ব হৈ জীৱকক কলে—“তা, তা; সি'—তব মনত কিমান আনন্দ।” আওঁ কিলনবহেতে অত দিনর মুকত এই অকুণমর গুহৃত আশা-আনন্দক পোহ'ব দেখি কোনো মাপি হই আছিল। পেমব বিজর হুগিলে বন বহর বয়সীয়া হুগি'ব কাণ তাল মবি শবিলিছ, বুঢ়ার কথা কাণত নোপোশা। আনকত মতগীরা বুঢ়াই কৈ জীৱকে'র কথা শুনি বুঢ়া সেউকোক মাত লগালে—“তেওঁ

সৌন্দর্য বেবেছে, কবি তাইব-রূপ অসমান করা গৈছে। তাই হব আমিহিছ। বাঘবাঘী। কি রূপ হই তোমারি মুখি। পোষিত। তেমনাশোক এইসবে দুর্ভাগবনে হইবে সিন্ধিক ভাগ পোষী। প্রেমভক্ত নিরোধ হৈ পলা-আন সকলো পাহরি যোগ্য। সাহসব চকুত সুখালি, কিন্তু জীবনব চকুত ভেন জ্ঞান। কি ছবর কথা। মোর সব-ভাগ সম্ভতি এই দান-ধর্মপাশ উড়াই দিলো। এই মনিলে ভাইভলে বেছি একো ঠেখ হাব নোরাধাম, যব ছব হুইত খাব। এবেতে এটি স্বীকরণ গণ্য কর্তব্য জনা পল-আমজেন্দ্র। ফকলভেট ছল হেভার ছা'র অধিকাংশী।

সকলোবে অস্বাচৈ চাই পঠিয়ালে। কথারাজ জেগলখব। ইমানসব ভেঙে নিমাত হৈ এই স্বপ্নী মানব ছটব কালে অনিমিত্ত বেজেবে চাই বিভভাব হৈ বহি আছিন।

বুঢ়া জিলনবসেতে কাচরিত হৈ মাত দিলে-“ছল হেছবা স্বপ্নী!”

ভেলভই কাহনসিত তলবনবা। কপগজ্ব টোপোলাটো উলিয়াই বেছব ভগবত বলে। এই টোপোলাটোকে আটকিলনবসেতে কিতাপ বুলি ভাবিছিল। কপগজ্ব টোপোলাটো মোকোলাই ভেলভই কিছুমান নেট উলিয়াই পেটপেটন খরিলে।

ভিলনবসেতে হাঁহি হাঁহি করলে ধরিলে-“এইটো মেখন যব ভাগব কিতাপ।”

ভতেনজই স্বপ্নাধিবর বিভাবর পাছত ভেলবনবা পলাই আছি ভেঙে মচিক। ফেঙ্গলন হৈ উপলক্ষন করা ছল হেভার স্বপ্নী যন হেছবনবা উলিয়াই জনা পাঠকসকলর মনত পাচিক পার। স্টে ধর্মসি কাকে পুলিছর হাতত ধবা পোষিত। মেখার সন্ধ্যানা মেখি মেফোর মেসনর হাবিত পুতি থৈ দিছিল। আকে পুলিছর হাতত ধবা পবি ভেঙে কিছুমান দিন কেল ষ্টা'র পাছত কাহাজব পবা সাপবত ভলিগাই পবি পলাই আছিলে পবা ধর্মসি সন্যাস কাশলভিতভেতে লৈ কবিছিল। সেই ধর্মেই এতিয়া কজেট যৌতুক সম্ভতি।

বিষয় দিন টিক হল। ডাকবে মেস্তেবানী মনত মেবিরাতক বিয়া কবিবলে অসুমন দিলে। এতিয়া জিনে ধব। আক ছমার বাজী।

সুখর দিন আসে আক যাব। মেবিরাতক-ভেট সন্যব একো ভতকে ধরিন নোবাছিলে। সিহেই অকল মাখনে বুজিলে-সিহেই মিলক মিনে স্বর্গর কাপনে কুটি বাধেলে ধবিছে। এই অভ্যাসায় পবিকর্নত সিহেই বিয়ব নোহোয়া হলে সঙ্কতি হৈ পবিলভেভেন। আজ মাঝে মেবিরাতকে কজেটক সাধে-“কজেট! কুটি কিতা ভত ধব: পাবিছানে?” কজেটে চকুট উত্বব বিধে-“ধবর ককণ।”

কজেটব বিয়াব কারণে ভেঙেই এটা-এটোক সবকো কথা। হুকগমে-সমাধা কবি যোগালে। নিজে এমরত মেয়বর কাষ কবি আছিলে। আইন-কামন ভেঙেব সন্যবে জনা আছিল। অজাত-কুলনোলা কজেটেব সৈতে স্ত্রাব পূর্বাধিকনোয়া সন্ধ্যাত যশব মেবিরাজবর মাতা দিহাল কা'ব চকুত বত বি মেখর হব পাবে সকলোখনি ভেঙে নিলিয়ে স্বীভাব কবিগে। বস্তো অকলো আসোবা'ই নবকা'ক সবকো কাষ নিস্পত্ত কবি দিলে। কজেটব মাতা পবক'চর দিলে আইনবসেতে এই বিয়া সিদ্ধ মনব পাবে। এই কারণে ভেঙে কজেটক নিজর ছোয়াণী বুলি চিনাকী ভি ভেঙেব ককায়েক কনকভেটর মাদী সকলভেটর ছোয়াণী বুলি চিনাকী দিলে। ভট্টব স্বর্গনা মাত-বাসক ভেঙে নাই। এই বশভেবে এতিয়া জান কোনো নাই, ভেঙে আক কজেট মাখনে যাকী। কনকভেটর ভয়-মহায়ে এই বিধেবে সাকী দিলে। কজেটব যৌতুক ধর্মসি ভেঙে একন সূত্র আছাই কজেটব কারণে থৈ যোগ্য পল কৈসলকাষে সন্যস হেব কাষ পেলালে। তাইব ম কাষে মনত অকলো না।

কজেটে শুমিলে, তাই বিট বুঢ়াক-কভগিনে মেইয় বুলি আছিলে সেই বুঢ়া তাইব আচল মে'ভাক কল। এই কথাধাবে জান সমস্ত হোয়া হলে কজেট মনত বব আশাত দিলেভেভেন। কিন্তু কজেট এতিয়া আনব

ভব গুপত। কথাবাবে তাইব মনত এটা কলামেব এটাইহোর এটা'র পাছত এটাকৈ অসুত হৈ পবে। সূত্র কবিগে সূত্রা কিন্তু সেই মেগ বস্তেভেতে স্বীভাব পবিল। তাইব সীম আনস্ব'র স্বাক'ত এই সূত্র বিয়াব নিমিত্তে কবণাত বিলীন হৈ পবিল। তাইব মে মেবিরাত আছে। বুঢ়া পল-ভেতা আছিল। জীবনর গতিয়েই বে এই। তাব উপবিও কজেট সকবেপবা ভট্টন বস্তেব ওয়ভেই ভাট'র দোখল হৈ আছিলে। বস্তপূর্ণ শৈশবর ওয়ভেই প্রতিভ হোয়া জীবনর প্রত্যেক মাহুইবে সাধা বসেত এনে কিছুমান কথাব কাপনে উভাস হইলে বাধা হয়। কজেটো এই বহস্তর প্রতি উভাস হৈ পবিল। কজেটো প্রতি উভাস হৈ পবিল। কজেটো প্রতি উভাস হৈ পবিল। কজেটো প্রতি উভাস হৈ পবিল। কজেটো প্রতি উভাস হৈ পবিল।

ববা বস্তাব মিনে বেথা-বেথি হয়। ফকলভেট'র গনত কজেট মেবিরাজব বর্ধনে আছে। তাতে ছলো পল হয়। সবসিতিয়া স্ত্রাবাকাজী ফকলভেট'ক দেখি মেবিরাজব মনত কিবা এটা মজনা ভাবে ঠাই লইলে ধরিলে। তাব মনত শত-সম্পন্ন ওয়বর চৌ উঠিল। বুঢ়াব গল গতিত সি কিবা এটা বহস্ত মেবিরাজি থকা যেন পালে। সেই বহস্ত হেব কবিগে তাইবর সময়ে সময়ে সি নিজর স্বরূপ-ভিক্তে অবিশ্বাস করিব লগাত পবিল। তাব স্বুভিব মাত'ত হোয়া ও মাহ'ব আ'-বয়গাই এটা ঝাল ধানি থৈ পল, সেই ঝালত পবি তাব জীবনব বহস্ত বটনা চি'ব-বলে মেগেহাট'ক হোয়াই পবিছে। সি নিজক নিজে মুখিখলে বেছিলে সি ফকলভেট'ক সূত্র ক্ষেত্রত স'চাক'কবে ধরিলেই নৈ।

সময়ে সময়ে মেবিরাজে ছই তাতে মুখ চাকি সেই অস্পষ্ট অস্তিত্ব মাজেদি তাব কমন্যব বেথাভালি শ্রুতিব পেদনীবে টানি লৈ যাবলে চেষ্টা কবে। ভেতিয়া তাব চকু আগত সূত্রক্ষের বিদ্যাব অভিনয়র অভিনেতাভল এটা-এটোক আছি টি'র মিত্র। এহরী গেভবোক'ব গান তাব কাগত বাকি উঠে, ঈপনিমব চেতা কপালত থি। চুমাটিব পূর্ণ তাব স্বভেট'ই অসুভর কবে। ককফোর এশোবা'ইত তাব চকু'র আগত ঘুরি হুবে। তাব পাছত

এটাইহোর এটা'র পাছত এটাকৈ অসুত হৈ পবে। মছিঅ'ব ফকলভেট'ক মাহে মাহে সেই এই অসুত প্রানী-বিগা'ব ভিতববে এটা অশব্দীয়া'র প্রানী হৈ পবিল। শেহত নি কজেট'ব কাষত স-শব্দীবে বচি থকা এই বীব-গজীব'র স্বাক'কে সূত্রক্ষের মেই ফকলভেট' বুলি বিয়াব কবিবলে টান পেয়া হল। যুগেফেরা ফকলভেট' তাব মনত এটা সপোনব ছবি বৈ আছিল। তথাপি সি বুঢ়াক'ত লোকা সুখিন নোবাছিলে।

এই ভট্টন ষট'নাব আকর্ষণ শক্তি ইমান টান আছিল যদিও ই মেবিরাজ'ক আন জান ভাবনা'র বাকুবপবা হিভি একহাই আনিব নোবাছিলে। বিয়াব দিন মিয়ানে গুচব চাপি আছিল মিয়ানে তাব মন হে'বে উদ্বিগ্ন হৈ আছিল। এই শুভদিনত সি ছজন মাহ'বর গুচ'ত হিরাভা সূত্রজ্ঞান জ্ঞানই বস্তবিধ হব লাগিব। সি ভেঙ'লোক'ব গুচ'ত ভি-কীভন'ব কাপনে কণী। এই ভজন মাহ'বর প্রথমজন টেনাভিবে, ভেঙে তাব পিতাক'ব প্রাণ থকা কবিছিল। আন-জন তাক সূত্রক্ষেরবপবা আনি ককাক'র যবত থোয়া অসি শুভাকাজী। সমাজ'ব চকুত, পুখিবী'ব চকুত, হুয়া হলেও টেনাভিবে তাব চিরপুতনী'র। টেনাভিবেক বিয়া-বিবলে সি মাহ'ব পাচিলে, জন যবত কবিলে, কিন্তু টেনাভিবে মেগোল। অচিন শুভাকাজী'র মাত'র শু বিয়াবে মেবিরাজে তাক বাতি লৈ অস্বা পাঞ্জীবন গাড়াভানি'বে শুবি পালেগৈ। কিন্তু গাড়াভানি'বে একো স্ট্রিক ধবর বিব কোবিছিলে।

সি তাব গাড়াভানি'র মাহ'রকো মিনি মেপা'ব। সি এখন পুলিছ পাঠ'চাবী'ব আবেশমতে জীন নৈব পা'বনবা মবা মাহ'র এটাবে সৈতে বনো এটা'র কুচি লৈ আছিল। বনোটা জীন মৈব পা'বর ঝাল এটা'রপা'র কাছত মবা মাহ'রটো লৈ ওলাই আছিল। তা'ব পাছত মেবিরাজে পুলিছ আশিছতো ধবর কবিগে, কিন্তু ফল একো নেল। মেবিরাজ ভাবনা'ব অটাই সাধবত পবিল। কোন মাহ'র টো'র তাক কাছত লৈ ঝাল'ববা ওলাই আছিল। খাল'র মাজেদি সূত্রক্ষেরবপবা ইমান মুখ নাট তাক তা'ব বৈ লৈ আভিগৈ কা'ব ইমান নিষা'ব মে'?

বেশলাভজনক সি যুগ নোশোথালে যে তাৰ এইমন্ত
 স্মৰণ ভৱিষ্যত জীৱনৰ ওপৰত অক্ষয়ৰ হী পৰি বৰ ?
 পিতৃৰ জীৱনদাতা আৰু প্ৰাণ বক্ষাকথোতাৰনৰ বেনা-
 পাওনা শোধ নকৰাকৈ অক্ষয়বন্দনে নতুন জীৱনৰ নতুন
 সোণানত ভৱি নিয়া তাৰ পক্ষে অসম্ভৱ হৈ উঠিল।

এদিনা পল্লী 'ভক্তজন'ৰ আগত মেৰিয়াছে এই
 চটিল বানৰ কথা উলিয়াই কহিব ধৰিলে—“এ মাহুৰ-
 জনক মই ইমান চেটা কৰিও উলিয়াব নোৱাৰিলো।
 যদি মই তেওঁক পালেহেহেন।” ভক্তজনই ক'বাবাৰ
 শুনিও শুৱনত ভাগ কৰিলে। ভক্তজনৰ উমানিত্য দেখি
 মেৰিয়াছৰ হৃদয় উঠিল। সি চিঞৰি চিঞৰি কবলৈ
 ধৰিলে—

“সেই মাহুৰজন যেনে হক, তেওঁ দেৱতা। আপুনি
 তামনে তেওঁ কি কৰিলিল।—তেওঁ মোক কাছত লৈ
 নিন্দনৰ ভিঁনি চাবি। সেয়া গোট-গোটা-গোটা-গোটা
 খণিয়াই জপিয়াই যাব লগাত পৰিছিল। কিহৰ কাৰণে ?
 সেই মৰাশটোক বক্ষা কৰিবলৈ। সেই মৰাশটো আমি
 যত্ন হই—মোক কাছত তুলি লৈ তেওঁ কিমান
 ভাবিছিল—এতিয়াও ইয়াৰ সাত চিমিকি চিমিকি ঝাঁটো
 জল আছে। এই জীৱন স্মৃতিৰততো হৃদয়ৰূপকৈ বি-
 ন্দন মোৰ জীৱনো বান দিম। আৰাধা। সেই স্মি-
 ত্তিৰ কাৰণে তেওঁ কিমানি এৰাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়,
 কুৰি-পঁচিশবাৰ আন-কুইত আগ দিছিল—প্ৰত্যেক খোজতই
 যে এনে-একটো বিপদ আছিল। উম্। কছেটৰ এই
 ছপ জোৰাৰ স্ত্ৰী দন যদি মোৰ হলেহেহেন।”

ভক্তজনই মেৰিয়াছৰ ক'বাব ওপৰত ভাত দিলে—
 “কিয় ? সেই দন তোমাৰ নহলে কাৰ হব ? নিন্দন
 তোমাৰ দন।”
 “তেজে সেই দন দি মই মাহুৰটোক বিচাৰি উলিয়ায় ?
 ভক্তজন নিস্কণ্ড হৈ বহি থাকিল।
 মেৰিয়াছৰ এটা ঘটনামো, বহুত জোৰ কৰিব নোৱা-
 বিলে। এনোভিকৈ বিচাৰি উলিয়ায় নোৱাৰিলে, তাৰ
 প্ৰাণৰক্ষা কথোতাৰনৰ নাম-গোৱাকৈ নেপালে; তাৰ
 ওপৰত থাকে। হুজন ফকলফেটৰ চটিল বহুত। এই

কবলভেট আনো সেই মুছেক্বেত দেখা কলভেট নহয়।
 বিঘ্ন চিন্তাত পৰি সি 'ভক্তজন'ক এই দিখয় প্ৰশ্ন কৰাৰ
 শেত সামৰিব নোৱাৰি লায়েটক প্ৰশ্ন কৰি পেলালে—
 “আপুনি ক'মে গা চান-জোৰী ঠাটটো ভাৱকৈ চিনি
 পায়নে ?”

‘ভক্তজন’ই পৰীম-গম্ভীৰকাবে উত্তৰ ক'লে—“চিনি
 পোৱা দুখৰ কথা, মই তাৰ নামকৈ জ্ঞান নাই।”
 উত্তৰ শুনি মেৰিয়াছে ভাবিলে—“হও নিন্দন জন
 কৰিছে। যোগকৰো হুয়োজন মাহুৰ হওক এক দেখি
 মোৰ মনত এনে ভাবনা হৈছিল।”
 সেই দিনাবেপাৰা মেৰিয়াছে কলভেটক কথা ভাবি-
 বুলি এৰি দি নিন্দনৰ জীৱনদাতা আৰু পিতৃৰ প্ৰাণৰক্ষক
 বিচাৰি উলিয়াবলৈ একপদচীয়াভাৱে মনযোগ বিহীন
 হ'বিলে।

বিঘাৰ দিন এৰাবাৰে ওচৰ চাপিল। দৰাকতাৰ
 কাৰণে পৰিপাটিক বন্ধ কৰিলে। ভাল ভাল আছিল-
 পাতৰে দৰাকতাৰ খোটাৰি বনামুখী হৈ উঠিল।
 ভক্তজনকো এটোয়ে দেবানেশ্বৰকৈ ধৰিলে, বিঘাৰ পাছত
 ভক্তজনকো আৰি বনমেওৰ বহুতে খাবলৈ লাগিব;
 হুইতে অকলে থকাৰ কোনো কাম নাই।

উপাৰ আকাশৰ তলত ফেহুৱাৰী মাহৰ ১৬ তাৰি-
 খৰ নিশাট বৰ মঙ্গলময় হৈ উঠিল। এই নিশাট
 মেৰিয়াছ কলেট পৰিঘৰ বজনী।

সেই দিনা গোটেই বিনটো বৰপুণ—বনে স্বৰ্ণবৰণা
 দেৱতাসকলে আশীৰ্বাদে বৰ্ণ কৰিছিল। এনে বহু-হাৰিব
 মাজতো প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই সূৰ্য্যহৈ তেওঁলোকৰ ভাগ্য-
 আকাশত এডমকা ক'লা মেঘ দেখা পায়। অগতঃ চকুত
 কিয় সেইবোৰ কোনো বৰমেই দৰা নপায়।
 বিঘামন ছেটপল গীৰী বহুত সন্মান হৈছিল।
 মগৰ মেঘৰ আৰু স্বৰ্ণবৰণৰ আগত নৱ-বলপটীয়া
 সন্মানকৈ প্ৰমাণতে স্থাৰিহিত লগত ললে। চৰকাৰ
 মৰৰ দলিল-পত্ৰ চি কৰি বিয়া আইনসমুহ কৰিলে।
 পৰিঘৰ চৰম নিদৰ্শন বন্ধকৈ আঙঠি সন্মানে। গীৰী

বহুত বেৰিব আশঙ্ক আঁঠু লৈ-স্বৰ্ণবৰণ সাক্ষী কৰি ইটো
 দিটিক হাঁপানি মঙ্গলময় পৰমেঘৰ ওচৰত প্ৰদীপিত
 জনালে। বিয়াৰ কাৰ্য্য সমাধা হল। হুজো হাতত দৰা-
 বহুত গীৰীজীৱণবণা হলাই কাৰিল। তেওঁলোকক আদৰি
 নি বহুত বৰণে বিয়া-বাৰীয়াবনে গীৰীজীৱণ বহুত হুজো
 হুখী হৈ টিয় দি আছিল। ক'লা সান্ধ-লাব পিন্ধা
 মেৰিয়াছ আৰু ক'লা সান্ধ-লাব পিন্ধা কলেট তেতিয়া
 হাতত দৰা বহুতকৈ গীৰীজীৱণবণা বনাই আচে তেতিয়া
 তেওঁলোকৰ হৃদয় বিমল আনন্দৰ জ্যোতি দেখি দৰ্শক-
 বন স্বৰ্ণীয় ভাৱত তম্বুৱ তপ্ৰাণ হৈ পৰিছিল। বহুতে
 মেৰিয়াছৰ হাতত ধৰি দৰ্শকবৃন্দৰ মাজত যি যৈয়ো সন্মান-
 দিতিক এৰোৱা দিতিক কৰিব নোৱাৰিছিল। তাই ভেৰা-গি
 এৰাৰ মেৰিয়াছৰ ফালে চাইছিল, এৰাৰ মাহুৰ জুৱৰ
 ফালে চাইছিল, এৰাৰ আকো আকাশৰ ফালে চাইছিল।
 হৰিৰ চকুৰ দুটি বেৰি পোৰ হৈছিল, তাই যেন এই
 মূৰ সন্মানবৰণা গা পাই গুলি ভয় কৰিছিল। এই
 মূৰ সন্মানবৰণা গা পাই গুলি ভয় কৰিছিল। এই
 এক অপূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্যৰ ছেউতি চৰাই দিছিল।

বিয়াৰ কেদিনমানৰ আগতে ভক্তজনৰ এটা ঘটনা
 হল। তেওঁ সোঁপাতত লুটা আহুনিটো নিজে ইচ্ছা
 কৰিছে অলপ কাটি কুলে। আৰু তাত হুটা কৰি
 মেৰিয়াই হাতখন কাপোৰ এখনত বান্ধি বাউসীত ক'মোমাই
 লৈ কুৰিবলৈ ধৰিলে। হাতখন তেওঁ কলেটকো মেৰে-
 গুৱায়। দলত তেওঁক বিয়াৰ দলিল-পত্ৰসেত চহি
 কৰিবলৈ কোনো পেৰি নদৰিলে। হিজনমেও আৰু
 আন আন মাহুৰৰ চহিহেই দলিলৰ কাম দেখে হৈ
 গল।

গীৰীজীৱণবণা চাহি বৰ সোমাদ। ভিতৰত
 বিয়াৰ পোৰৰ আয়োজন। ভক্তজন দলিল-পত্ৰ আদি
 চহি কৰাত নাছিল যদিও কোনো কামতে অশুশৰিত
 বণা নাই। আন কাম মাহুৰৰ পৰতে তেওঁৰী হিজন-
 নমেওৰ চহাও কৰোৰ বহি পৰিল। কলেট ইমান-
 বৰ ভেলকৰে কথাসক্তা নাছিল। ভক্তজনৰ চকুত পৰা মাজকে
 তাই সাউকৰে উঠি তেওঁৰ পাৰ পালেগৈ। কুটাক

সাবট ধৰি দুটালিৰ হাঁহমাৰি আতো-তোটেক এ পু
 কৰিলে—“এতিয়া তোমাৰ ভাগ লাগিছেনে ?”

ভক্তজনই উত্তৰ দিলে—“লাগিলে।”
 “হেতে হাঁহা চাহিলে।” ভক্তজনই হাঁহিলৈ ধৰিলে।
 প্ৰশ্নে হৃদয় লগু চিকো।
 এতেতে খোৱাৰ জাননী পৰিল। সকলো ৰাওলৈ
 উঠিল। মেৰিয়াছ গল, হিজনবনেও গল, কলেট গল,
 আনহী-বুলাই বহু-বাহুৰ সকলো খাবলৈ গল। বৈকল
 নগল—জ' ভক্তজন। তেওঁ আঙুলিৰ শ্মিত জব উঠিছ
 হুই কামোনাৰা এটাৰ আগত বাতৰি পট্টাই হিজনৰ
 মেওৰ স্বৰমৰা গুচি আহিল।

ভক্তজন পাতত বাবেকক নেপাই কলেটৰ মনত
 ৰেফাৰ লাগিল। কিন্তু আনন্দৰ মৰা তুলু-ডকা দিনত
 এনে সক-সুখা ওপৰ ঠাই ক'ত ? কলেট আৰু মেৰিয়াছ
 সেই সময়ত আনন্দৰ এনে উচ্চাৰিত উঠিছিলনে যে
 হাৰপণা দুব-দুৱৰিৰ সৰু বণা বমা অকণো ধৰিব নোৱা-
 বিলে। গোৰা-গোৱাৰ পাছত নাচ-গান হল। নাচ-গানৰ
 শেষত সকলো স্বৰাধৰি গল। দৰা-বন্যা শতেক পুস্ত-
 য়েজা বুৰত গৈ ভিত্তৰ সোমাল। কতেকৰ পাছতে
 বড়-ৰেমাণিৰ সৰ্বতো দুখো মৰ গল, গোটেইখন নিম্বন
 হৈ পৰিল। তেতিয়া পাছত গল।

মাৰ-নিশাৰ অলপ পাছতে জিন-বমেওৰ বিশাস-
 ত্বনে মেওৰ পলিত মন্দিৰত পৰিণত হৈ পৰিল।
 ইয়াতে আমি থৈ পৰো। আৰু কাপৰাৰি নোৱাৰো।
 কাৰণ এই পুত-শৰিহু জিনত প্ৰবেশ কৰিব অধিকাৰ
 আনৰ নাই। পৰিঘৰ বাতি মগল কামনা কৰিবলৈ
 স্বৰ্ণ প্ৰমাণতি আহি নন দৰপতীৰ হুৱাবদশিত থিত
 দিহেই। প্ৰেম-বজৰ পনিৰ বেৰীৰ কাষত ভাৰা হুকাই
 যায় মন অতৌকিক ভাৱত ধৌ বহা পৰে।

‘ভক্তজন’ আহি তেওঁৰ বৰ সোমাদ। মনটো
 বিঘাৰ ভাৱেৰে ছানি পেলোইছে।
 ভিত্ত সোমাই ভক্তজনৰ এডাণ মৰাতি জলাই
 বিঘাৰ ওপৰত বহি পৰিল। সেই একেই বৰ, একেই
 হুৱা; তথাপি এটাইবোৰ নতুন যেন লাগিল। গোটেই

খবর যেন উক্ত। নিজর ভবিষ্যৎ শব্দতে নিজে চক
 বাট চণি। তেওঁ গায়েক উঠি বিছানার ওনত দকা
 কাপা-মাটিয়ে কাপ পাতেগ। আনমাটিয়ে গুলি কাপা-
 নর পোশাণা এটা উনিয়াই আনি তাগবা। কিছুম
 কাপের উনিয়াই। এই কাপোষাধিকৈ শিকি আজি
 হু হু-ন আগতে কজেট মক্কায মেদর হোটেলবরা
 তেওঁর পদত অঁচি আছিল। এটা-মাতা, চেলা-
 কমালা এটাইবোর আছে। ছোতাগোর কজেটর সক
 ভবিকোইউ এতিয়াও বাদ। খোলা সুৰ দাশে
 ডেলগর হাটখনইকৈ বেছ দীঘল নহয়। খোলা
 মুখিত কজেটর ভবিষ্যৎ এতিয়াও বাস্কট ধরি গারি।
 এই বস্তুবিধিৰ এটাইবোরই ক'লা বজর। ডেলগরই
 ম'ক্কায হেলগৈ বাইতে নিজে এটাইবোর কজেটগৈ বুলি
 কিনি লৈ গৈছিল। তেওঁ বিছানাখনর ওপৰত বস্ববোর
 ঠায়ে ঠায়ে সকাই গল।

ডেলগরই শোণাকটো ঘু টিপকাই চাৰ্গৈ ধরিলে।
 কজেট হেতিয়া এতই কিমানজনী আছিল, তাই কেনেকৈ
 কাষত লগাটে গৈছিল, শোনাওঁ কেপত তেওঁর খিট-
 মছর বাঁচি দিয়া মুই যোগেবে ল মুৰছিল, বেবেক
 হাঁচি হাঁচি পোটেলএবি তাই তেওঁর পদত গুচি আছি-
 ছিল, এটা-এটাইকৈ তেওঁ সকলো কথা বানিক আজি
 কবি চকু আগত আঁকিছিল ধরিলে। তেতিয়াতো
 কজেটর তেওঁর বাসিৰে অগেমান বুলিধলৈ পুথিবীত
 কেওঁ আছিল।

চাৰ্গতে চাৰ্গতে গুৱাৰ বেধিধলৈ ভক্তি এটা পকা
 মুক্কাটা হিমাও পৰিগল। কজেটর কাপোষ-কাপাধিকৈ
 তেওঁ মুখখন পুতি পেলালে। বোনোবাট তেতিয়া
 ওপৰ মংগাত অগা-মোৰা কৰা হলে গম পাগেলেতেম
 তলর কোঠাত কোনোবাট বিঘনভাৰে কেঁকুৰি উঠিলে।
 ডেলগরই খোট্টেই বাতি বুলি কৰিয়ে কটালে।
 এই মুক্কাটৈ তেওঁর মানত জীৱনৰ শেষ মুক্কা যেন লাগিল।
 তেওঁ নিকৈ কৰিলে হুধিলে—কজেট আক মেরিয়াছর
 এই মুখ-বানলৈ তেওঁ কেনেভাৰে গরুধকৰিব কৰিব?
 কজেটর মুখ আক আনন্দই তেওঁৰ জীৱনৰ স্বপ্ন।

আছিল। তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য ভেগল। তেওঁ কজেট
 মুখা কৰিলে। এতিয়া তেওঁ কি কৰিব?

কজেটে মেরিয়াছক বিচাৰিছিল, তেওঁ মেরিয়াছক
 আনি ধিলে। মেরিয়াছ এতিয়া কজেটর; কজেট এতিয়া
 মেরিয়াছৰ। সিহঁতে সকলো পাইছে, গেম-প্রতিদান
 সকলো হৈছে; আন কি ধন-সম্পত্তিও যথেষ্ট চাপিছে,
 সকলোবোৰোহে তেওঁ নিজ হাতেই কৰি দিছে। কজেট
 মেরিয়াছে এখনি শান্তিৰ বাস্কা পাতিছে; তেওঁ এতিয়া
 তাত সোমোৰা উচিত নে? তেওঁ যে পদবাস্য কৰা।
 তেওঁ সোমোৰা যে শান্তিৰ বাস্কাখিনি চাবখাৰ হৈ যাব।
 কিন্তু সোমোৰাভেও যে নোৱাৰে। কজেট যে তেওঁৰ
 জীৱন জীৱন, প্ৰাণৰ প্ৰাণ। কজেট নহলে যে তেওঁ
 এখন্তেকো জীয়াই নোকাৰে?

কি? তেওঁইতো কজেটক নি নিজ হাতত মেরি-
 য়াছৰ পদত সপি দিছে। কজেটর মুখেই যে তেওঁর
 জীৱনৰ চৰম বৈক্ৰম আছিল। কজেটর মুখৰ কাপে
 তেওঁ আনি-ভনিও গো স্বাৰ্ভাঙ্গাৰ ক'লছে। তেওঁ
 কজেটর মুখ তেওঁর স্বপ্নস্বীয় কিয়?

নহয়। কজেটর মগ হক, কজেটর মুখেই তেওঁর
 প্ৰাণৰ ঠোঁট, ওপৰ পুকৰ্ণাৰ, মনঃ প্ৰেৰণ ইচ্ছা। কজেট
 ওপৰত তেওঁর মগ কোমতে কাঁচি নিব নোৱাৰে।
 তেওঁ কজেটর সেই একে বাপেকেই থাকিল। তেওঁর
 কজেট আ-এতিয়া কিহৰ বেজাৰ, কিহৰ মুখ?
 তেওঁ ?—

—তেওঁ তেওঁ মুগু তজীকত ভবিষ্যতলৈ টানি নি
 লাগিব, কোনেও তেওঁর অতীত কাহিনীৰ এটী কথাও
 বুজাবও গম পাব নালাগিব। তেওঁ মুগু মুখা শিকি
 কজেট-মেরিয়াছৰ লাগতে সেই মুখৰ জ্বালাৰ কাষত
 গতি মুই ফুৰায়। তেতিয়াতে তেওঁর কমাচি মোশাওঁ।
 মোশাওঁ? থাকিব। তেওঁ বুঝা-শিক্কাটো উচিত
 হবনে? তেওঁ তহাৰ শিকলি শিক্কা ভবিষ্যে সেই সোমো-
 পুৰ শিকলিৰ চ'ৰাত গিৱি দিয়াটো স্ত্ৰায় হবনে? এই
 সবলজয় শক্তি। মানী হুচিৰ হাত কেখনি তেওঁর
 কৰ্মকিত হাতেৰে সকাই ধৰাওঁ উচিত হবনে? ইইস

উচ্চল ভাগা-আকাশত তেওঁৰ পোৰা-কপালীয়া ভাগাৰ
 ভাৰ পেলাই দিয়াটো উচিত হবনে?

নহয়, নহয়, এশাণৰ নহয়। তেনেলে ে কজেটর
 মুখৰ লতাভালি হুঁচৰ কোনোবা হিমা গুকাই পৰিব।
 সেইটো হবনে তেওঁ বিব নোৱাৰে। সেৱ হব
 লাগিলে তেওঁ অস্ত-বাস কৰিবকৰি কৰিলে কি?
 হেমনহলে তেওঁ কি কৰা উচিত?

তেনেলে তেওঁ কৰা উচিত—কজেটক মুখা হবনে
 এৰি নিজক নিসৰ্জন দিগ। নিজে থাকিবলৈ গলে
 তেওঁ কজেটবলা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰে। কজেটর
 ওপৰ থাকিলে কজেটর প্ৰথম অনিবাৰ্য।

এইবে দাগেতে ভায়েতে খোট্টেই বাতিটো তেওঁ
 উৰাঘৰতেই শেষ কৰিলে। মেরিয়া তেওঁর ভাণনা
 শেষ হব তেতিয়া পুগা ৯ বাৰগল। তেওঁ বিছনা
 পৰি থাকোতে মথুহে খোহা হলে নবা নো জাৰ একে
 ঠিক কৰিব নোৱাৰিবহেহেতম। ভাণ-বাৰ অন্তত বেতিয়া
 তেওঁ একেচাৰে উঠি কজেটর কাপোষাধিকৈ ওপৰ-
 উপৰিৰ চুমা খাবলৈ ধৰিলে বেতিয়াকে তেওঁক জীয়াই
 একা যেন দেখা গল।

(আগলৈ)

শ্ৰীমানেশ্বৰ ধাৰাবিকা

কেৱলীয়া বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়

উনি অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মাধৰ্মীসকলৰ মাজত “কে-
 বলীয়া” নামে এটি গুপ্ত সম্প্ৰদায় আছে। এওঁ-
 বিলাকৰ বীতি-নীতি আৰু আচৰ-পদ্ধতি অজ্ঞাত দামো-
 ধৰীয়া বা মধ্যপূৰ্বীয়া বৈষ্ণৱধৰ্মীসকলে সৈতে বহুত
 পৃথক। নামনি অসমৰ বৰপেটী অঞ্চলত “কেবলীয়া”
 নামেৰে বি এক শ্ৰেণীৰ বৈষ্ণৱ ভক্তত দেখা যায়,
 তেওঁলোকৰ সৈতেও ওপৰত বৈষ্ণৱ উজনিৰ “কেৱলীয়া”
 সম্প্ৰদায়ক কোনোদৰকাৰে তুলনা কৰিব নোৱাৰি।
 আদি বিধানমূৰ জানো, বৰপেটাৰ কেৱলীয়া ভক্তত প্ৰায়
 পশ্চিমৰ তীৰ্থভ্ৰমত পৰা দণ্ডবিলাকৰ নিচিনা। তেওঁ
 লোকে বুঝাৰহাও সংসাৰ এৰি বতীৰবনে বাগদায়ে;
 হাটত লাঠি আৰু কব্ৰাল লৈ নাম-কীৰ্তন কৰি ঘূৰে
 আৰু মধ্যপূৰ্বীয়া সম্প্ৰদায়ৰ সৰ্বসাধাৰণ বীতি-নীতি পালি
 চলে। কিন্তু ওপৰত উল্লেখকৰা উজনিৰ কেবলীয়া ভক্ত-
 সকল সংসাৰভাগী নহয়। তেওঁলোকে পূজ-ভাগীৰে সৈতে
 সংসাৰতে থাকিও বিব-ভোগত আঙ্গক নকৈ সাধিক-
 ভাবে জীৱন যাপন কৰে।

এই “কেবলীয়া” সম্প্ৰদায় সম্পূৰ্ণে জনসাধাৰণৰ মনত

এটি ভুল ধৰণা থকা যেন অসুস্থান হয়। বহুত বোধ-
 কৰা ভাবে যে এই শ্ৰেণীৰ ভক্তবিলাকৰ মাজত গুপ্ত-
 ভাবে পাণ-ভোগানদি অস্বাভাৱী আৰু অশৰিৰে বৰ্ণন প্ৰচলন
 আছে। আদি আঁত প্ৰথমে এই সম্প্ৰদায় সম্পৰ্কৰ
 কেইখনমান হাতেলিখা পুথি পঢ়ি চাই আৰু জনৈক
 মন্তব্য সৈতে কৰাৱাৰ্ত্তী হৈ সিবিলাৰ ধৰ্মবিবাস আৰু
 নীতি-নিয়ম সম্বন্ধে বি দ্বিকিঞ্চি জানিব পাৰিবো তাৰে
 সংক্ষেপভবে সৰ্বসাধাৰণৰ জ্ঞাতৰ্থে প্ৰকাশকৰিব ইচ্ছা
 গল। আনোবা আমাৰ এই অনৰিকাব চৰ্চ্ছাই উক্ত
 সম্প্ৰদায়ক কোনো ভুলভৱৰ মনত অজ্ঞাতভাৱে বিবা
 আঘাত দিছে, এইবাৰে আঁত পত্ৰপত্ৰে এখনি “অপবাধৰ
 শ্বৰাই” আগব টি, সিবিলাকৰ গুপ্তত তত্ত্ব ভিত্তিলৈ
 নটো ওপৰে ওপৰে কেইটামান আন্তঃশ্ৰীৰ কথাৰ মাথোন
 আলোক কৰিব পুৰ্জিগো।

কেবলীয়া সম্প্ৰদায় স্থষ্টি সম্পূৰ্ণ কোনো নিৰাসাযোগ্য
 ঐতিহাসিক প্ৰমাণ শোভা নাযায়। ভক্তসকলৰ লুপ্ত
 “সম্ভাষণা” নামে বি এটি এতদন্ত গীত শুনা যায় তাৰ
 পৰা জানিব পাৰি, মধ্যপূৰ্বৰ শ্ৰীমত-সম্বোধেই এই ভক্তিৰ

আদি প্রবেশক। তিচ্ছ, বিহবর গুরু বৃদ্ধি মহাপুরুষে
 ঐক্যে ভক্তি সর্গসাধনার মাত্র প্রচলন করি অতি
 স্তোত্রগানে তেঁর পদম প্রিয়তম আক সোদধোমম ভক্ত
 শ্রীমাদধরেশ্বর মাগেন দি যার। "ঠেটো মগ ধর্ম কাগতো
 নৈকশা, মাধবত গাশি থেমা।" কথাটো অল্পে তনাং
 অসঙ্গর আক অসঙ্গত যেন গাশে। তিচ্ছ বৃদ্ধতায়ে
 বিচার কবি চালে গুণির শাবি, বিজনে জীবনের লক্ষ্য
 আশয়কণে পির কবির পাথরে, যাব প্রাণত সঙ্কটতলে
 কাহুইয় শ্রীতি কামিতে আক যাব চিত্ত শুভ, ধন্য বাধা-
 যেনে পুণি, হেনেমনক রে শাবুর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানব কবিচারী
 বুলি বৈছে। এতেনে মগপুঙ্কায় তেঁর প্রিয়তম ভক্ত
 শ্রীমাদধরেশ্বর এ ভক্তি উপদেশের আসনগ্রন্থের যোগ্য
 জন ভাগি যেন তেঁর কহে এই তত্ত্বজ্ঞান বিলা দি
 যোগেটো একো পাঠচিত কথা নহে। শ্রীমাদধরেশ্বর
 পদ এইভাণ ভক্তি অধিকারী ভেদে আক বারজন সঙ্গত
 গায়। এই বারজন সঙ্গর নাম "সম্বলানা" নামে গীতত
 উল্লেখ আছে। যেনে (১) স্বপ্ন, (২) বেলোনা মণীয়া
 (৩) মনসে, (৪) স্বপনা, (৫) ভিম্বুনা, (৬) বাগদিগা
 (৭) দৈনন্দিনী ইত্যাদি। এই সঙ্গসকলে "আতা"ও
 যোগ্য হয়। সম্বলতাঃ "আপ" ও শব্দর বাই "আতা"
 উৎপত্তি হইছে। বি হওক, কেবলীয়া আভাগলম যে
 অগাভিচারী জানী পুঙ্ক এই বিমহত সন্দেহ নাই। উক্ত
 বারজন আভাব দ্বাৰাই উত্তম অসমত "কেবলীয়া" ভক্তি
 বহনরূপে প্রচলন হয়। বর্তমান কেবলীয়া পণ্ডত চলা
 বৈষ্ণবর সংখ্যা যদিও সঙ্গ নহয়, তথাপি উন্নতির শ্রাধ
 প্রত্যেক যোগে চুট এগোন গাইত কেবলীয়া ভক্তত
 পোরা য়ে। সম্বলতাঃ নামনি অগমতো এই শ্রেণীর
 ভক্তত কিছু ওলায়।

ওপৰত উল্লেখকরা বারজন সঙ্গর বাহিরেও কেবলীয়া
 ভক্তসকলে ক্রমাগত আক সাতজন সিদ্ধ পুঙ্ক স্বীকার
 করে। যেনে (১) শ্রীমদধরেশ্বর, (২) মধবেশ্বর, (৩)
 পুঙ্কোত্তম ঠাকুর, (৪) শ্রীকৃষ্ণ, (৫) স্বহানন্দ, (৬) নিবা-
 নন্দ, আক (৭) নিজানন্দ। এই সাতজন পুঙ্কক ভক্তত

* "আগোশাবহর বহুভবতকপীসেনে নিচ্ছদ্যাপ" ইত্যাদি

বিলাকে ভক্তি উপদেশের প্রধান গুণ বুলি মানে। মহা-
 পুঙ্কর নাতি পুঙ্কোত্তম ঠাকুর আভাগলম বারজন সঙ্গর
 বিমোচক শ্রীকৃষ্ণদ্বারা স্থাপিত সম্রাট এই ভক্তি বিদ্যা
 প্রথা বর্তমানে আছে বুলি আমি জানে। তিচ্ছ এই
 সম্রাজ্যের প্রত্যেক পুণিতে পুঙ্কোত্তম ঠাকুরর নাম উল্লেখ
 রকাত তেঁরই এই ভক্তির তেঁর নেতা বুলি অস্বাভাবিক।

কেবলীয়া ভক্তসকলর পুণিতে অসমীয়া বৈষ্ণব
 ধর্মাবলম্বীরালাক তিনি শ্রেণী বিভক্ত। (১) ভাগবতী,
 (২) নিগুণা আক (৩) কেবলীয়া কেবলীয়া। বর্তমান
 প্রকৃষ্টাচারে একদল মনি চলা মহাপুঙ্কীয়া বৈষ্ণব
 সম্রাজ্যর তেঁরলোকে "ভাগবতী" আক গোপীলাবা,
 দিগম্বরী, পূর্বভাগীয়া আদি বাহিষেয়া গুপ্ত সম্রাজ্যর
 "নিগুণা" আখ্যা দিছে। কে.লীয়া সম্রাজ্যর ভক্তি
 যদিও গুপ্ত আক অতি কমসংখ্যক লোকর ভিতরতে
 সীমিত, তথাপি তেঁরলোকে কোনো অখ্যাত বাহ্যর
 বা বাহ্যিচারী বোধন নির্দেয় বুলি জনা নাই। কেবলীয়া
 পণ্ডত কোনো দেব-সৌ্য বা সূত্রীপুত্রা নাই; নিরুচি
 মার্গত থাকি অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান সাধনাই কেবলীয়া ভক্ত
 পদম পুঙ্কার্থ। শুভ সাধিকভাবে চলা কাৰণেই এই
 লোক "শুভ ভাগীয়া" ভক্ততা বেলে।

কেবলীয়া সম্রাজ্যর ভিতরত ভক্তি নিৰ্মাণে
 বাবু-মাগেন, কারত, দলিয়া, মিবি, দেউবী সকলে
 শ্রেণীর মন্ত্রন আছে। বর্তমান অসমর পাণ্ডিত্য স্থিতি
 বা বৈষ্ণব সম্রাজ্যর দরে জাতি-বিভাগ আক অসুপ্রভা
 প্রাণ প্রভাব এইশ্রেণীর ভক্ত মাত্র নাই। অল্পে
 সমাজগণন আক মানর গাভির মঙ্গল অর্থে অধিক-
 ারী পরমাণে বর্ণনাম ধর্মসম্বন্ধকলেও পাননকরে।
 এই সম্রাট আনান্দিক গুণ থাকি কর্মধর্মাবৈ ভক্ত
 সন্মান আছে। সংস্কর প্রভবত তত্ত্বজ্ঞান পদ্ধতি নীতি
 জাতির লোকেও উপদেশের আসন অধিকার করিব পারে।
 সম্বল পুঙ্কত মূর্খ বা বাহিচারী হৈও সম্বল আসনত বহি
 গুণ গোপাই মান দিচবা; বসি পানী এটাপার গাণী
 দুই এলম্বরা কাণের এখন পিচ্ছ যুতি টে লোকত নিষ্-

পরে দু'দু' করি মৃত্যব। আদিক সংস্কার পরমপরমা
 এই সম্রাট বহুত আঁতর।

"কেবলীয়া" ভক্তি গঠন করি তেঁরলোকর সমাজকৃত
 ঠোকা সর্গসাধনার লক্ষে অতি সঙ্গত নহয়। "কেবলীয়া
 ভক্তি সাব বিদ্যা" নামে পুণিত লক্ষরূপে শিষ্টক ভক্তি
 ার প্রণয়ী ব্যাধ্য এক ভক্তিতে। এই ভক্তি গ্রন্থকলে
 যোগ্যকলে "প্রথমে যোগে উক্তক সঙ্গ নহ; ভক্তক অপ্রি
 স্বর; মন, বুদ্ধি জীৱন লবাগা নিয়ম করি; • •
 চুটজনে সঙ্গ করি।" "ভক্তত সোতা, নাশত বতি,
 ভক্তত শ্রীতি: সঙত ভক্তই" বহি "জ্ঞানক সঙ্গ সহ
 নিমেষ" বুলি ভক্তজ্ঞান আশ্রয় লয়। ভক্তই তেঁর
 ভক্তজনর ওড়নৈ নি প্রথমে তিনিসোতা করাব। পুণ্ডি-
 মুখত এক সোতা; দহনত এক সোতা; আক আনুভব-
 এক সোতা। তার পাছত শুকবে ভক্তি ৭৭ যোগ্যজনক
 কিছু নীতি-সংঘ পানন সম্পর্কে উপদেশ দি বর্জিতগত
 ওড়কথা বুঝাব। তেঁর সেই উপদেশে কিতাবে পানন
 কবে, তার তত্ত্বকা কিতাময় বৃত্ত, ভক্তজনে এই বিষয়ত
 সঙ্গতে লক্ষ্য বাধিব। এই ধর্মপাননত সম্পূর্ণ আস্থান
 যোগেই কিতাময় পাছত শুকজনে তেঁরক ভক্তি অর্থাৎ
 জ্ঞানায়িত তত্ত্বজ্ঞান শিক্যা দিব। সম্বলসকল শিষ্টক
 ধর্মবাহী প্রথা নাই; তেঁরলোকে কেবল ভক্তি অর্থাৎ
 জ্ঞানত দিহে। ভক্তসকলে নির নিম সতীয়া যোগ্যসইত
 প্রচলিত সামাজিক বিমহতে আয়েগে ধরনৈ তর পাছ-
 তয়ে ভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান-লাভর বাহ্যবৈ কেবলীয়া সঙ্গর
 সঙ্গ চায়ে।

নাম কর্তন আক এক ব্রহ্ম উপাসনাই কেবলীয়া
 সম্রাজ্যর প্রধান ধর্ম। বৈদিক কাচারিযতে এতেনোকে
 বাসুদেয় নামেই স্মৃতকর অষ্টোষ্টকিয়া আক বিগাচারি কার্য
 কবে যদিও জাতি-ভেদন আক নাম-কীর্তনত সকলো
 সম্বতে বেছি প্রাধান্য দিছে। কাণ-কট-ব্রত থাকি
 অতি ভক্তিভাবে তেঁরলোকে এই রীতা সত্য করি।
 গুপ্তজনে আনন্দিত ভক্তসকলক পুণ্ডিধর্মপরমা কবিবুই
 আগতাই আনি কাননত বহুই "অপাধর নহাই"
 আগত বি কট-মার্জনা যোগে। তার পাছত ভক্তসকলে

সকানত বহি ক্রমে প্রসঙ্গ, গীত আক যোগ্য গায়। এই
 গীত-যোগ্যিয়ার ধর্ম আন অসমীয়া বৈষ্ণব নাম যোগ্য
 আদির ধর্মে নহয়। ই অতি সুপ্রাচ্য। ইয়াক ভনিলে
 বেণীবেয়া যোগ উপনয় হোতা যেন অহুতর হয় আক
 হুত যোগ্যকো তথা আছে। সাকান্ত বৈদিক আক
 আধ্যাত্মিক তত্ত্বকপাসমূহবে ভক্ততসকলর কাছত আনত
 আক ব্যাধা কবা হয়। মৈত্রেয়সকলে মন-সুখ, মাং-
 চাইল, দৈ-বিধা আদি আক স্থল বৃত্তি শিষ্টায়ও ব্যবহার
 হয়। কেবলীয়া ভক্ততে মাগে বায় যদিও বৌদ্ধবিলাক
 ধর্মে নিজে কোনো জীৱহত্যা নকরে। এই ভক্তি
 গ্রন্থে নকবা লোকে ভক্ততসকলর নাম-কীর্তনত যোগ্য
 গ্রন্থ আক উক্ত যোগ্যসইত "পূর্ণ করিব নাচারে।
 ভক্তসকলর মাগত জাতি-ব্রহ্ম-সা বাধন নাবা। পুঙ্কলোরে
 একত্রে আহার আক পরম্পরে খ্রীতিভাবর বাগিন-প্রধান
 কবে। এটি কবিতত সু-সুপ আদি স্থবাদিত ব্রহ্ম গোটাটাই
 ভক্তসকলে কলো পূর্ণকবি সকলোরে মাগত স্থাপনকর
 বাবে কোনো কোনো লোকে এই সম্রাজ্যক "কবনি-
 পুজীয়া" আক দ্ব্যবচর বহি এই সকল পদ্য হয় বেছি
 ইলালোক ভুলকৈ "ব্রীতি যোগ্য" নাম দি ওপবত কৈ
 অহা নিগুণা সম্রাজ্যর শ্রেণীত পেশার যোগে।

প্রত্যেক লোক বা বাহুহরা সকানত শুকজন নিমন্ত্রণ
 কবি অগুপ্তা দিহা হয়। শুকজন কোনো সম্রাট
 উর্ধ্বাধিত নাগনিলে স্থানীয় লুটাকভক্তন অর্কট আগ-
 যোগ্য টোপো-নি নি গুণক ভেটে। ঠায়ে ঠায়ে ভক্তত-
 সকলর বি একোদন সঙ্গ আছে। স্থানীয় বৃদ্ধ ভক্তন-সই
 নেতা বহুগে সেই সঙ্গ চলাই থাকে। ওপবত কই অহা
 বাহন সঙ্গর প্রত্যেকজনর নিষ্কট নির নিম গুণজনর
 আক সকলে ভক্ততে আদি-গুণ শব্দ-মাধবত তিবি ভক্তি-
 ভাবে পানন কবে। তিবি উৎসাহ। সাধাবণতে আন
 না-সোভার হবে বতি কহা হয়।

কেবলীয়া ভক্তসকলর নাম-কীর্তন বা ঈর্ষতপাসনাব
 কারণে কোনো নামধর্ম বা গোঁসাধিব নালাক। নিরুচি
 সম্রাট সেই সেই ঠাইতে বহি ঈর্ষবর্ত ভগ্নাকীর্তন আক
 ঈর্ষবর্তিতা কবির পারে। বঁতে ভক্তসকলে অতি

হয়, তাত তেওঁলোকে কল্পিত আশেচনা পাতে। নিবলে শোবাগীত বা দ্বন্দ্ব চুক্ত পঠিত ভক্তগণে দায় চিত্তা করে। এইববে অকলে চিত্তাৰ্বাভে সিবিলাকে "নিম্ন সেবা" বলে। আৰু এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই, এওঁলোকে সচৰাৰ নাম-সেবা আদিত নন্দব-মাৰবে লিখা কীৰ্ত্তন-সেবাৰ ব্যৱধান নকৰে। ওপৰত কৈমহা সন্তনকলে লিখা এওঁলোকৰ কেইবাখনো হুকীয়া সেবা-কীৰ্ত্তন আছে। সেই পুৰিবিলাক অতি মধুৰ ভাৱে বিবিধ চুক্তত লিখা আৰু অমেক আধ্যাত্মিক আৰু দাৰ্শনিক তথ্যপূৰ্ণ। নিম্ন প্ৰত্যেক সতীৰ আৰু নিম্জীৰ পৰাৰ্থত পৰমাছাৰ্য্য হিত্তি আৰু বিকাশ সম্পৰ্ক পুৰিবিলাকৰ সম্বন্ধ-ৰূপে আশেচনা কৰা হৈছে। সাহিত্যৰ হিত্তাবে চান্দৈ পলগেও এই পুৰিবিলাক পুৰনি প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া কবিসংগে লিখা পুৰিবিলাক যোগ্যৰ্থে কোনোগুণে গীন নহয়।

কেরনীয় পুৰিবিলাকত শ্ৰীশৰবসেবৰ কীৰ্ত্তনৰ বদে গম্বৰ ভৰণে কোনো উপদেশ দিয়া নাই। ছন্দৰ বিহয় আমি যাং ওচৰত এই পুৰিবিলাক দেখা পাইছিলো, তেওঁক কোনো প্ৰকাৰ অহুৰাৰ আৰু বুদ্ধি-তৰ্কৰে সম্বন্ধ কৰিব নোহোৱাত সেই পুৰিবিলাক। নতুবা বৰূপে এওঁকি কথাও আমি বাইবৰ আগত দাঙি ধৰিব পৰা নহয়। বৰ্ণানময়ত এই বিষয়ে পুনৰ চোঁক কৰি চাবা বাহা থাকিল। সকল আদিত বিবিধাঙ্ক নীত গোৱা হয়, নিত জনসাধাৰণৰ আগত অপ্রকাশিত, আৰু নিপিবদ্ধ নহয়; তকতসকলৰ মাজত গুপ্তভাৱে মুখে মুখে প্ৰচলিত। এই গীতবিলাকেৰে তাৰ অতি উচ্চ, তাৰা প্ৰায়গ আৰু প্ৰতিমুখৰ। কেরনীয় সম্প্ৰদায়ৰ গীত আৰু পুৰিবিলাক প্ৰকাশ হওন সৰ্গসাধাৰণৰ দ্বাৰা আত্ম চৰণ, আৰু অস-মীয়ে সাহিত্যৰ এটি সম্পৰ আঁপুৰি লিখি বিলাক হয়।

শ্ৰীক্ষেত্ৰৰ বৰগোহাঁট

যুবোপত অসমৰ জ্যোতিষ-সূত্ৰ

প্ৰাচীন কামৰূপ আৰু তাৰ ৰাজধানী প্ৰাগ্-জ্যোতিষ-পুৰ (ক) যে এখন ত জ্যোতিষ-চৰ্চ্চিত্ত বৰ প্ৰাগ্ৰণীত শাৰিগ সেই কথা নহওত জানে। কালিকাপুৰাণৰ মতে ব্ৰহ্মাঈ প্ৰাগ্-জ্যোতিষপুৰত স্থিত হৈ পোনপ্ৰথমে নক্ষত্ৰ সৃষ্টি কৰিছিল (খ)। প্ৰসিদ্ধ জ্যোতিৰ্ক্ৰিদ্ পণ্ডিত আৰু "কুংবৰহিতা" আৰু "পকসিদ্ধান্তিকা"ৰ প্ৰথকৰ বৰাং-মিহিৰ কামৰূপৰ অন্তৰ্গত বৰাং ৰাজ্যে মাহুহ আছিল, তেওঁৰ জ্যোতিষ-শাস্ত্ৰত অসাধাৰণ আদিপতা দেখি উচ্চ-হিন্দীৰ বৰা বিষ্ণুমাতিতাই তেওঁক নহয় সত্যৰ একম

বদ্ধ কৰি লয় বুলি কিছুমানে বিশ্বাসঘৰ (গ)। কিহ প্ৰাচীন কামৰূপীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্ৰৰ বিশেষত্ব আৰু স্বাত্ম্য ভাৰতীয় জ্যোতিষ-চৰ্চ্চিত্ত তাৰ স্থান, এইমেশৰ জ্যোতিৰ্ক্ৰিদ্ৰকম্বৰ বৃত্তান্ত আদিৰ বিষয়ে আশেচনা; আঁ সোঁক কোনেও পুৰাণপ্ৰথমাৰ্ণে বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীত গণিত গোৱা নাই। বৰ্তমান সময়ত পণিত শাস্ত্ৰৰ অধাৰে কেবলম ডেংকো কৃত্তিত্ব লাভ কৰিছে। আশাৰকো তেওঁলোকে অসমৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বিশেষৰ আৰু ইতি-বৃত্তৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন কৰি। তেওঁ-

(ক) "Prag means former or eastern, and Jyotisha, a star, astrology shining. Pragjyotishpur may, therefore, be taken to mean the City of Eastern Stars."—Gait's History of Assam, p. 15.
 (ব) কালিকাপুৰাণ—অৰু প্ৰাগ্-জ্যোতিষপুৰ শব্দ বৃৎপণিত পঠৰে। অৰা মহাৰহিতো ব্ৰহ্মা প্ৰাগ্ৰণীত বহুই। তেন প্ৰাগ্-জ্যোতিষপুৰে পুৰী পুৰুষবিদ্য। "সংস্কৰি স্থলিগৰ কেৰিগল ফুৰুৰ "অৰুণা যাত্ৰা পণ্ডিত।"
 (গ) পুৰাণি স্বমতৰ বে বৰাং নামে এখন ৰাজ্য আছিল তাত কোনো মেশৰ নাই। ".....বসমন্তে বসব ন পুত্ৰ মই নভিকাত বিষ্ণুমাতিতাই বাহৰ কৰিছিল। তেংকলে বিষ্ণুমাতিতৰ সদমাৰিক হুৰাং ৰাজ্যে সেই নভিকাত কামৰূপত

লোকবৰ্ণা আৰু তত্তলিখা ধৰণৰ গ্ৰহ বা প্ৰহৰ পৰ্য্যন্ত আশাৰকিৰাণী,—The place of Assamese astronomy in the astronomical culture of the Hindu, or, the Kamarupa School of Hindu Astronomy.

অসমৰ জ্যোতিষ যুবোপত কেনেকৈ বৃগাস্ত্ৰৰ মানিছিল সেই বিষয়ে অল্প তথ্য পাই পাঠকসকলক উপাধে হোৱা। ১৬১১ খৃষ্টাব্দৰ পূৰ্বে যুবোপীয়াসকলে ভাৰতৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে একো নাজানিছিল। সেই চনত ইয়িত্ৰি ডমিনিকো কেছিনি (Giovanni Domenico Cassini) নামে সেই কালত যুবোপৰ সৰ্ব্বপ্ৰথম জ্যোতিৰ্ক্ৰিদ্ৰ পণ্ডিতে ভাৰতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত কিছুমান যুগৰ বিষয়ে এখন বিবৰণ প্ৰকাশ কৰিছিল। এই যুগেৰে ল'বুৰে (M. de La Loubiere) নামে এখন কথাত মতগে অসমৰপৰা নিছিল। তেতিয়াহে যুবোপীয় সৰ্ব্বপ্ৰথম ভিতৰত হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ সৰ্ব্বপ্ৰথম পৰিচয় হয়, আৰু তাৰপৰা হুগানমূলকভাৱে জ্যোতিষ-শাস্ত্ৰৰ প্ৰধান বিশেষ হুৰিধা আৰু যুগপাত হয়। অসমৰ পৰা নিয়া জ্যোতিষসূত্ৰই যে যুবোপৰ জ্যোতিষ-চৰ্চ্চিত্ত এনে এটি নবপুণ আনিব পাৰিলে, এই কথাত প্ৰতি অস-মীয়াই বিশেষ গৌৰৱ অকুহৰ কৰিব।

১৬১২ খৃষ্টাব্দত কেছিনি অসম, আৰু ১৭১২ খৃষ্টাব্দত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তেওঁ ইটালী দেশৰ মাহুহ আছিল। কেছিনিয়ে পোনেত বলগনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Bologna university) জ্যোতিষ-শাস্ত্ৰৰ তথ্যাপক আছিল, আৰু

নিমুক্ত হয়। তাৰ পাছত প্যাবী ছুইডৰ মানমন্দিৰ (Astronomical Observatory of Paris) নিৰ্মাণ হোৱাৰ ক্ৰমৰপৰা চতুৰ্দশ যুগে (King Louis XIV) পোপ ৯ম ক্লেমেণ্ট (Pope Clement IX) সম্ভাতি শৈ ১৬১২ খৃষ্টাব্দত কেছিনিক তাৰ পৰ্য্যটক নিমুক্ত কৰে। কেছিনিয়ে শনি, বুধপতি, বুধ, শুক্ৰ আদি গ্ৰহৰ বিষয়ে নানান তথ্য অধিকাৰ কৰি যুবোপীয় জ্যোতিষ বিজ্ঞানৰ বুৰঞ্জীত নিজৰ নাম চিৰপ্ৰসিদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। তেওঁকে আন্তৰ্জাতিক চাৰি পুৰস্কৰে পুৰাত্নত্বকে কেছিনিমকলে প্যাৰীৰ মানমন্দিৰৰ পৰিচালকৰ কাৰ্য কৰিছিল।

লা বুৰেই অসমৰপৰা নিয়া জ্যোতিষ-সূত্ৰৰ বিষয়ে কেছিনিয়ে একাধৰতা বিবৰণৰ কথা Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 18, Hindu Astronomy, by G. R. Kaye নামে গ্ৰন্থৰ প্ৰথম পিঠিত এইববে আছে,—

"In 1691 Giovanni Domenico Cassini published an account of certain astronomical rules brought from Assam by M. de La Loubiere, and thus, as the most renowned astronomer at that time in France, gave a first advertisement." [The italics are our own.]

এতিয়া কথা হৈছে—
 (১) কেছিনিয়ে প্ৰকাশকৰা বিষয়গত জ্যোতিষ-সূত্ৰৰ কি বিশেষত্ব আছে?

বাহৰ কৰিছিল। অসমৰপৰা যাব হোৱাক বৰাৰী বজাৰ বোলা হৈছিল।.....বহা জ্যোতিষ পণ্ডিত চূড়ামনি বৰাহমিহিৰ বোৰকো বৰাহমিহিৰ মাহুহ আছিল,—জান আৰু বিজ্ঞাত তেওঁ বৰাহৰ মিহিৰ বৰুণ আছিল। সেইববেই বোৰকো জৰিৰ নামে বৃহা বৰা বিষ্ণুমাতিতাই তেওঁক 'বৰাহমিহিৰ' বুলি মাতিবলৈ ভাল পাইছিল।.....তেওঁৰ দিনত প্ৰাগ্-জ্যোতিষপুৰত সিমানবু জ্যোতিষ আৰু তথ্য আশেচনা আৰু উন্নতি হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ আন কোনো ইহঁত সিমানবু হোৱা নাছিল। "বৰাহমিহিৰ শ্ৰীত কামদন্তৰ আশাৰাণা ৰচিত "বৰাহ বৰাহমা আৰু বৰাহমিহিৰ" প্ৰথক, "শাগোচনী" ৮৭ বছৰ। ১৬৮২ পৰম "জোনাকী" শ্ৰীত সোণাশাম চৌপদীৰ "জানী ডাক" প্ৰথক ৪১০৭। কিছুমানৰ মতে বৰাহমিহিৰ ইৰাণীয়া মাহুহ, আৰু, তেওঁ জ্যোতিষ অধ্যয়নৰ বা জৰ্জিৰিৰ কাৰণে অসমলৈ আছিল। এই বিষয়ে চতুৰ্দশ বছৰ প্ৰথম সংখ্যা "বিদ্যমত" "অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত ভূমুকি" প্ৰথমত শ্ৰীমান ডিব্ৰুগৰ বেণে অল্প বিস্তৃত আশাচনা কৰিছে।

- (২) সেই সুত্রবোধ কোন পণ্ডিতের কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত আঁক কোন কাণ্ডে বসিত ?
- (৩) সেই সুত্রবোধ বা কেছিনির বিবরণবর্ণনা অসমর জ্যোতিষ শাস্ত্রের উচ্চাৰ অসহ্য কি জানিব পাৰি ?
- (৪) না বুবে কোন ?
- (৫) তেওঁ অসমল কেতিয়া থাক কিয় আছিল ? ১৬৬২ খৃষ্টাব্দত মৌৰ্যকুলশাহী অসম আক্রমণ কৰোঁতে লগত নাবিক কৰ্মচাৰী কৰি (৬) ভাৰেমান ফিৰিঙি বা যুৰোপীয় আনিছিল ; না বুবে তাৰে এজন আছিল নে ?

- (৬) এইবোৰ সুত্র না বুবেই অসমত কেনেদৰে আঁক কাৰণৰ পাশে ? তাক অসমবৰণা তেওঁ কেনেদৰে নিৰ্দেশ পাশে ?
- (৭) না বুবেই অসমবৰণা নিত্যা সুত্রবোধবর্ণনা মূল গ্রন্থখন এতিয়া কৰণাত পোৱা যাব নে ?
- এই অসমজ্ঞানিত দুখনি গ্রন্থই সঠাৰ কৰিব পাৰে,—
- (৮) কেছিনিৰ নিৰ্মিত আঁক আংশিকভাৱে সম্পূৰ্ণ আয়তীয় চৰিত—*Memoires pour Servir a'*

histoire des sciences, Published by G. D. CASSINI'S great-grandson Count Cassini in 1810.

(২) *Notes on Hindu Astronomy, and the history of our knowledge of it* : by J. BURGESS, published in the Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, PP. 717. কেছিনিয়ে প্ৰকাশকৰা না বুবেই অসমবৰণা নিত্যা জ্যোতিষ-সুত্রৰ বিবরণা পাৰা, লগত না আন যুৰোপীয় শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ কোনো গাইবৰ্জীত নিশ্চয় পোৱা যাব।

অসমীয়া সাহিত্যত বিশেষ জুৰুবাণী যুৰোপপ্ৰশাসী জীৱিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আঁক জীৱিত শুক্ৰবে পোষাৰী ধৰে এই বিষয়ে অসমজ্ঞানিত আমাৰ তাৰ কণাল অনানে বহু ভাল হয়। কলিকতীয়া ছাত্ৰসকলেও এই বিষয়ে ইন্সপিয়ালে লাৰ্ণব্ৰেই বা বেঙ্গল এছিয়াটিক ছফট ইটৰ শাৰ্ভেৰীত অসমজ্ঞান কৰিব পাৰে।

শ্ৰীহৃৎসুহাৰ ভূঞা

“আসামত বিদেশী”

শ্ৰীযুক্ত সম্পাদক ডাঙৰীয়া,
বোৰা আহিৰন “বীৰোত” কাছনী আঁক ধাৰণিৰ শিতামত “আসামত বিদেশী” নামেৰে কিতাপখন সমালোচনাৰ ছপোৰে বিদেশীৰ ঐতিহ্যবাহুত আমাৰ গাৰ্ভাণা মাহুহৰ কি দুহুৰাহ হৈছে তাক আগোচনা কৰি কিছু কথা কোৱাত, সেই সম্পৰ্কে মোৰো হু আৰাৰমান কৰা হৈছা পণ।
শ্ৰীযুক্ত জাননাথ বৰা দেৱৰ কিতাপখন মই বেৰিহাট

পোৱা নাই, আঁক পঢ়িও পোৱা : কি, কিন্তু বা বেৰে নিৰ্ভালৈকে আমাৰ ডেকা সম্পৰ্কেও এই ফালে চকু দিগে আমাৰ দেশত অনেক সুফল ফলিব বুলি মোৰ দৃষ্টি বিশ্বাস।
বৰা দেৱৰ অক্ষয়ত বিদেশীৰ হাতত বেৰা-পোৰা ধকাৰ বাবে আমাৰ মাহুহৰ টং চুটতে, আঁক “গোপালগিৰি গোটেই তেওঁগোকে হাত কৰি অক্ষয় ধন নিৰ্ভা

(৭) “On Ist. November 1661, this Viceroy (Mirjuma) started from Dacca..... A powerful flotilla of war vessels accompanied him.....most of the novel officers, and jailors were Portuguese or half breeds’ with some English and Dutch sailors too.”—Prof J. N. SARKAR'S *History of Assam* ৪. Vol. III. P.P. 179. Also, *Relation of an unfo tants voyage to the kingdom of Bengala* (1682), in *Glanics*.

বিহবে...তোলান-পোতাৰ বিদেশীৰ হাতত...বাট, নাশিত, যোগ, জ্বাল, বজি পৰ্য্যন্ত বিদেশী।” বৰাৰে নগৰ বসতি কৰে, গাৰ্ভত সুৰা-তকা কৰে’তে এই বোকা-পোতাৰ আৰি বেৰি এই আক্ষেপ কৰিছে, কিন্তু তেওঁ তাৰ তলত যদি এবাৰ আঁক ভাওকৈ চহু হুয়াই চাৰ, তেন্তে তেওঁ বেৰি, বিদেশীয়ে অকণ পোৰা-গাণিমেৰে, তা বোকা পাতিয়েই বা পোৰা-নাশিতৰ কামকৰিয়েই টকা চুটি এৰা নাই, এই বিদেশী হলে আমাৰ মাহুহক একেবাৰেই সৰু-ৰাত কৰি তুলিছে। কামকণ অকল কৰা মই ডাঙি ধৰ নোহোৱা, কিন্তু আমাৰ উজনিৰ কাশে গাৰ্ভত কেওকা বেপাৰে হোলা অসমীয়াক ইবাঁকি ছোপাটো, সিবাঁকি চুৰিখান, এনেদৰে গৌণ, ভেগ, ফল, আঁকি জাৰি নানা ধৰণে বত বাকীকৈ দি পাছত ৪০১৫, টকা হৈ পৰিলে ঠাকুত বেৰেই টকা পৰিণোৰ কৰিব নোৱাৰিলে, ভাল জাগাই মাটি বন্ধকত বৈ “বহন অ কৰিবলৈ কেলে” ধৰে, টকা মূৰে ৩৫ বছৰ ভিতৰত আমাৰ গাৰ্ভাণায়ৰ ধৰ-বাৰী বিকি হৈ পুৰাণ-সুই হৈ পৰা উৰাধৰন ইয়াত প্ৰায় সৰাই ৰাটন লাগিছে। ৪০১৬, টকা মূল্যবান। ভিনি-চাৰিবাৰ খট বদলাট দি টকা-বাৰ্টি বাৰ্টি ১০০০, টকা কৰি সমস্ত মাটি-কাৰী অসমীয়া মাহুহৰ পৰা কেওকৈ কিনি টকা অসমীয়াক ৰাটন মৰ্মনীয়া কৰা কৰা মই নিজে জানো। চাৰ-বাৰিগৰা মাহুহৰ হাতত ইয়াৰ মাহুহে গাৰ্ভে গাৰ্ভে উঠি-বেৰি লখীমপুৰৰ হাৰ্ভিত ছাৰণ পোৱা বেৰাৰুৱা সৰুগোৰে নিম্ভৰ লখিৰে। সিগানেৰ ময়মনসিংগৰ বজালী দুহলমান সেনাৰ অন্তাচাৰ-উপক্ৰমৰ পৰাও অসমীয়াৰ হাতবৰণা মাটি-কাৰী কাৰ্টি লোভা লক্ষ্যোৰে অধিকত নাই।

এই ময়মনসিংগীয়া গো-ঠাই হলে হলে আঁক অসমৰ মাটি আঁহৰ কৰি বৈ গৈকা অসমীয়াক নানা একাৰ-সেৰাৰা আঁক অন্তাচাৰ কৰাত অসমীয়াই ঠাই এৰি ময়মনসিংগীয়াক প্ৰেৰ্ত কৰি পলাই যোৱাও বেৰা গৈছে। গৰ্ভগঠক এই বিষয়ে কাৰোৰন কৰিলে সে ভিৰা কৰা-ধৰ মট বিশ্বাস নহবো। সৰুগঠক অসমীয়া নহম ; বৰে তৰে মাহুহৰ পৰা বাৰানা পাৰেই বিদেশী গৰ্ভগঠকৈ কাৰ চলিব।

তেওঁগোৰক পকে অংখলি মাটি আঁহাৰ হৈ ৰাটনা বুদ্ধি গোলত ভালেই হৈছে, অসমীয়া ৰাটিয়েই থাকক না ময়মনসিংগীয়াই থাকক না। বিশেষ ভূ নব কি আওতকতা আছে ! অস্ট্ৰেলীয়া আ’ ছাউন আফ্ৰিকাত ‘বগা মাহুহ’ৰ নিমিত্তে Emigration Law কৰি অৰ্পৰ মাটি বাৰি ক’লা মাহুহ চিৰিগ নোৱাৰা কঠিন নিৰ্মম যদিও সেই ফালে আছে, ইয়াত কোনো অসমীয়া কাৰ্টি কৰা কৰিবলৈ কিবা কৰিব ? লাৰে লাৰে এই সেনা বোলে মাহুহী আঁক লখীমপুৰো পাইছেহি। এতেকে এই অসমীয়া ৰাটিব ভৱিষ্যত চিত্তা কৰিবলগীয়া যদি আমাৰ ঐতিহ্যও হোৱা নাই, তেন্তে আমাৰ কিত বিঘৰতেনো চিত্তাৰ কাৰুণ্ডতা থৈছে মই কব নোৱাৰো।

পিছে আমি কৰিম কি ? বা কি কৰিব লাগে, কি কৰিছোঁকৈ ? বেশনিষ্ঠা ভাব “মাহুহৰ মনত জাগৰত কৰিবলৈ বাঁহতেও নগৰে নগৰে সজা-সমিতি গাৰ্ভিত লাগিব, গাৰ্ভে গাৰ্ভে লাখা-সমিতি গাৰ্ভিত লাগিব, আঁক ঠায়ে ঠায়ে বক্তা দি কাৰুণ্ডত লিখি বেশমৰ আবেদন কৰি তোলাপাৰ লাখ লাগিব।” বুলি ক’লা বেৰে আমাক আহ্বান কৰিছে। মোৰ হলে বাৰ বেৰে এই সজা-সমিতি, -কুটা, আঁক কাৰুণ্ডত আবেদনত কৰ বিধান নাই—সজা-সমিতি আঁক কৰেই হৈছে বেন লাগে ; নগৰ বক্তা হৈ গাৰ্ভ মাহুহক হোলা, বা সজা-সমিতিৰে এই বেৰা-বেপাৰৰ ঠাই লোৱা বোম বাটকৈ ধৰে নহবে। কেওকা-সভাৰনৰ হৰে বেৰিভা-লেহক আমি নিজে গাৰ্ভে গাৰ্ভে বহি সিৰাৰ্ভাণত বোকাৰ পাতি গাৰ্ভাণীয়া মাহুহক এই বিদেশীৰ পৰাধাৰণা বঁধা কৰিবলৈ যত্ন নহবে, তেতিয়ালৈকে সৰুগাৰ্ভিত বিঘনিউত্ৰন পাছ কৰি, বা গাৰ্ভাণীয়া মাহুহক বক্তৃতাবে শিক্ষা দি আয়োজিত বা আধিনিউত্ৰন কথা শিকাই একো কৰিব নোৱাৰে। “আসামৰ ঠুবৰ পৰা সি বুৰলৈকে একপলৈকে বোহ অসমীয়াই বোহাৰ কৰো বুলি আঙুঠাই আঁহৰ লাগিব আঁক তেওঁগোৰক সঠাৰ কৰো বুলি গোটেই বাইছে একক হৈ উঠিব লাগিব।” পিছে এইখিনি “বহুত অসমীয়া” কোন ? ক’ৰণা ? ওলান ? শিকিত-ডেকা নগৰপৰা ওপাৰে ? শিকত-ডেকা না আঁক কিছু ক’ত ?

গার্বের লম্বাই শিকা পাই, কলেজত পঢ়ি, গার্ব এবে; নগর লম্বাই শিকা পাই কলেজত পঢ়ি পার্বীয়া ভীমসে নামা, বিপকমে। আমি শিক্কায়েক কোবানী-মহরি ধরণে; উকীল, মেজিষ্ট্রেট, স্বয়ং; মুঠতে ছকার চাকরি এটা কবি জীবন সুখেবে নিয়াঠে। ইংবাজী সুলত ভবি মিলেই কিব/ফিবীয়া চুবিয়া, ফিব/ফিবীয়া মিহি বত-হত উবি খোটা পম্বারী ছোলা আক ভবিত পম্প/ছু পিক-বিলে, আক পার্বিলে হাতত বিইচা-গৈ গার্বের দর আক গার্বীয়া জীবন বিাকবি পার্বিবিলে উপক্রম করে। এইবার খোবহাটত ই-ডেউছ কনকবেল রেখাশে।

—এখন সকলো ছাত্রের এখন সুচলমান ছাত্রের এখাগিলে। ছাত্রসম্মিলনের বয়স ১০ বছর, এই ১০ বছর ঠায়ে ঠায়ে হঠাৎে অতি কমপক্ষে বছবেশতি ভই ইংবাজীক কুবি হাজার টকা খরচ কবিছে। এই কুবি হাজার সুলত কি কাম হৈছে তাক এবার দিয়াগাপ কবি চোরা উচিত যেন মই হলে ভাগে। সাম্মিলন প্রেরকারী গাটী-মিরক ছপাকবা আক তেনেহুতা ছটা চাবিতী সন্মান্য কিতাপ প্রকাশকরাপনা ছাত্রসকলে যেনে আক সাধারণ প্রকার বিয়া প্রকৃত উপকার কবিণ পারিছে নে?

বরা য়েবে, ভাবার হবে "মি কাতীর উন্নতিসে কোনায়ে বাধা কবে, তেহে তেই প্রথমে মাহুহে মুতে ধুয়াধার্কন রাহুহু কবে তাব চেটা কবিণ লাগে।" অর্থাৎ কিছ এই উঠি অহা সন্মিলনের ডেসকসকল ধনর বিহবে, বসন্তর বা রাহুহু কুবিছে আক নিম্নর জীবনগো চামেকী সেহুগাইছে তারপবা "কাতীর উন্নতি" বহু বৃত্ত যেন অহুহুতন হয়।

সুগিলনে যদি কিবা এইকালে সর্গাচি উন্নতি কবিবর অতিগুরুবে তেহে তেইলোক তোলা টকার এটা পুঁচি কবি ক-রুপাবেটক বা ধাবেগিয়া এগাশীকি ধুয়া য়েবে উন্নতিকা গার্বীয়া রাহুহু কবে-বেগার শিকা মিঠেলে নিজে সোফান পাতি তিহুক, আক বিশেষীর গবা: ছপনবা বন্ধা কবিঠেলে বহরকরক। "এইমই সকলো প্রকার উন্নতিব মুল"—এখন সপরাধুয়া, এটাধবে বরক। নিলগপনবা ভাটন ভাটন রাহুহু য়াতি, জানি সূগাণতি

পাতি বক্ততা শুনার কিবা কন এই কেইবছরত হৈছে নে? এটাধর চাব বেহপ্রসন্ন সর্কারিকাবীবে ছাত্র-মঙলীয়ে কবিবলগীয়া আক কবিবলপবা অনেক কাম তালিকা তেঁওর সভাপতিব বক্তৃতাত তৈ গৈছে; গার্বী শীরা জীবনত সগায়েকবিঠেলে লে কেলবোর্ড আদিবে মন নকবা আদি-সুখুই তৈম্বারকবিও ছাত্রসকলে বেশ-সেয়া কপা উচিত। তেই কৈছিল,—

"He (Student) can organise small bands and centres where his interest lies for teaching boys and girls, particularly of the backward and poorer classes who have no means and facilities of their own." He can get a grounding for combating diseases like malaria and Kalaazar, and can, in his own way, assist in jungle-clearing, road-making, Swamp, draining, tank-filling, and tank-clearing whenever the necessity exists."

ছাত্রসকল শুবিয়াগসকলে কার্যকরী কোনা-কাম কবিব নোহুতবা কবিণ কোনা practical scheme বা কার্যত পবিত্ত কবিবলপবা প্রস্তাব কেমনেও বাচি নম্বা ত তেইগোশ্ব-মিজ ইজামতে হুই-সম্মিলন কিতাপ তক্রমা কবাতইক আক কবিঠেলে চুক পোতা নাই বুলি য়েব। এই কই, বরা য়েবে তেঁওর কিতাপখনত অংগর স্পেব, বি অস্তর অভিযোগক কপা কৈয়ে তাতে আবার সন্মিলনে চকু মিণ পারে। কেকা-মহাজনে আক আন আন বিশেষীয়ে ঠগিল বাব নোরাবিবর্শে গার্বী গার্বী কুল-পঢ়াশালি-পাতি তিনি ঠা-ই শিকাবা-পায়ে—সামান্য গপ, সামান্য পেশা আক সামান্য ছিছাপব শিকা-দির্ পাবি-বে; আবার বেগত, বহুত করা হয় যেন অহুহুতন করে। তেইলোকে সাংসেবে মতি: আনা আক আনান কবি ঙ্গনা: তেইলোকের সভাপতিব স্মরণে চাকরবা, সুখুই বনা: আদি-কাম তেইলোকে কবিঠেলে ভাল নাগার পারে, কিন্তু গার্বীয়া রাহুহু ক-অলপ বিগ্যাঙ্ক শোধন বিঠেই

আক বিশেষীয়ে সোফান পাতি চুচি নিয়া "মতঃ" দন বেহেত বাবিবনে দিয়া কবিণ তেইলোকে অন্যদাশে পারে, ধবি তেইলোকে শত্রুবিহতে বেশ বসুলকে চিত্তা কবি-

বর উদ্বেষ্ট কবিঠেই এই সভা-সমিতি পাতি বেশন ধনক লগাইছে। আকিলে ইমানতে।

শ্রীসেবেধ চশিগা

গুণ শোধ নে প্রতিশোধ

নবেশ্বর শিকা শেষ হল। নবেশ্বর যদিও পড়া-শুনাত বসন মবা, তথাপি তেঁওর ছবপনবা সহায় নোপোহাত ইংবাজী সুলখন পাছ কবিঠেই বহুত হচিব লগাত পবিল। নবেশ্বর ইচ্ছা আক পঢ়িঠেলে, কিন্তু ককায়েকর ইচ্ছা নবেশ্বর হাতে চাকবি এটা কবি তেঁওর দন খাচি বিয়াত-তৈক সমাজত তেঁওর এখন মানী মাহুহ কবি তোল। বৃঠ কপা, নবেশ্বর ককায়েক যদিও কোনো দিগ্ব-খোরা নাই আক সমাজত বিয়া বুলি মান নাগার, তথাপি নবেশ্বর চাকবি এটা কবিলে নবেশ্বর হুহুতে তেঁওরী দিগ্বার কতকর বুলি সমাজত মান-ভাগ লইলে আনা কবে।

নবেশ্বর লগবীয়া সকলো লবা পঢ়িবলৈ গল। নবেশ্বর হচিব লগবীয়া লবা কৈলো বহুত বহিষ্টতা নাই। নবেশ্বর ককায়েকর নবেশ্বর চেঁনিয়াই চেঁনিয়াই মাহি বচি থাকে। ককায়েকর ইচ্ছা নহবে যে সগার যদি নবেশ্বর মনত বেজার দিবে। তেঁওর ভাবে, সগার যদি থাকিলে নবেশ্বর গৈ বাশিগা-চাগিচাই চাকবি বিচারি সোমাবসে তেতিয়াই সমাজত তেঁওর মান হব আক লাগে লাগে হাচিগাপবা এগন-গুগনকৈ বহু আনি ভাবে কব বনমগর টকারে বহু-হুত্বার কেডাখন ভাশকৈ মাজ গার্বী তেইলোক এধর সুবগা তৈ পবিল। তেতিয়া ভাশকৈ বিজ্ঞান পাতি দি ভায়েকর গুণবতে খবর মগলে তাব দি নিজে বহুত খবর উভরীয়া বা বহুভক্তা তৈ বচিব। সুঠেই তেঁওর পাবিলে খেতিটোকে খাবর খোপাখো কবিঠে তা কবাব, বাহা-টোটি গুজকর আদি ধগলো ভায়েক মাঝি। এইধবেই তেঁওর তেঁওর মসান-দন ভায়েকবে পোটাটো পোবর মসাব পাতিব খায়ে।

নবেশ্বরই ককায়েকর বকনি হচিব নোবাহ হল। নবেশ্বর উঠিছা ডেকা, ধবত বাবগন মনর মুক লাগি থকা ভাল নাগার। ককায়েক আকো ভাবে, বহর এই ধবে নাথাকিলে তনর মাহুহর গুণবরাগাই বকি-বকি বশকবি নমলে বহর চলোটা টান। গলর মাহুহর কামত জীব নাথাকিলেও তাত মিছাকৈয়ে জীব উলিয়াই সিইতক বকি, বামি মাজ কভা দি কচি থাকিব লাগে; তেহে তনর মাহুহে গুণবরাগা মনি চলিব। ইমানতে তৈ বঠ, নবেশ্বর বগেচ মবা আচি তিনিবছর আক বাগেকব অহিহনে নবেশ্বর ককায়েকেই ধবর মুল মাহুহ। যদিও মাক আছে, তথাপি তিকতা মাহুহ বেতিগা ককায়েকর তল। কথাত কয়—"তিকতা তিনিও কালত পবর অদীন।" সকতে মান-বাগেকব অদীন, বিয়াব শিছত গিবিবেকব অদীন আক গিবিবেক মবাব শিছত মবা কাললৈকে নিম্বর পুতকইতর অদীন। গতিক হেজোবে হক, তিকতা হলেই শোকর তলতয়া তৈ থাকিবই লাগিব বুলি নবেশ্বর মাকে নিজেও কয়। নবেশ্বর ককায়েক যি কয়, মাকেও তাতেই হুহুতব দিবে। কাণ, ভাবেই নিজে পুতকব অদীন বুলি। নবেশ্বর যৌকে অর্থাৎ নবেশ্বর ককায়েকর বৈশিষ্ট্যে ককায়েকর খোরাই-নোখোরাই গা-লগপনি মা-কিল বাই পেট পেগেলা কবি মাজে মাকে ভাত পানী নোখাও বুলি থাকে। পেট মাজেইই ভাবে; তাব গুণবত ভাত পানী পালে অধিমাফা হবর ভয়-সেইহে। তাক বেগি শাহুহকে অর্থাৎ নবেশ্বর মাকে বোরাবীয়েকক এই-নবেহে কয়,—“থ, থ। একো বাগুব গালত বাউনি লগা নাই—ভাত নাখাইলে। নিম্বর গিবিবেহেবে হৈছে। গুণবরাগা হলে কইত। অনে কোটা হলে পখাই

সোণোরা হসিগেভেন। ইমানতো ভেমন গণবত শব্দীয় জাত বাবলে আবিহ, হো। বজার কীর্ত্তকো গিরিত্তক 'সুকুবন কীর্ত্তক', 'সোলাসর কীর্ত্তক' বোলে; হেজার ভাগ ভিকতা হলেও গিরিত্তক মার-কিল সোণোরা কোনো নাই অ। আমি জানো বোঝারী নাছিলো এখানে শাহরে বকিব, এখানে শিবিরেতে বকিব; তার উপরি মার-কিল বোয়া-সুপুয়া। ওখানি 'কীর্ত্তক' বসলো।

তোম নিচিনা সোণা টিলা ভিকতা গোরা হলে একে জানি কীর্ত্তক টিলা হি চিঠিগিরি লাগিনগরেনে আক এইখন পুণবি ধরি শাহও সোয়াবিলগেহেভেন।" বখনবন এইবোব বেচ-ক্লপ বেধি শুনি বিদ্যা-বাক করালে বে মথেনি এটা মুকন বাধ হব তকে ভাবি ককারে-ইতে বিয়া কবাইল ধরিলেও নবেস্তই বিয়া এখনকম নকরাই মুসিরেই কৈ গিরে। নবেস্তর মাকে ভাবে—

'সোণোলা বোঝারী জানো!', ককারে ভাবে—'জাইল-সোণোরা জানো, আমি বোঝারী বনকরা পাঠ।' নবেস্তই ভাবে—'যে বরত থাকি দিটা মুখ পাঠিতো, পাঠিতো; আমর আনরত উঠা ছোরাগী এজনী আমি উইতন লগত-গিরে মুখ পাতি থাকিবিলে আক দিব নোঝারি।'

কাবনে নবেস্তর কাবত সূয়া কাণোরাই বেধে; সূয়া স'চাই-মিচাই নবেস্তর মুখে থাকে। নবেস্তই পধির নোঠারী ককারেক বৃথ মুখে উত্তর দিলে। ককারেকে বোঠাই অপরান গোথ করিলে। ককারেকে জানে—

তলব মাছবে গণবতগার মুখে মুখে উত্তর দিলে বোয়া হয, জাহবে দি কয় তলব মাছবে তাক নিববে সখি থাকিব নাগে। সংবে বা তলব মাছবে তাত মুখ বজালে ধব ভালে। সেই কাবনে ককারেকে—'ভই বোঝ একো করি মুখরাক্ত মুখে মুখে উত্তর দিয়।' মুখি নবেস্তর হালোগা এভাবে পথাবতে তাগঠক আটালে। নবেস্তই পথাবতগা ধরলে চেকুর মেগিলে।

সেই বিনোবেধা আকি প্রায় বছ বছর হবাই—

নবেস্তর বাত নাই। কঠল গণ কোনেও কব নোঝাবে। প্রথমে হবছর মানলে ককারে-ই হালো সিফলে বিচাব-থোতা করিছিল। পিছত পোষার আপা মেগেধি নবেস্তর মাক-মুখ মুগিয়া হন, মাথোন মাছে মাছে কয়—

'হে। সিহেতে কাম করি ধাননে? ইমানদিন চকু জিগা কুলিব দাবে মোক বোঝাই বোঝারি থাকে; যেই পাবি পজিল মোক করি খুবা মাগে মুখি ভুকতবে উঠা মাবিলে। সিহেত বি গোরা মাছবে সে? কবযাক গোতর চুবা খাই খাই মুখিতে চাগে। মুখই মোক খাই খাই চাগে।'

প্রথমে মাচে নবেস্তর কাবলে তারি মুখ করিছিল; ক'ত বা খাইছে ক'ত বা আছে ইত্যাদি ভাবে মাক'র প্রথমে জুয়ুবি ধরিছিল। পিছত যেতিয়া বেধিলে সে দিনে দিনে দিন বেছি হৈ যাব লাগিছে; এছর চরমক লৈ মহ বছর হলাকি তেভেতাও নবেস্তর সোণাল-মাগ-লৈও ওগাব আপা নাই তেতিয়া নবেস্তর কথা মাপে মনত সপোন বেন লাগিল। নবেস্তর কথা আক নাভাও, তারি মুখে নকবে।

এসেত এধিন বেবাখনো পাঞ্জী আকি নবেস্তইতর ধবর সুখতে বসাই। নবেস্তর ককারেকে কিধর গাঞ্জী জির ইয়াত বৈকে বৃদি জামি ওগাই আকি বেধিলে—

ইহাধিন নবেস্তর বন্ধ ডবকর। ডবকবে মুগ এবে

পবা বাপেকর মিহামতে কাঠর কাবাবত লাগি বজতো লাভ করিছে। অকল সেত মর; বখনক, মলে আকি মলা ডাকর ডাকর মিহামত হাতত লৈ ধব লাভকবে। ডবকরক দেখি নবেস্তর ককারেক নবেস্তলৈ মনত পবিল আক মনতে কলে—'ভাগব ভাগ। মোকে ডবকরে সোয়া আগেত ধব বগা করিলে; ধন উইতননী করিলে; কামার আকো পাখি গজিল। বরত থাকিব নোঠাবিলে; অববাত চুবাখাই ধবিলেই নে আছে সিহেই নাই।' হুটাই ডবকক কঠল মায়, কি কবে, মুসিলে। ডবকরে বে পাঞ্জীট টি, কাঠ আকি তেওঁ ব বহলৈও জানিছে তাকে োয়াত নবেস্তর ককারেক আচরিত আক বিসিত হন; শূশে লগে মনত কিবা এটা নজন আন-নই তল-তলব লগাই গিলে। সেই অনন্থ ইমান পঠিব যে তাব মাজকি তেওঁ ব হাঁহি বা মনব তাব হুট খোঁরা মুহত থাকে তার মাজত তেওঁ বুর গৈ গুমনুকনি লাগি সজ্ঞারী হন। কথা কব নোঠাবিলে। আনন্দ্র প্রজিত্তি হাঁহি স্ততজান হন, চকু পবা ম-শরকবে চকুর পানী বংশে ধবিলে। কহলেতর খোতাপুকি মাহেবে মাথোন কলে, 'সি এতিয়াও জীয়াই আছেনে?'

ডবক—'নিচর।' তাব বাবে-আপুনি চিন্তা নকরি। প্রকর কাবাবত লাগি বৈছে। তেওঁ ব কজিত্তিগি ধন-বজর অভাব নাই।

নবেস্তর ককারে—'সি আক মাহেনে?'

ডবক—'আহির। মোক ইয়াব ধব-চুয়ার লাভ-বিলে টিকা মিচে। ইয়াত ধব-চুয়ার টিক হলেই জামি মুখি।'

নবেস্তর ককারেকে কাক একো কব নোঝাবিলে। ডবক ভিতবগে লৈ গণ। ডবকবে নবেস্তর মাক'র আপত নবেস্তর বিবতে লকসো কলে। ডবকব মুখে নবেস্তর কথা শুনি মাক'র কেনে লাখিছিল তাক জুত-জোপী নহলে অসুমানকবা টান।

নবেস্তর মাকে হরিলে—'তাক ক'ত লগ পাঠিছিলি?'

ডবক—তেওঁক মই লগ পোরা নাই। বোটে

টকা পঠাই দিছে আক চিঠি-পত্রবেই মোক বসলগার টিকা দিছে। ধব-চুয়ার লকসো কাম ধরেই করিব।

নবেস্তর মাক—'সি আখিবনে।'

ডবক—'ইয়াত ধব-চুয়ার লগ হলেই আখিব।'

ছায়াব ভিতবত নবেস্তইতর ধব টিক হন।

ভব-চুয়াগীট এনেবকুম-অক, ধব দেখি তগ ধানিলে। এনে ধব-চুয়ার নবেস্তর ককারেকর নিচিনা এখানি খাই এগাঞ্জিলে ভাবিবলগী মাছবে পোষা মুখে কখা, জিগ ভাগ ভাল মশাগর মহাওনেত মজার পবা নাই। ছায়াব ভিতবত নবেস্তইতর ধবর এনে-পরিমর্জন দেখি ওচর চুকুয়াইট বেগেটক ধব করিলে, কি মন, ইত্যাদি তারি কনেকে অকনকখনে কঠল পবিলে। একসে-কয়—'সি নবেস্তরৈ-তলিকতা'ত বর ধনী মাছবে এটা'র ছোরাগী বিয়া কবালে। আমর সজক'টা কজিত্তি লবাতো পাই সেই ধনীটোকে বহত টিকা, ধন-সম্পত্তি, নবেস্তর দিলে। ধনীটো আকো বজাল। ঐকি আছে আকিলাগি য় ধন-দেখি সোয়া নিম্বন আকি-কুল এবি বজালী ছোরাগী বিয়া কবালে নহয়। পত্র-কন-বছর'র একো টিক নাই।'

আন এজনে কয়—'নিম্বন, মর; এ কোনোগা ছায়াব এটাই কেনে-তাক তোলাগি-সো'ক'ক'গিগিল। ছায়াব মবিতত ছাগাবর ধন-বহ-লকসো লাগিলে গালে, পাঠেই ইয়াগে টকা পঠাই হি টিকা'র; ধবি-ধব সজাইছে। ধব বোঝারি পিছত কাবাবর মেমনী এজনী কেনে বিয়া কবাই ইয়ালে লৈ জামি। জামার ইয়াত আক থকা নহব।'

জিছুখানে কয়—'তোমর ধন পাগে।' জিছু-মানে আকো কয়—'ক'ব'গ'ত দেহতাবা ধন তুলিলে।' এইধবে কতই বে কতকবেতে কৈছে তাব লেখ-জো'র নাই। নবেস্তর মাক-ককারেকেও নবেস্তই কাহলে-তে কি করিলেও তাক টিকক'ক' কব নোঝাবে। ডবকরক কাবাবক'বাব বিবরে একো লিখা নাই, মাথোন ধব মজাব বিবরে ডবক'ক' অনটিল।

ধব-চুয়ার সতো'র একবেটে হল, নবেস্তর তথাপি অখা নাই। ককারেকে গুয়াই নকরাই দাতি ডবক'র কয়-

হাট চিঠি লিখাচ্ছে। এদিন চিঠি এখন পালে। তাতে লিখা আছে যেন ঘর বলপূর্ণ স্বাক্ষরিত চাকর থাকিবলৈ ককায়কে ঘর এটা সজাই ধর। সেই ঘর এতলাসেই নবেস্র আহিব বুলি লিখিছে। লগত মাথোন চাকর এটা আহিব, চাকরটো থাকিবলৈ সেই ঘর সজাবলৈ কোরা হৈছে।

চিঠির মতে নবেস্র ককায়কে বাঁধী এককৃত গ্রহিতে সন্ধ্যা ঘর এটা সাজিলে; সেই কথা নবেস্রক অন্যবলৈ উৎকর্ষ কলে। উৎকর্ষে নবেস্রই টেলিগ্রাম কবিলে,—“মই গৈছে।”

টেলিগ্রাম পাই নবেস্র অহাশৈ মাক-ককায়কে, ওড-চুইয়া, বিভিন্ন কুটুম্ব সকলো বাটচাই আছে। আজি ১১:১২ বছর মৃত নবেস্র ঘরলৈ আহিব,—সকলোবে মনত বস। নবেস্রই ধন-বস বহুত কবিলে। গতিকে নবেস্র নিশ্চয় মটরপানীত আহিব আক লগত বহুত মাল-বস আনিব—এবে সকলোবে ভাব।

হাতত এক পইচা নোহোয়াকৈ ধরবার পশাই লৈ ইমান কম সময় ভিতরতে নিজর ভাগ্যর খোঁচ পবিবর্তন কবি অচলা লক্ষ্যক নিজর আরবলৈ অন্য নবেস্রর নিচিনা এমন পূণ্যপূর্ণ লোক, এককৃত ধকা নিজর গাঠিলে আদি মগণা গাঠনিলি বন্য কবিবহি; সেইখানে হেতুৎক আদর সাধর কবিবলৈ গাঠিব ডেকাসকলে বিশুণ অগো-জন কবিলে। মাক, ককায়কে, মিত্রি, কুটুম্ব সকলোগে নবেস্রক পুত্রান-বুত্রাবলৈ অনেক গোটাটিকৈ-পিটাইছে। গাঠিত বেনে এটি মহাউৎসবরহে ঘটনা হৈছে। বাটত মাহুধর খো-খোয়নি। টেলিগ্রাম পোষাবেগবা নবেস্র-ইতর বাটত ডেকার কুম; চ'বাত বুঢ়ার মেল; মাথলত বৃত্তীইতর পাঠনিতর নোবেস্রবীরা কথা; ওঁতপাশ আক পুতুবীপারত তায়বী-গোত্ৰবীইতর হাঁহি-বিকিম্বাশি আক ঘেব কুম্বাভূমি। তাব উপরি, কুমে কুমে ডেকা ইবার আশাবাচি এমাইল কুমাইলৈগৈছে, ইবার আহিছে,—এইসবের দাখে। এখানে কহ —“একা গমেই নাই।” আন এখানে আকৌ কহ—“আরে যদি আহিব জাগাকতহে কি হয়।” কিছুমান আশাভাষাট নবেস্রলৈ বাট

চাঙতেই গৈছে। দিন-বাতিগৈ ধরব নাই। হাথর আহিলেই বেনে নবেস্র আহিছে—এবে সকলোবে ভাব।

গাঠিব এনে আনক উৎসর ভেদ কবি এটোটি বিধাধর তকান বতাহ বৈ গল। বেনে মকভূমিব মাধব বৈ-পুবি নি। বতাহ। বসলোবে আনক-উৎসর বে-পুবি ছাই কবিলে। তাধপবা হা-হুমুনিয়া ওলাই বেগা গিলে। আনক-উৎসর ছাই হৈ বেনে হা-হুমুনিয়া ঘোড়া হৈ গল। কাবো মৃতত মাত নাই, কান্দন নাট—মাথোন খিয়ার, হা-হুমুনিয়া। যুহুততে এনে পবিত্রন কিয়? মাহুধর কুম, আনক, ভগবানে গহিব নোভোবে নে কি?

নবেস্র আহিছে। এখন খোষাগাঠিত সকলোগে ধবিলেই কোনোবকধে তুমি নবেস্রক ঘরলৈ কনিছে, খোষা চলাবলৈ দিয়া গোরা নাই। মাহুধর খোতভাঙত গাড়া জায়ে মাতে আহিছে। গাড়া ঘর পোষাব আগতে নবেস্র অহাৰ ধরব গাঠত ফাট-ফুটি গল। লগতে গাঁঘর আনক-উৎসর গর গল। কিয়?

গাড়া অহি গাঠি সোমোমহি। বাটে বাটে হ'ত বি আহিলে গাড়াই পিছ গলে। সকলোবে চকু পিছত আতঙ্কে পূর্ণ, আক সেই গাড়াখনর ওপনত দৃষ্টি। কিছুমান মূব মাধে মাধে তপসে দৌ গোরা—বেনে যোষো মাধো এটি বিধাধর খোষায়ে ভাব বেছে।

নবেস্রক ঘর পোষালেহি। গাড়া ঘর। সকলো নিরীক-নিশ্পন্ন হৈ হ'তে আহিলে তাতে গিহ হগ। কেইনমান ডেহাই ধবা ধবি কবি গাড়াধরবা নয়ট নবেস্রক নাতি ধবিলে। এতিয়া নবেস্রক ধর ক'ত? চাকরলৈ বুলি লুচাই খোরা ঘরটোলে নিশ্চয় কৈ, তেওঁ তেওঁর অহুবেধ থাকিবলৈ বহুদকলক বগে। কোমেন্ড তেওঁর অহুবেধ পেলাব নোভাবিলে। কিয়? নবেস্রই উৎকর্ষ হতুয়াই হজোরা সিমানবোব হুন্দর খুবব পকী টিগর ঘর থকাগে সেই লক খেবর শচাটতে চাক-ডিকপট বিছনা এখন; পাৰি তেওঁক তেওঁর অহুবেধ-মতে তাতে শুভালে। কোমেন্ড একেধাৰ কথা হুদিবলৈ সাধকা নাই। নবেস্রই নিজে মাকক ওডবলৈ আহিবলৈ কলে। মাক ওডব চাপিল। মাকর হাতত ধবিলে।

চকুৰ পানী ওলাই আহিল, কথা বোলাগ। ইলিত-মতে মাকর আঁতরকবোটা হল। ককায়কে হ'লিহন সেই একে অধিনর। বহু-বাঙত, মিত্রি-কুটুম্ব, এখন—এখনকৈ ওডব চাপিল; লক-লাকে এক নিঘর বত্বা দিলে। সকলোবে চকুৰ পানীবে মিলন। চকুৰ পানী আজি অজাৰ্ণদাৰ সখল।

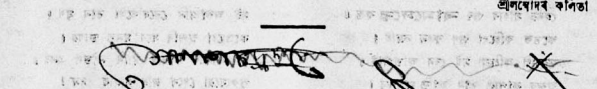
নবেস্রক অজাৰ্ণদাৰ কবিবলৈ আয়োজনকবা ডেকা-সকলে চকুৰ পানী সখল গৈ বাতি-দিন মজনাটক আজি গহিব বিন অকাতবে নবেস্রক আদর-সাধর ক'বাব পিছত নবেস্রক খোড়শোপচাবে খুঁচাবলৈ আতোজনকবা মাক, মাই-শেখীইতে মাথোন একো চকু গাণীৰ নবেস্রর মুখত গিয়ার পিছত আজি সেই আদর আক খোড়শো-পচাব ভোগব শেষ যুহুত চাবলৈ সকলোবে একেপচাবে গাঠি আছে। নবেস্রর সেই পবিবর্তনর কথা কোমেন্ড গাঠিব পবা নাই আক কানিটলৈও সাংকবিব পবা নাই। নবেস্রর বিধ-অধিনয়র বত্বা কোমেন্ড নাপায়েন কি?

নবেস্রই ধোষপরা কাগক এখন উদিতাই দিলে।

এখন বিল! শদিয়াব ফালে তেওঁর নিজর বি বাগিচা আক ধন-সম্পত্তি আছে তাব আধা সেধর কামত বহুত ধব; বাকী আধাৰ সম্বানে এতগণ বাগিচা চলাওঁতজনর খ'ল আন জাগ ককায়কে। তেওঁর বিয়া ঘোরা নাই। তেওঁর অধিবনে তেওঁর সম্পত্তি গিলত লিখামতে জাগ ধব।

আজি ছবছর হল—যজ্ঞা বোপত কই ভোগি নবেস্র জাঠন-মধবর হুন্দ খবধানত গিহ নিজে। সকলে ঠিক কবি কৌনর শেষ যুহুতত আই, আই-ককাই, বহুত চাবব হেপাধেবে ঘর পাইছেহি। সকলো চাওঁতে চাওঁতে শেষ হৈ আহিল। অধিনয়র শেষত একেধাৰ কথা বাকী আহিল, থাকো কলে—“স্বপ্নান-শোশ পু” তাব পিছত একাণে অন্য বিস্রাম আক আন-ধানে চিব-বেছাধর কোষাহল; তাব মাজত মুহু-বনিকাত খবধান। চাকি হুমাল। অস্তির শেষ হল। তাব পিছত চিব বেছাধর কোষালে মুহু-বনিকাত ঠেকা হাই প্রতিজ্ঞানি উঠিল—“স্বপ্নান-শোশ নে প্রতিশোশ পু” ধরব বেবেবেও বেনে তাকেই কলে।

শ্রীমদোষধর কবিতা



অনুবোধ

নেচাখা, নেচাখা, উদটি, নেচাখা—
চাপে লঁচ পরি ধাব;
শাকুয়া লতা ছুপি বে তোমার
কক্ষাতে জরি ঘাব।
নিগামির শুটি, নগণাভা ছুবি
অসাব ই অসবর;
এবে ছুপি লতা, কাটা কিয়, মাধ।
মনবেই হেপাহেত

ঠন ধবি ধবি, তোমাক আধবি—
হুধিব এদিন আধা—
পজেকীয়া সূবব আলাতী
শোক-সাধবত তাধা ?
হুধব কাশিগ, কেনিমা স্বাভবি,
পলাব ভরত কপি,
তোমাব গুপত বাঁধী মাতত
ধিব মন-কোণ শপি।

স্বধর-সেবীয়ে
অতি সাধবেবে
কোলাত তুলিব দাই,
বিহা-আগসেবে
মতি মির নাথ ।
মুখ আলফুগতট ।
শীতল কবিরে পাখির তেতিয়া
তাপিত জ্বরযথনি
আ' মোর কষ্টমনি ।

নোমোহাবিবাধে
ভবিবে গঢ়তি
নিগবে স্বধর আশা ।
বর্ষ মনিবর
বিমিমেয়ে কিয়
পূর্ণ কুটার বাসা ?
অহবোধ মোর রাখা কে' নাথ ।
নোমাধিবা কংগুপ,
কে বিশ্ব-শ্রেমিঃ কপি ।
শ্রীকৃষ্ণাণ মনস

‘সাহাব বর্গন’

[সংগ্রহ]

‘ঐ নমো বাগ্‌সেবায় :-

অয় ভয় মহাবান সাহাবর মধ্যে সাব ।
যাব মন গুণ তুবি বাহিল বিস্তার ।
মহা কীর্তিময় গুণগর নাভারত ।
যাব নাম সানার লোক ধ্বামস্ত ।
মিনে বাজি সাহাবক মিনে মিনে উপাস্ত ।
যেনর সাহাব গুণ আ'মদেদেন্দে কর্ত ।
কতক করিয়ে গুণ কহন নজাই ।
তুধাপি করিয়ে মই যেন অভিজ্ঞাই ।
হৃদয় কাশাপ তান আভি মনোচর ।
সুগন্ধিত কেশচরে গুণবে ভবয় ।
মনবর ধরু যেন আছে জুবুগুপ হুই ।
চকল চকুক দেখি নাড়ি মোহ ছই ।
ভিল্পুল নাশা সেবিতে সন্দর ।
শ্রেয় মিনিয়া মুখ শোভে কচিকর ।
হংসর সন্দুপ গগন জ্বর কোমল ।
শ্রেয়দিত বাহ হুই কটি রে বরণ ।
উদরত ভিনি বেগা শোভে কতিলয় ।
বামকল সব তান উক রে হস্তর ।
গজেন্দ্রে সন্দুপ তান রতি দিলাধর ।
পদবিজয়নর সন্যাসা আলাক পূঃ ।

সুন্দরত পবিতান সাহাব করবয় ।
কতোমিন নিল বসু উজ্জয়ে পিত্তয় ।
বেতিয়া গুণবপনা পথত ভবয় ।
নাথিগলে দেখি তাহ পূজকো চাবয় ।
কতো নাবী মেগেথিয়া মনে করে হুয় ।
মই অভাগিনি মেগেথিলো তান হুয় ।
কতগো হুধবি সবে মনত ভাবয় ।
কি কাববে আমাব বামি নৈলগ এনয় ।
পুংসেযো বেখে জরি সাহাব এন ।
আনক দেখিয়ে প্রতি নজাই তার মন ।
যেনর সাহাব সব গুণে অধুগম ।
তাগান অধক সুনি হোলে মনোবর ।
আগোনাথর শীতি বসু সকলে জানিল ।
কবাতি কিতাপ কোবাপ সকলে পঞ্জিল ।
তাহা'কো পঞ্জিলা মিনে সন্তোষ নৈলগ ।
কবিগামি পুথি পাচে বিচার কবিল ।
পুথিবিত কবিগার আছে জ্ঞত ।
সবজো কবিরা তৈলা আতি সুসিকিত ।
বহ মিন পঞ্জিগলে আন গণ্ডে জা'ন ।
পিত্তয় নাগবে বহি এত দিন মান ।

সকল পুথির তথ তুধাপি জানস্ত ।
বিগণে আনজনে জাক নজানস্ত ।
গোষ্ঠী বরণি আন ভাবা জত জত ।
হৃদয় সাহাব আবে তাহা'কো পার্গত ।
আমি কামকপি ভায়া হতেক আচস্ত ।
জৌকিত বসিয়া সেই সবকো জানস্ত ।
পুথিবিত জত লোক আচয় মনস্ত ।
সাহাবক তাবা সবে মশা ধ্বামস্ত ।
সবকো শিগারে মিতি বিয়া জত জত ।
বগকো জানস্ত মহা মহন্ত পণ্ডিত ।
হুইক সাহাব সিটো পুস্তক বসন্ত ।
পবিত্রক ধন দিয়া মনক পুস্তয় ।

(২)

জাগর শাস্ত্রর তৈলে ভবে লোক জত ।
চবক তরিয়া ধোরে শোকত পুস্তিত ।
কবিলা কবিগর পূর্বে লালা মহাপন ।
পাইলেক প্রসাদ সিটো আতি মনোময় ।
সহাবক পাদি কবি জতেক চাকর ।
পরিব গুণিয়া সবে তৈল তানে বর ।
যেনর সাহাব পাচে গুণাগুটি আ'ল ।
কচিকর গুণময় চাককে নিগুণিল ।
সাহাব জতেক আনে করিতে নপায়ে ।
এক লালা মহাপয় দেগানত পবে ।
গুহত প্রবেশ তৈল সাহাব ইকবেক ।
শোকান পাতিল পাচে হতেক বগিল ।
ভড়া মিঠেই লুচি পুড়ি বেচিলা লোকানি ।
সকল কে লোকে পাচে ঝইলা কিনি কিনি ।
সবে বোলে কি বাবনে আইল সাহাব লোক ।
এরি কথা পামি বেরা শিজে করিয়েক ।
পামি কে সদাি সুমিয়োক নাড়ি লোক ।
স্বর্গতে বরপুবে পুণী অচলেক ।
স্বন্দর শোকম দেশ আতি মিতোপন ।
দি দেশর লোক সব সদা বরমন ।

মনেভয়ে সন্তে, মংসো পর্বপূর্ণ আতি ।
যেনেগে উদর গিথির বাৎসার বসতি ।
অনেক বলা'এ তাহ যোগায়ের কব ।
মহামবিয়াই লুবি পু'ব করিয়ে লাকব ।
যেনেদেবি বর্গণেয়ে গুণর মনস্ত ।
কোনে মোক বলা করিয়েক ই কালাত ।
এই সুনি একথাবে নগর চাড়িল ।
সাত পাক লোক তান সন্ত আছিল ।
পাচে এক নোকা দেখা পাইলা বাটে ।
সকল একত্র হৈয় উঠিলেক কাশে ।
শিয় বেগে নোকা বাই পাইলেক কাশিল ।
হুকনর লোক দেখি দিলা বর টালি ।
এত বাজি পলাই আরে বৈক জাইবে চাম ।
আমার হাতত আমি কিতমে এবাস ।
হুকনর আশা মিনে এবি দিবে নবো ।
কি আ' অজ্ঞা'তৈলে সবসেবে কে মবে' ।
হুকনে হুনিলা বাস্তা নোকা ধবিবার ।
দ্বাব মধুড়ি পুটিলেক বাহাবার ।
ববা কে বদাি ভনিগোক হুকনম্বয় ।
শেখ চাড়ি একথাবে আইল বর্গণেয় ।
হুনিয়া হুকন পাচে মুক্তিও তৈলা ।
এরি হারি বিদ্যি মিনে গুণত মিলিলা ।
এই বুলি হুকন কে গুণগর তৈলা ।
দত্ততে সাহাবর সিতো প্রণামিলা ।
গুণসর্বার জগামিগা কামিনে লাগিল ।
নাগাবল বুলিয়ে পাচে শোখান দিলা ।
কি কারণে আইলা ঘের নগরক চাড়ি ।
কিনো বিধি কি কবিলা নপাঠি বিচারি ।
হুকনর বাক্য সুনি বোলে স্বর্গমোহ ।
লোক বাথিবে প্রতি আভি নোহাবিল কেব ।
শুক মেনাগলে আমি মগর বেছিল ।
বাহা'হত কবি সবে মিসক পুথিল ।
বহাববে অনেক কে প্রোকক মাঝিলা ।
যেনে দেখি বব গোষ্ঠা'ই শ্রেয় মৈলা ।

মাঝ মাঝে বৃষ্টি বাণ্ড শুনি প্রহাৰপত্নী ।
 মহামাধিভায়ে তার চাৰে নিবাবত্নী ॥
 যেনকালে চৰে আৰি বস্তুকে কানাইল ।
 আমবা সব সত্বা উপান্তিত তৈল ॥
 যেন হুনি একেধৰে ভগাংগ্ৰে হাইগোঁ ।
 নগৰ বাচিবে মই গোসাইকো দেখিগোঁ ॥
 এতি সাত পাক সন্তোষিক দেখি স্থানে পাই ॥
 দিকালত কাহাকো নগাইগোঁ হনাই ॥
 যেন হুনি ফুকন যে মহন্ত বৰ্জী ॥
 পরে ঘৰি গজন বৃষ্টিলা বিস্তৰ ॥
 কি কৰিবো জন্তু স্বাবে যোক আনেশিতো ॥
 চৰণে শৰণ নৈকী শিবে পার বিয়ো ॥
 গোলো স্বৰ্গলোকে মই কি কহিবো আক ॥
 গিৰিকট হৈবা দিলে জনেক নিকাৰ ॥
 ইচ্ছিত বৃষ্টিলা পাছে ফুকন বৰ্জী ॥
 আশেশিমা আছে কত গজা নিস্তব ॥
 অজ্ঞাতক প্রোজা স্বাবে গুহাংগি জাটক ॥
 আমাৰ আজায়ে গুহ সব সাক্ষি যাক ॥
 যেন আজা শিবে ঘৰি বৰ্জী মাংশ ॥
 গুহ বান্ধি মাছিল অনেক গুহচর ॥

দোলড়ি

ফুকনে বোস্ত পাচে, উট্টায়াক স্বৰ্গনদ
 কৰা অলগ্য পৰিধান ।
 চাৰিবে বিসাদ মনে ত আচে
 কৰা স্বাবে বোলা স্বাবেহন ॥
 গুহ বান্ধি সৈন্ত মত সাছ হৰা সবে আচে
 তোমাৰ জাআৰ কাণ চাই ॥
 তেতিক্ষণে নিমিস্ব বয় বাচরণ পিন্ধি
 কৰিলা পয়ান মহাবাই ॥
 উলগল করে ভুনি হাৰি বোবা চিহ্নব-
 হুজনি কাটা-ভাজনা ॥

প্রহাণনে বোলে কিংবা স্বস্কত আৰি তৈল
 কোনো সবে জাকো বসাতলে ॥
 বিদগত ভাড়া কৰি প্রজাণপ সম্বাদিত
 পৈল সুবন্দেস্ত গুহ এড়ি ॥
 উলটিল কি কাৰণে নজানোহো ভাল মদ
 কিংগ সবে জাকো প্রাণে মৰি ॥
 এতকে বৌলন্তে পাচে গুহাংগি পালে আমি
 স্বৰ্গলোকে মহাবাৰম্বাৰ ॥
 গুহত প্রবেশি পাচে পাতয়মি মাতি আমি
 আলোচ কৰিল সামবাক ॥
 স্বৰ্গলোকে বোলে যদি হুনি সবে মহামানি
 শজ্ঞানপ কৰিবো আমাৰ ॥
 জি জনে মোহোৰ শজ্ঞক জিনয় আচে
 প্রসাদ দিবোহো অনির্কাৰ ॥
 পানি কে ফুকনে বোলে স্বৰ্গলোকে হুনিযোক
 মোহোৰ কন সাবোস্তব ॥
 কনি আজা গিয়ে বদ কৰিবাক প্রতি
 মৰিবোহো শজ্ঞ নিবস্তব ॥
 যেন আলোচন কৰি অভয়াস্তবে মহাবাক
 অর ভুজিলেক সবেধৰ ॥
 অনন্তবে পাচে ফুকন গো

পৰ্য্যবত বেনা এই আৰা-ভুবনীয়া ছাৰাব-বৰ্ণনি
 জোবনত অসম্মলে অহা পোন-প্রথম ছাৰাববলকল শ'চাৰি
 গুহাবোৰ প্রকাশ পাইছে ॥ এওঁনিলাক বো অসম্মলে
 কোনকৈক আৰিঠেল পালে তাকে বৰ্ণনাই বামবেয় কৰি
 উদ্বেস্ত আছিল ॥ বামবেয় যে কৰি বা ইতবলোকতক
 যে অলপ জনা-বুজা তাক তেওঁ দিবা উপমাবোবৰপাই
 বুঝি পাৰি ॥ মাহাংবীয়াৰ স্তমত গোবীন্দ্য সিং
 গুহাংগিটলে পলাই বাহেতে দিবোৰ বটনা হৈছিল
 সেইবোৰ ইয়াত পাছেৰ বাবৃত কৰা হৈছে যেন মনে
 ধৰে ॥ কিন্তু আমাৰ ভৰ্ত্তপায়নক; যিখন অসমীয়া হুশ-

পত্নীমা পুৰিত এই বৰ্ণনা ফেৰা গোবা হৈছিল তা
 ছুটামান পাত নষ্ট হল, গতিকেই বামবেয়ৰ ছাৰাববৰ্ণনি
 পঢ়ি আমি পুৰা সন্তোষ পোয়াবপৰা একিভ হৈ
 প্রহাণনেহু,
 আগুনি হেনো সখণপুৰলৈ গৈছে ॥ এই ছেপতে
 মাগোনাৰে আমাবে মাজৰ ফ'কটোত তখনমান চিঠি
 হঠাৎ-পৰি কৰিঠেল হুবিধা পাট কাপোনাক এখোৰা কথা
 কৰাও ॥
 এই উই-হাফপুৰ ডাঙৰ ভাঙৰণ কলিকতা ছহবলৈ
 স্বৰি যি বেথিলো, বি তুলিলো, আপোনাক আক তি কন ॥
 এই মলুৰবে বজালখনে আমাৰ হেশলৈ গৈ বেবাং টো
 তিনি লোপোহা হৈ সোধে, বোলে "মুছই! এটো কি বকম
 জিনিস ?" ইয়াত আৰি দেখে—ত'ৰ ঘাইকোট
 মাগত মুটাইটে জিষ উলিয়াই বেবাং টো বেংগ
 লাগিছে ॥ আক ইহঁতে আমাৰ মাচুহনোক নাহকত
 'সোকা' 'বোকা' বোলে; ইহঁতৰ বেথিলো আৰিমা গাঠিৰে
 পৰা আবৃত কৰি শিহাৰপহলৈকে গোটেইখন পানীৰ ভগত
 বুগ গৈ বোকা হৈ আছে ॥ হেজাবো হ'ক, আমাৰ দেশত
 তেও বেলেম আনিৰ ভগতত তৰা গজা নাই ॥ আক
 এই বজালখাই আমাক নিলকটীয়া পাট হোপোছেই
 হোথোন ॥ ভাবিছিলো বজালৰ মলুকলৈ যাম, তাতে
 আমাৰ জোম-পেটাল ববকৰা ডাঙবীয়াৰে সাহাৰাত পুৰ; ॥
 স্ত্ৰেণহুক-সেনাপতি; কৰি হ'ল বজালৰ লগত বাৰুকৰে
 এখন বা জিন আক সিহঁতক খেদি নি গজাৰ সিপাৰ কৰি
 থৈ আহিমলৈ ॥ পাছে এতিয়া দেখিছো তাকে কৰিবলৈ
 আমাৰ কপালে নাছিল ॥ ববকৰা ডাঙবীয়া শিকৰণ
 টিপতে অহুকল হেজাৰ হৰে ক'ত হ'বজোজন 'পল কব
 নোৱাৰা; বাট লখেও' চোন তেখেতৰ বো-পাইগত

থাকিলো ॥ কোনোবাট ইয়াক উলিয়াবলৈ বৃত্ত কৰিবনে ?
 এই বাসলোকেই বোকাৰো, কামকৰী বজলা আতি-
 ধান লেখাতা বামবেয় শৰ্ণী ॥
 ঐ-ববুৰ শৰ্ণী

উষা চিঠি

পাৰলৈ নোপোহা হল ॥ আক আমিও সাৰি-হীন হৈ
 গৰম মছলাৰ জোলত জ্বাৰি, ভজামাছ পাট মন নিয়াৰ
 লগত পৰিছো ॥
 এখাৰ কথা চৰাইৰ কাণে পছৰ কাণে শুনি পালো
 যেন লাগে; হয়? ববকৰা ডাঙবীয়াই হেনো বজালৰ
 বনত খপেটোটে লুটিয়াই দেখুৱাই ভাতীলৈ পজা দিলে,
 জাক বোলে ওবেচা বেশৰ সখণপুৰত গৈ কখন টেল
 আছলৈগ ॥ এই বটনা শুনি আমি সকলোটি টিঙি-বুড়া
 হৈ জাকটাইক ॥ আপুনিও সেই বেষলৈকে গৈছে মজয় ॥
 েনেলে ত'ৰ লগত ছেটা-ছেটা হ'ব যদি আমাৰ ত'ৰ
 পুৰা কনাবচোন যে ত'ত যদিহে সখলীলৈ হৈ সখলপুৰলৈ
 গৈছে, তেহে জোটাওবা ওলোৱা দৰে বৰপেটো বেন
 বনত হেবেতক অগত কৰি লব পাৰিলে, ত'ৰ বৰপেট
 জীবাতে আমি মততবীয়া, ইহঁৰ বুৰা, ককাইচুকীয়া কেপনি
 বাপু আমি বাহেই লুকাই থকা-থেকে শা বিজিব লাগিলে
 বজাল কি তত্ত্বি ?
 আক এটা কৈছিল আমি দানী কৰিছো বৃষ্টি
 ত'ত জনাৰ ॥ তাহানিতে ববকৰা ডাঙবীয়াৰ মুখে শুনি-
 ছিলোঁ,—
 উৰণ-পুৰণ-গমন-গমনৰ বাছিল এবেছৰ ॥
 পেটাল খঙাণ বাবকৰাৰ টুটিল সিংহৰ ॥
 কুৰি বছৰ কি-বায়ু-একেক্ছাল গণ ॥
 চাৰিছৰ কুপা-বৰ উনচমিত হ'ল ॥
 এই কথাক সাবাগত কৰি আমি শক্তি থৈছিলো

যে বছরে বছরে বনবন্ধা জাৰুয়ায় বয়সত মি আঁহৰ আঁক বছৰে বছৰে আমি কিনাবামহঁতে নাচি গৈ থাকিম, মুৰকত হুৱো দালবৰণা গৈ গৈ কটা-কটি মাৰৰ সমৱৰ্ত্ত চকো একে বসীয়া সমনীয়া হুগৈ। তেতিয়া ত'ৰ লগে 'কেনছিপ' পাত সি ব'পু-গাৰাপু চেবেচেৰে বগাঁও ওলায় পাছে এতিয়া বনবে-আঁহিৰে দিবলৈ হওগৈ বছৰেবছৰ বুজোৱা ত'ৰ বনখনেই পালৈ নাইকিয়া হ'ল। এইবোৰ কিন্তু বন আইনই কৰা, নহয় জানো থাক ? এনেকৈ হলে ১-মি নোখোশী, ১ক দিহোঁ। অশাক ইয়াৰ কৈকিহং মাগৈ।

ইয়াৰ লগতে আঁক এটা কথা হেৰুওকত হুঁহবলৈ পঢ়িয়াশো। দিনিনা কলিকতাৰ মেছুৱানগাৰ নে মাছখোৰাৰ

চিটিকা

উৰা চিত্তিত জীৱন্ত হহয়ৰ গা-বুঢ়াই কোৱা কথাবিনি প্ৰদীপান কৰা গল। তেওঁ বনবন্ধাৰগাৰ উত্তৰ, কৈকিহং আঁহি কিনাকিবি ভালেমান বিচাৰিছে। কিতাবিলে পোৱা নিয়ম আছে; পতিচে উত্তৰ, কৈকিহং, বোণ আনা মি নোহাঁবিলেও, কিতাকিগিৰ চাৰি কনামান দিয়া প।

অসমত বোষা টোৱা নিচিনা, অৰুচ কলিকতাত তাৰ জিম ১-১ গটালৈকে চিনি পোৱা বজাল বজাশীৰ দৌৰাশ্বাত বিয়ম পাইহে কলিকতা এৰি উৰিছাৰ সৰল-পুৰত কৰণ গাত গৈ বনবন্ধা গৰুণমকৈ বনি আছে। গাওঁবুঢ়াই অসমত মি বোকা দেখিছে, সেই জাতৰ বোকা কলিকতাত নাই; কলিকতাত "পাদা"চে আছে; আঁক "কাদা"টো কি পৰ্য্যাপ, সেইটো তেওঁক বিয়াগেহে কৰ পাৰিম। কাৰণ এনেকাল বনবন্ধা আঁহি বিজ-তীয়া হৈ কত কি আকৃতি দৰে, তাক কোৱা টান। মৰুণমত সেই বোকাটো জাৰুগি হৈ গছৰ পাত খাই হুঁহিছে। পাত ৰাৰি চুলি বুৰুৱা পাইলীয়া অসমীয়াই

বিৰু-অলা-বাঁহীক ক'নবৰ সুমুগেদি বাওঁতে কিবা হন খালে আমৰীয়া এটা সি তাতে সোমাই পৰিলে। তেইখনতে ছাছাব-সেমনীইংৰ বনবন্ধাৰনিম চাই থাকোঁতে তথাং মগন্ধত এনে এটা প্ৰশ্নৰ উল্লং হ'ল যে ওবে বাতি বহুত জাৰি-জিৰি, অনেক গৰোখা কৰিও একো মীমাংসা কৰিব নো-বিলা। শেগাশ্বত বনবন্ধা ডাঙৰীয়াত বাবে এনে প্ৰশ্নৰ সমিধাননিওতা মান কেও নাই পানি, এই স্ত্ৰিখাৰত হুঁহি পঢ়িয়ালে যে ছাছাবে পইতা ভাং নোখাৰ কিয় ?

এৰা আঁহিটলৈ আঁক ইমানতে চিটিকনত হেঁহৰ আপোনাৰ দি বৰ্ত্ত। ইতি, শ্ৰীইয়ৰ অতগুৰীয়া

নগৰত "গটিক" বা "গোটিক" হৈ গঠােসুৰীয়া হ'ল। হুঁহাই বাৰৰ জ-গটাইম ছুনি চাইক দেখিলে নোপোৱা বন্ধাৰী থাকিলি, মধুখৰ আ- পিবিডি প্ৰভৃতি ঠাইত বতাহ, বেদি, বাট আঁক বাটকোৱা চকুত চহুৰুখণে গুই হাতে নোফানেকৈ বিশাই দিয়া দেখা যায়। চুৰি কামিৰ আঁক পাৰ্জাবী পৰিচুহিত বজাৰী মতাকো ওপ-বোকে ঠাইনোৰত হেঁ, কোট, কেউটাই, আঁক ভিৰিত খলগালা কৰু-চুৰি পিছি চুৰণলীয়া জাৰাৰ গোৱাটো চকুত পৰে। বিগতৰ অনেক সজা আঁক ভৰ্ত্ত ইয়ে-কেও ভেদন পাৰ হৈ নোখাইত খৰি মি "পুৰি" টিংলীয়া অজুৰ হৈ উঠে। এতেকে বোকাই ৰ জ-বিকাৰৰ নিয়ম অহুসৰি "কাদা" হৈ তাৰ পিছত বাগী বা পাৰ্ঠা হৈ গছৰ পাত খাই নোবাই হুঁহি, তাও আকৰী তি ?

গাওঁবুঢ়াই বজাৰেই বৈতৰ বন দিব খোকাও বোৰ আশু নাই। তেওঁ যদি তেওঁৰে নিচিনা বয়স পাক লবলৈক এশাক খোটাৰ গাৰে, আঁক সেই বখাৰোৰেই

কেঁ, আগৰ আঁক শাওণ, এই তিনি মাহলৈ 'বহং'-বৰা; -কানি, জাং, কণ, কুঁকিগৰ, খাৰু ভু "সববৰাং" কৰিগৈ শাত লয়, (অৰুচে চাউল, মাগ, শোণ, হেঙ্গ আঁক কাশোৰ নহেও চলিব) তেনেদৰে কোৱাই প্ৰধান সনোগাত বা "কিন্ত খৰ্ণেণ" হৈ সেই সৈজ পৰিচালনা কৰি তেওঁৰ বনখন "নিৰ্ভাৰণ" হুঁহিগৈ গাত লেহে। তেওঁলৈ তেওঁ যতে থাকিব, জাৰ নিমিতে শাওঁচুটাই চিন্তা নকৰিব। শাওঁচুটাই তেওঁৰ বগুৱা চিগাহাৰ "শিট" এটা সোনকালে বনক-মালৈ পঠিয়াও।

বনবন্ধাৰ বয়স কমি কিনাবামহঁতৰে বৈতে বয়সত মান গোবৰ-বিয়ৰ ইয়াক ক'ও, যে "নাহুচে পাচে ইধৰে তাহে।" তেওঁ শিছহকি আঁহি আঁহি কিনা-বামহঁতৰ ভালোমান দিনৰ আৰুগেই ধৰি পেগানেহেইনে খুৰণ; কিন্তু বাইও কেনা লাগিল। কোনে পঢ়িয়ালে বন নোৱাৰা, বাটতে তেওঁক নাতিলাৰ গটাই খোচিলে। সি বোলে "কাকোইতা। তুমিনো কো-কো কৰে কটলৈ শিবিছা ? যোকা লগতে গৈ যোৱা; আমি ছুচে টাই-

বাই খেলি এনেগে বাটকৈক।" লাগিল সেটা। নাতিব "শেট" পৰিল ককা। তাৰ "উমৰ"চাৰি। পতিকৈ তাক ধৰিলে আকৌ ভালেখিনি ভতীয়াখলীয়াত পৰিলো। কিনাবামহঁত আশু হওক; কিছুকাণ অগেফা কৰক; আমি এটাংবোৰে নাতিৰে বৈতে টাইবাই খেলি লগলাগি তাকুৰুৰাই আগবাঢ়ি গৈ থাকিমহক।

ছাছাবে পইতা নোপোৱাৰ বিষয়ে ইয়াক ক'ও, যে গাওঁবুঢ়াই নাগানে; তেওঁৰ "পাক" নাই; জাগৰে লুকাই বেনামী কৰি পইতাগতৰ পোতনিও পায়, মলা-ধপাতও পায়। আঁক, কুৰুক চিত্তি, বাগী পায় ভাৰ্তো পায়। পওঁ বুঢ়াই নিনিদিয়েক বাটচাৰক; সিহঁতে আমাৰ দৰে কাটুও পিছিব, কানিৰ টিকিবাও পুৰিৰ আঁক অস্তত চাইট এৰি টিকিবা পোহো খোকাটো পোখন হাতত লৈ পলাবও। হৈ আহিছে আঁক; দেখি থাকিব বনবন্ধাই সৰুৰ পাঠিৰ তলত থাকি মিছা কথাবাৰ নকয়।

গাওঁবুঢ়াদেও। আঁহিগৈ নমঃসাৰে। শ্ৰীকৃষ্ণাৰ বনবন্ধা

অসমীয়া ভাষাৰ আখৰ

অলপদিন আগৰে মুক্তাকৰ কেটামান কলাৰাৰা হুণিগিয়া লগকে "অসমীয়া" কাকত এটা প্ৰকাশ প্ৰকাশ কৰে। বহুতে সেই প্ৰকাশৰ বিপক্ষে সেই কাকততে মত প্ৰকাশ কৰে। যদিও কোনো-কানোৰ অলপ জোকা কথাৰ মতপ্ৰকাশ কৰিছিল, তেও এটোৱা ছেউক বুঢ়া গৈছিল যে প্ৰায় সকলো অসমীয়া সেই আঁহৰ সোলাৰ বিপক্ষে-কিহনে লগকে বোনেও মতা নাছিল। যোকা পতি সংখ্যৰ 'বাঁহী'ত আকৌ জীয়া-বেখেৰ চৰিগা ডাঙৰীয়াই "অসমীয়া" বান-বিতৰা কৰোতা কেবনক, খোকাও কৰাটো বৰঙি ৰাৰি জুকাই এটা সিদ্ধান্তে নিবলৈ যত্ন কৰা নাই বুলি, বাবেই বে

অপৰায়েই এটা দি, মুক্তাকৰৰ ১৪ নালাগে খাট কশা গুণাবৰে কেটামান আঁহৰ গুচাই গোলাইগৈ এটি পৰুচ দেখে। এই প্ৰবন্ধত তেখেতে সেই আৰববিলাক গুচুৱাৰ বুকি আঁক সেই আৰববিলাক অসমীয়া ভাষাত চলতি গোৱাৰ ইতিহাস ক'হিয়াই দেখুৱাই দিছে। যেই সেই কামকে কৰিবলৈ উজু কৰাটো নকলোৰে থাকনী। তাৰোৰে সেইদৰে আৰবৰে নালাগে বহুত পৰও মিয়ান পৰা বায়, ভাষাৰ অস্তহান নকৰাইক, কমাৰ পৰাটো ামাৰ মনেৰেও অতি আৰবীয়া আঁক প্ৰশ-সমীয়া; গৰা, বুঢ়া, বিদেশী সকলোৰে নিমিত্ত হুঁহিগা। এৰাৰ বিদেশী কাৰত এখনত, তেওঁলোকৰ ভাষাটো সেই ভাষাৰী

মাহুহত থাকে আন কোনেও ভালকৈ শিকিব নোৱাৰে বুলি যশস্ত গোৱা দেখিছিলো। আমাৰ মনোবে, আমাক সেইটো কথাত নাশোনে, বৰক বিনেদীয়ে আমাৰ ভাষা অতি স্বৰ্গে শিকিবশৰণাৰ যশস্তা গোৱাৰে উচিত। বিশেষতঃ অসমীয়া ভাষাৰ সম্ৰামৰ ঠাই অসমত অসমীয়া ভাষাই সেই ঠাই ধৰা আমাৰ মনে নিতান্তই উচিত। সেই বুলি-বাউতিসুপীয়া ৰীতি এটা সম্পৰ্কত নাশনিৰ ষাণকৈ সননি কৰাটোও বাৰ্জনীয়া বুলি নাভাৰো। সেইটো ৰীতিৰ ইতিহাস কি, গুণ কি, বিস্তৰ কি, সলাপে কি কল হয়, সেইবিলাক দ-উক ভাবি-চিন্তি সলাপেৰে উচিত কাৰ্য্য। ভাষা সম্পৰ্কেও সেয়ে; কিন্তু ভাষা সম্পৰ্কে মত দিয়া বাবে তাৰে কাৰ নহয়। বহু ভাষিক, বহু ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, এজন মহাপণ্ডিতৰ আৱশ্যক; আৰু তেওঁ যুক্তিৰে সৈতে সেই ভাষাভাষীসকলৰ মনত তেওঁৰ মজলী বহাৰণ পাৰিব লাগিব। ইয়াকে মনবি মোৰ ভাষা হেৰাব বি ইচ্ছা তাকে কৰিম, বোকাটো যেনে, মোৰ ভিক-এই বুদ্ধিম-ভাৰ্মি বি ইচ্ছা তাকে কৰিম বোশাও তেনে। চনিহা ডাঙৰীয়াই বহুত বচ: ভাষা সম্পৰ্কে আশোচনা কৰিছে বুলি দেখিছে; কিন্তু চুৰৰ বিষয়, তেখেতে বিলাকৰ যুক্তি নিছে আৰু যি ইতিহাস বিছে, এতিও কোনো আমাৰ মনত নমৰে। তাৰ উপৰিও, সেই প্ৰশ্ন পঢ়ি বি বুজিছো, সেইমতে তেখেতক নিচৰ মতবেই ঠিক নোহোৱা যেন পাত; এইটাই কয়-“অসমীয়া অতি পুৰনি ভাষা”, আন ঠাইত কয় বগীয়া ফেমসক বকুয়াই “অসমীয়া ভাষাৰ আদি ওজা”; এইটাই কয় “সম্ভ্ৰত বে কোনোৱে কোনো সময়ত কোৱা-ভাষা অধিগ ই ব সুলভৰ কথা”, আন ঠাইত-পণ্ডিত চমিকেশ ডাৱাচাৰীই সম্ভ্ৰত আদি ভাষাবৰণা প্ৰাকৃত ভাষা গুলোৱা কথাব ইংকী-“ক’ভেন” বি নিম্বৰ যুক্তিৰ সমৰ্থন কৰে।

তেখেতৰ অসমীয়া আৰবকলাৰ ইতিহাসৰ আৰু কিছুমান আৰ তুলি দিয়াৰ যুক্তিৰ বিষয়ে প্ৰেছৰ লেখাৰ পৰা বি বুজিছো, আমাৰ আধৰ নকমাৰোৱা পৰণাও সলানি নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰেত তুলত দিয়া গণ:—

ইতিহাস—ইয়াৰপৰা বুজা যায়, (ক) অসমত বড়ানী ভাষা চলোৱা সময়ত অসমীয়া শেখককলে, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতৰপৰা গুলোৱা—বুজা বা আন আন অন্তত ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত গুলোৱা নহয়; এইটো দেৱতাৰ্থলৈ সংস্কৃতৰ হৰে অসমীয়া ভাষাটো পলালীয়া আধৰ কৰিণে।

আমাৰ কথা—অসমীয়া লেখা ভাষাৰ বহন এই ১৫ নে ২০ বছৰেইনে? শব্দৰী সুপৰ আধৰ, মাংঘ কমান্দিৰ বামাণ; তাৰো কত আধৰ দীপিকা চম; তাৰো কত আধৰ অসমীয়া ভাষা। দীপিকা চমকেই প্ৰথম অসমীয়া পুৰি বুলি ধৰিলেও যোৱা কতীয়াৰ ভাষাৰ বহন ১০০ বছৰশাৰন লম নহয় তাক তেতিয়াবেপৰা সেই সংস্কৃতৰ বৰেই আধৰ।

(খ) অসলীয়া ভাষা, বড়ী বা আন অন্যান্য ভাষাবৰণা জীৱৰ আৰু সংস্কৃতৰ গুণ বেপুৰাবলৈ ৰাঙতে আদি মনেই ঠাইত হস্তাশ্পৰও হৈছে।

আমাৰ কথা—ইয়াত আধৰ লৈত আশোচনা কৰা উচিত, ভাৰালৈ নহয়; কিন্তু মূল প্ৰশ্নকত আছে যেতিয়া সেই সম্পৰ্কেও মলপ নটক নোহোৱি। যদি আন কোনো ভাষাৰ কোনো লক্ষ অসমীয়া ভাষাতে শোমাৰিছে, সেইটো লুকুৱা কলে আৱশ্যক নাই; লুকুৱাই হস্তাশ্পৰ হোৱাৰো একো গণ নোহা। ইফালে অসমীয়া ভাষা বিচৰেই ইমান চকী যে অসম ভাষাৰ বুৰজী শব্দটোৰ বাহিৰে আন কোনো পৰ ভাষাৰ লক্ষ বিচাৰি পাবলৈ টান। চাওঁহা, বাইলু: আৰু যি দুই এটা অসম পুৰৰ কৰ্ম লক্ষণেৰে বুলি পায় সেইটোকৈ লক্ষ অসম ভাৰীয়া মাংঘৰ ভিতৰতহে লক্ষ; উৰ্দ্ধ লক্ষ তুৰত, সুলভত ৰবিং লক্ষ পৰা ওলাৱা, আৰু অসমীয়া মাংঘতগ কণ উৰ্দ্ধ পৰা নগা বুলি সংস্কৃতৰপৰা কলোৱা বুলিণে কোনকৈ হায়াপ্যৰ গোৱা বাৰ বুজা নাযায়। উৰ্দ্ধ ভাষাটোৰ ফাজী আৰু পি দু ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত উৎপত্তি; বহুত লক্ষণে যদি কাছীত বহি গতিতকৈই সংস্কৃতৰপৰা ওলাইছে আৰু মাংঘতগ শব্দটো বৃহ সুলভ সংস্কৃতৰপৰাই পোৱা। ইয়াৰ মূল ভালকৈ নকলাইক নো কোনো কোনকৈ বহন

যাব? তুৰত আৰু মাংঘতগ লক্ষ যদি কাছীতে নাই তেহে উৰ্দ্ধৰপৰা অসমীয়াই। আহিছে বুলি নটক অসমীয়াৰপৰা উৰ্দ্ধ লৈ গৈছে বুলি কোৱাত নো কি আপত্তি? আৰ্য্যবিলাক পশ্চিমবংগৰা পুৰলৈ নাহি, পুৰ পৰা পশ্চিমলৈ যোৱাৰে বেহ প্ৰমাণ ওলাইক। আৰ্য্যবিলাক পশ্চিমবংগৰা পুৰলৈ আহিলেও আৰু সেই বহু চুটী কাছী ভাষাত থাকিলেও সেই চুটা লক্ষক নিত অসমীয়া বুলিণেও দেখো একো আপত্তি হব নোহোৱা; আৰু ভাষাবৰণা গুলোৱা ভিন ভিন ভাষাৰ বহুত লক্ষৰ তে নিল পৰিবি।

ভাষা লেখা সম্পৰ্কে উচ্চাৰণ সম্পৰ্কে আৰু ব্যাকৰণ সম্পৰ্কে বে বহুত ধেমেকাৰি আছে, এই বিষয়ে হলে আদি চলিহাৰে লক্ষণে লুকুৱা নথকটক একে। মাধু ভাষা বোলাবলৈ পৈ অনাকত কেতবিলাক সম্ভ্ৰত লক্ষ হুয়াই ভাষাক বেছি গুৰু আৰু মটল কৰাব আৰু অসমীয়া ভিত্তাবে উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পৈ হাঁহিউটাৰ কাম কৰাব আমাৰ মনেৰে অকণো আশংক্য নাই; পৰ, তম্বৰ উচ্চাৰণ অসমীয়াৰ মূলত পুৰ, তম্বৰ এইবৰে হে চম, আৰু সেইবৰেই মটৰ উচিত যেন দেখো। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকৃত ব্যাকৰণো এখনো নাই। এই ব্যাকৰণ নোহোৱাৰ নিমিত্তই ভাষা শোণা সম্পৰ্কে বহুত ধেমেকাৰি হুৰ লাগিছে।

যুক্তি (১) (ক)—সুৰকৰাৰ নিমিত্ত একে উচ্চাৰণ চম, ই-ঈ-ঈ, -ও-উ-ন-ব-স, আদি আধৰ বিলাক ব্যবহাৰকৰাৰ পিন্ধে কয়, যে মূলকণা লক্ষৰ উচ্চাৰণৰপৰাৰে বহ-আধৰবৰণা নহয়; সেলিৰ Pittar আৰু সম্ভ্ৰত পিত্ত লক্ষ বে একে এইটো উচ্চাৰণৰ পৰাৰে হিৰ গৈছিল, আধৰবৰণা নহয়; আমাৰ কথা—গছ-ভাৰো অস্বতৰ শক্তি আছে; এই কথাটো এতিয়া জানিবলৈ একো টান নহয়, তুলিলেই হৈ পণ; কিন্তু চাৰ ভগলীশ বস্তুয়ে এই কথাটি উলিগৰলৈ কত হুণ নুব হুয়াইছিল। কত বাতি টোপনি থতি কৰিছিল। কত কি কৰিছিল আৰু তেখেতে বিজ্ঞানক সাধি কৰি লক্ষ হু-ইটিল সেই আনটোৰ বা কত শতাধাৰ

কত মাহুৰৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল—এইবিলাক তে চাৰ লগে। Pittar আৰু পিত্ত লক্ষৰ মূল একে টিয়াৰ কথাটোও বহুত মাহুৰৰ বহুত হুৰৰ সাধনাৰ ফেচল। যি লেটিন আৰু সম্ভ্ৰত ভাৰীসকল এ? ঠাইতে থকাৰপৰা বে ভাৰা (মূল বাধি) থাকিলেহেহেত তেহে সিমান পনিৰ নাশাণিৰহেতেন আৰু চেৰে একোজন বুদ্ধিমত মাহুৰ তেনে পৰিশ্ৰম গণতৰ কাম হহে কামত লাগিলহেতেন। (ক) অসমীয়া বুলি শব্দটো উকাৰ বিহেই লেখা বা উকাৰ বিহেই লেখক, যোজাৰহেত সম্ভ্ৰত পুৰ্ণ লক্ষ, তেতিয়াহেত একে বহুতৰ পুৰ্ণ লক্ষৰপৰা আহিছে পৈ লক্ষ পাৰিব।

আমাৰ কথা—বিজ্ঞাতৰ কথা কোৱা টান; কিন্তু আপোত আশা তুৰত আৰু মাংঘতগ লক্ষ হুইটাই দেখোন এই বিষয়ে ভয় হুয়াই। তুৰত আৰু মাংঘতগ লক্ষ অসমীয়াৰ সমাট চলিত, উচ্চাৰণৰ সপুৰ্ত আৰু অৰ্ধত সম্ভ্ৰতৰে একে, তেও সেৱো উৰ্দ্ধ উৰে মোৰ বুলি বসিগা-ঘৰি, ঘৰিও উৰ্দ্ধ গাটো সম্ভ্ৰতৰ তেল আছে।

(গ) কোটাভাৰা আৰু লেপ-ভাষা বেলেগ নহয়, আৰু হহও নোহোৱা; যেই সেই আধৰৰে দেখি উচ্চা-বণ্টো বাৰিণেই হয়। সেটিন আৰু সম্ভ্ৰত আধৰ বৰ্ণ-মজলী বিজিৰ; তেও Pittar আৰু পিত্ত লক্ষ একে হৈছেই আছে।

আমাৰ কথা—যদি কোটা ভাষা আৰু লেপ ভাষা বেলেগ হব নোহোৱে তেহে সেটিন আৰু সম্ভ্ৰত ইমান পাৰ্থক্য হল কেনেকৈ? আৰ্য্য বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ মল গোৱা সময়ত যদি লেখা ভাষা থাকিলহেতেন, তেহে Pittar আৰু পিত্ত লক্ষৰ নিচিনা কত লক্ষৰ মিল ওলাই হেতেন। কোটা ভাষাৰো বড়ালীসকল মত যোজনাত্তৰে পৃথক; অসমীয়াৰতো সেইটো। অনন্বৰ একেবাৰে পুৰ সোমাৰ একে আৰু একেবাৰে পছিম সোমাৰ একে সেণা-পটা মজনা মাহুৰে কৰা পাতিলে ইওনে সিজনৰ কথা বুধিবলৈ মথিলেই হব।

যুক্তি (২) অসমীয়া ভাষা অতি পুৰনি ভাষা, কিন্তু

লগোতে, বি আৰম্ভৰে উচ্চাৰণ কৰা বাৰ তাৰে বেলেগ, বি আৰম্ভৰে আহিছে সেই আৰম্ভৰ আৰম্ভৰে বেলেগ লাগে আৰু ভাষাৰ ভাষিক জানিব লাগে। যেনে "শাকিকা চাহাই" লেখিলে ভাষাত মতে কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে সংস্কৃত শ, য, স আৰম্ভৰ কেটব কোনটোকে দেখা গৈছিল এইবিলাক জানিব লাগিব। সেইধৰে উৰ্দু, কছাৰী, বাইবুৰ আদি সকলো ভাষা জানিব লাগিব আৰু সেই সেই ভাষাৰ আৰম্ভৰে বেলেগ লাগিব এইটো স্থানীয় লবৰ পকে সমাধান কৰাৰ অঙ্গস্বৰূপ।

প্ৰতিবেদী আৰু প্ৰতিবেদিতা শব্দ দুটা অসমীয়াত বেলেগৰে হলে সংস্কৃত ভাষা জানিব লাগিব।

আমাৰ কথা—পত্নীৰ বিহৱৰ আলোচনাত এনে ধৰণৰ বুদ্ধি নিবি বাবেহেই জানা আছিল। এতিয়াহে সেই মূল কথা কাম অসমীয়া ভাষা লেখা হবই লাগিছে। এই লেখাটো পঢ়িবৰ কেইজনৰ সংস্কৃত জ্ঞানে, কেইজনৰ উৰ্দু জ্ঞানে, কেইজনৰ বড়ো জ্ঞানে, বা কেইজনৰ পৰিষ্কাৰ জ্ঞান জানে? উৰ্দু, বড়ো, বাইবুৰ আদি ভাষাৰ পৰাও কোনটো আৰম্ভৰ অসমীয়া বৰ্ণমালাত সোমাইছে? (বহুও আঁকিকনি না-নাম ভাষা মাহুৰৰ সমাধানত নামান উচ্চাৰণৰ শব্দ অসমীয়াত সোমাইছে? সোমায় বেছি আৰম্ভৰ শব্দ এই আৰম্ভৰ কেটোমান বিদেশী উচ্চাৰণৰ নিমিত্তে, নিৰ্দ্ধাৰণৰ আৱশ্যক যেন দেখা যায়)। স্তম্ভীৰ কথা এবিধিলেও, ইংৰাজ আৰম্ভৰ অংশ পাছৰে পৰাতো পাঠ-শাখাৰিলাকত অসমীয়া শিকা হবই লাগিছে। এই পাঠশাখাৰিলাকৰ ল'ৰাবিলাকে আৰম্ভৰে একোজন ভাষিক সংস্কৃত হৈ পাঠশাখাত অসমীয়া পঢ়ে নেকি? স্থানীয় লবৰই "শাকিকা চাহাই" দেখিবলৈকে একো সংস্কৃতৰ জ্ঞান নালাগে—শিকিব লাগিব আৰু জানিব লাগিব মাথোন অসমীয়া ভাষা। অসমীয়া ভাষা নিশিকি, বেলেগ পৰা হলেই শুদ্ধ অসমীয়া গণিবলৈ পোৱাটো অসম্ভৱ অসম্ভৱো আৰু অসম্ভৱমত। এইটো অসম্ভৱ বোধ কৰিবলগীয়া কথা যে আন দেশত নহলেও স্থানীয়

কিতাপ লেখোঁতাৰ কৰণৰ জান আৰু ভাষাত নালাগে বহু বিয়ত জ্ঞান থকা আৰু বহুশৰী হোৱা নিত্যই আৱশ্যকীয় আৰু বাঞ্ছনীয়। * ধাৰাপাতৰ নিৰ্দ্ধান কিতাপ লেখি সুগত চলি, চেপিলে ওঁতৰণৰ শিমাৰ ওলোৱা লৰাছোৱালী একো কৰণ দিলাই চোৱাটো একেবাৰে হাতপৰিহাৰ।

প্ৰতিবেদী আৰু প্ৰতিবেদিতা শব্দ একেবাৰে সংস্কৃত-অশিক্ষিত যে নালাগে বহুত শিকিতও ইয়াৰ অৰ্থকৈ নজন সংস্কৃত। এনেবিলাক শব্দ অসমীয়া ভাষাত মুহূ-মুহূই ভাগ; মুহূৰণৰ নিত্যই আৱশ্যক হলে অসমীয়া বিজক্তি প্ৰত্যহ বেগ কৰি অসমীয়া বৰি যুৱতা উচিত যেন লাগে। কিন্তু তাইনকৈ এখন ভাষা ব্যাকৰণৰ আৱশ্যক। এই ব্যাকৰণৰ বিষয়ে পঢ়েপঢ়েৰে কোৱা হৈছে।
 বুদ্ধি (৩)—অসমীয়া ভাষা এটা বহুত ভাষা। সংস্কৃত, উৰ্দু, আৰু কছাৰী ভাষাৰ সম্মিশ্ৰণত উৎপন্ন। সংস্কৃত ভাষা যে কোনোবোৰ কোনো সংস্কৃত কোৱা ভাষা আছিল ই বৰ সন্দেহৰ কথা। পণ্ডিত লিখিবলৈ উত্তাৰ্ণাৰ্থী সংস্কৃত ভাষাৰ ব্যাবহাৰত কহ—

"... The several dialects differing from each other in minute points gradually sprang up under the common name of Prakrita."

সেইধৰেই অসমীয়া ভাষাৰ ভৱি সংস্কৃত মন্ত, প্ৰাকৃত হৈ; আৰু প্ৰাকৃতৰ ধৰে ক, খ, গ, ঙ, ঞ আৰু ড, ঙ, শ, য, ব, আৰু য আৰম্ভৰকেইটা থাকিব নালাগে। অসমীয়া পুৰণি পুৰিবিলাককে শ, য, আৰু হৰ বাহাৰ নাছিল। ইংৰাজ আমোলৰ আদিতে বেণ-টিই মিলনেবোলকলেও একেইটো আৰম্ভৰ বাহাৰ নকৰিছিল। সেইধৰেই অসমীয়া ভাষাৰো ব্ৰহ্মীয়াক সংস্কৃত নৈল মাক সংস্কৃত বৰ্ণমালাহে কোৱা উচিত।

ডাক্তৰ গ্ৰীগাৰ্ডনৰ বঙালী ভাষাৰ বিষয়ে লবৰ মতেও সংস্কৃত বৰ্ণমালা কোৱা উচিত নহয়।

মূলতঃ কবিৰ আৱশ্যকতাৰ স্থলতা সেই অল্পমাত আমাৰ ভাষা জটিল কৰা যুক্তি।

আমাৰ কথা—২য় যুক্তি কলে—অসমীয়া ভাষা অতি পুৰণি ভাষা, আৰু তথা কৰণবিলাক পুৰণিকীয়া। ইয়াত কহ, ইংৰাজত, উৰ্দু আৰু কছাৰী ভাষাৰ সম্মিশ্ৰ-নত উৎপন্ন। এই যুক্তিৰে যাকো আন ঠাইত বহু অসমীয়া ভাষাৰ মাক প্ৰাকৃতহে। যাকো এবাৰ কহ সংস্কৃত ভাষা যে কোনোবোৰ কোনো সংস্কৃত কোৱা ভাষা আছিল, ই বৰ সন্দেহজনক কথা; কৈ উঠিছেই পণ্ডিত লিখিবলৈ উত্তাৰ্ণাৰ্থী "বিষুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা অৰ্থাৎ" বোলা কথাৰ টোকা দি প্ৰাকৃতক অসমীয়াৰ মাক কৰে।

উৰ্দু ভাষাৰ বয়স ৫০০ নাম বছৰবোৰ কম; কিয় হীপিকা ছন্দ পুৰি হাবি হিলে অসমীয়া বেণো ভাষাৰ আন প্ৰথম নাৰাখিছিল কোৱা ভাষা যে অন্ধ-মৰণ পাটকাইৰ সিপাৰৰপৰা হ'পাবলৈ অৰণ্যৰ আশে, ই বুকুৱাৰ কথা। তেনেহলেও অসমীয়া ভাষাই উৰ্দুৰ পৰা গণেশ্বৰত কেনেদৰে সূতাৰ পালে? উৰ্দুৰে অসমীয়াৰে বি চটা চাৰিটা শব্দ মিল আছে সি কেৱল উৰ্দুৰ গাভো সংস্কৃতৰ বীৰ্য আছে দেখিছে। সেইকোৱা লব "মিত্ত সাক্ষী" বুলি লিখিলেও সেই একে কথা, সকলো কাৰণে ভাষাত অম্প-অম্প মিল থাকিবই। অসমীয়া গিন্ধু-শব্দ সংস্কৃত পিতৃশব্দৰ পৰা অৰা যুগলি কেটন Pittar শব্দৰপৰা অৰা বোলা একো সংস্কৃত নহয়। সাক্ষীক সংস্কৃতৰে কোনো সম্পৰ্ক নথকা বুলি লিখিলেও, সেই চাৰিটা শব্দই এটা ভাষাৰ গম্মত বা গম্মত কিতো সহায় হ'ব পাৰে? কছাৰী ভাষাৰ শব্দও দেখোন অসমীয়াত বিচাৰি নাগাওঁ। বহি আছে, কেইটো? সেইকেইটা লক্ষ্যহে। এটা ভাষাৰ সন্মত কি সহায় হ'ব পাৰে? সংস্কৃত যে এটা কোৱা ভাষা নাছিল এইটোত চলিহাৰে সৈতে আমাৰ একমত; কিন্তু প্ৰাকৃত বুলিবৰ যে এটা ভাষা আছিল, এইটো আমাৰ মত নথকা। অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী, মাৰাঠী এইবিলাকেই প্ৰাকৃত। পণ্ডিত লিখিবলৈ উত্তাৰ্ণাৰ্থী টোকাৰপৰাও সেইটোকে বুজা যায়; কিন্তু সেই বুলি কৈও তেখেতে যে কি প্ৰাকৃত ভাষাৰ ব্যাকৰণ

লেখিছে, বুজা টান। প্ৰাকৃত নামৰ এটা ভাষা থাকিলেও সি অসমীয়া ভাষাৰ মাক হ'ব নোৱাৰে। সংস্কৃত প্ৰাকৃতৰ আৰু প্ৰাকৃত অসমীয়া ভাষাৰ মাক হোৱা হলে প্ৰাকৃতক মান বংগেই মান কৰক সকলো অসমীয়াই কিন্তু চিনি পালেহেহেতেন। ক'তা? বেলেগ কেজনমানৰ বাবে, কোনো অসমীয়াই প্ৰাকৃত বুলিবৰ ভাষা এটাৰ নামকে নাখনে; কিন্তু সংস্কৃতৰ নামহে নালাগে অসমীয়া শব্দক অসুখ্যাব-বিপ্লৱ লগাই কথা কৈ সংস্কৃত কোৱা দেখাই লক লক পৰখীয়া গৰাইও যোখি কথা বেণো পোৱা যায়। প্ৰাকৃত বুলিবৰ এটা ভাষা আছিল, অসমীয়া ভাষা প্ৰাকৃতৰেপৰা গণাইছে, বুলি ধৰি লৈ চলিত অসমীয়া বৰ্ণমালাৰপৰা যদি চলিহাই কোৱা আৰম্ভৰকেটা তুলি দিয়া যায়, বাকী আৰম্ভৰকেটাৰে জানে এইবিলাক অসমীয়া উচ্চাৰণ প্ৰকাশ কৰিব পৰিব? নোৱাৰে। যাকো কোৱা দিব লাগিব; যেনে এই লবৰি আই লেখিলে (আই েখিলে উচ্চাৰণ ঠিক নহয়) কুট এটা কোৱা দিব লাগিব। ইফালে ঐ আৰম্ভৰটো লগোতে নিমান সময় লাগে আৰু নিমান ঠাই লাগে, আই লগোতে তাব তিনিজন সময় আৰু ঠাই লাগে। এইবিলাকো গিটিলে লৈ জানিবো সেই প্ৰাকৃতৰ মতে সেই বৰ্ণমালা পিঠোৱা-অম্প-অম্প মিল থাকিবই। উচ্চাৰণ-শব্দৰ পৰা আৰম্ভৰ উচ্চাৰণকৈ লেখা ভাষাত হহতত্বে উচ্চাৰণৰ আৰম্ভণক হৈ পৰিবৰপৰা অৰা বোলা একো সংস্কৃত নহয়। অসমীয়া পুৰণি পুৰি বি লিখিলেও, সেই চাৰিটা শব্দই এটা ভাষাৰ গম্মত বা গম্মত কিতো সহায় হ'ব পাৰে? কছাৰী ভাষাৰ শব্দও দেখোন অসমীয়াত বিচাৰি নাগাওঁ। বহি আছে, কেইটো? সেইকেইটা লক্ষ্যহে। এটা ভাষাৰ সন্মত কি সহায় হ'ব পাৰে? সংস্কৃত যে এটা কোৱা ভাষা নাছিল এইটোত চলিহাৰে সৈতে আমাৰ একমত; কিন্তু প্ৰাকৃত বুলিবৰ যে এটা ভাষা আছিল, এইটো আমাৰ মত নথকা। অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী, মাৰাঠী এইবিলাকেই প্ৰাকৃত। পণ্ডিত লিখিবলৈ উত্তাৰ্ণাৰ্থী টোকাৰপৰাও সেইটোকে বুজা যায়; কিন্তু সেই বুলি কৈও তেখেতে যে কি প্ৰাকৃত ভাষাৰ ব্যাকৰণ

* বৰ মাজত কৰা, তিনি-চাৰিটা আৰম্ভৰ বেছি পঢ়িব লগা কোৱাত স্থানীয় লবৰ বিদিত বোঝাৰো সাহিত্যিক লব-বৃত্ত পোৱা যেন লাগে; কিন্তু ধাৰাপাতৰ এই বসন্ততাললৈ কোনেও মন নকৰে।

নাই। বেপট্টে বিমানবোমকলে যদি প্রাকৃত বোমা ভাষার আধার ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই বাত মননি কিয় ? অৱশ্যে সেই সময়ত অসমীয়া ব্যাকৰণ নাছিল; পিছতেই অসুস্থান হয়, বৰ্গীয় হেমচন্দ্ৰ সৰকাৰ ব্যাকৰণ গ্ৰন্থ-বাত সেই একেধৰন ব্যাকৰণ পাঠ্যপুস্তিকা কত চলেহা হয়। সেইটো হলেও সেই সময়ৰ প্ৰচলনীয় লবণবিদ্য-ব্যৱহাৰে চলিত বৰ্ণমালা চলি নাছিল। সেমন্দ্ৰৰ ব্যাকৰণ নংগুবিলাকে সিহনেবী বৰ্ণমালা মডালে কিয় ? সেই সময়ত বৰ্গীয় বকৰাক ইতিকিং বৰা মতগোৰা কম স্তৰে মিত্ৰশ্ৰেণী বৰ্ণমালা চলিত নোহোৱা কৰাটোহেৰে বেছ প্ৰমাণ বৰে যে সেই বৰ্ণমালা কোনো অসমীয়াৰ মনামস্ত গঠোৱা নাছিল।

ডাক্তৰ ক্ৰীমাৰ্ছন ছাৰেবে বগান ভাষাৰ বৰ্ণ আৰু শব্দৰ বিষয়ে বি মন্তব্য লেখিছে, সেই মন্তব্য অসমীয়া ভাষাত নাপাঠো। বগানীসকলে সংস্কৃত বৰ্ণমালা লৈ সেই সংস্কৃত উচ্চাৰণো বহিৰে বহিও উচ্চৰণ কৰি নোহোৱে; আৰু সেই সময়ৰ বগান লেখাও একেধাৰে

সংস্কৃতীয়া আছিল। অসমীয়াই সংস্কৃত বৰ্ণমালা গৈছে হু, কিন্তু উচ্চাৰণ অসমীয়া; মাথোনে একেটা উচ্চাৰণৰে ছটা বা বিনটা চিন বা অক্ষৰ, এই ভাৱেৰে ব্যৱহাৰ কৰে। শ্ৰী (চিৰি?) শ, পেট এটা, বৈত স'আদি নামসংগৰা সেইটো বুজা যায়। এই নামকৰণ চলি বা বকৰাৰ নহয়, ই অসীৰবেপৰা চলি আহিছে। অসমীয়া ভাষাৰ নিজৰ উচ্চাৰণৰ নিমিত্তে ইমান টান, যে আ-চ্ছ হলে মূলৰ দ্বাৰে নাচাই নিজৰ উচ্চাৰণৰ আধাৰে গঢ়গৰা কৰে, যেনে:—চোনেৰ। দেখা অসমীয়া ভাষাও সংস্কৃতীয়া নহয়। অৱশ্যে আঁসে মাত্ৰ নোহাবি, আকি-কানি বহুতে সংস্কৃত শব্দ লগাই লেখাটোকে পঠান আৰু গাধু ভাষা বুলি ভাবে; এইটো বেহাৰৰ বৰাট। ডাক্তৰ ক্ৰীমাৰ্ছনে অসমীয়া ভাষা সম্পৰ্কেও মন্তব্য লেখিছে হ'লো; যদি লেখিছে সেই মন্তব্যৰ টোকাও চলেহা ডাক্ত-বোৰাই তুনি বিয়াহেতেন আলচ কৰিবলৈ বেছি সুবিধা হ'লহেতেন।

শ্ৰীবৰ্জনাৰুমাৰ পছপতি

বিধৱা বিবাহ সম্পৰ্কে মতসংগ্ৰহ

(১)

শ্ৰীমুত্ৰ হৰিচৰণ দেৱ গোস্বামী মুকলিমুবা ভট্টাচাৰ্য দেৱৰ সত

বিধৱা বিবাহ যদিও আৰি অসমীয়া বুলি কওঁক তথাপি বৰ্তমান সময়ৰ দেশকালপাত্ৰ চাই বিধৱা বিবাহ চলোৱাটো বিধেৰ। কৰণ, অনেক হিন্দু পুৰণী বিধৱাই প্ৰেমত আসক্ত হৈ সমাক্ত হৈই নাপাত শ্বেতত হিন্দুৰ নামো লোপ কৰিছে। বিশেষকৈ অধ্যায়কলে বেধ, সহিত্য, গায়ত্ৰা, জায় আৰু উৰাৰ আদিত বিধৱা বিবাহ বিষয়ে মূল লিখাও অসুস্থান হয়; যেনে—“নহু মুত প্ৰৱৰ্ত্তিত স্ত্ৰীচৈ পতিতে পতে পঞ্চ বাপং হুনা-বীণা পাত্ৰবনো কীৰ্য্যতে” ইত্যাদি। মাত্ৰ এটা স্ত্ৰীয়া স্ত্ৰীক কৰি বৰাই সমাক্ত কৰ্ত্তব্য যেন বেধকৰে। ইতি

(২)

কুকমিশ্ৰ সত্ৰৰ শ্ৰীমুত্ৰ মহেশ্ৰনাথ দেৱ গোস্বামী ব্যাকৰণতীৰ্থৰ সংস্কৃত ভাষাৰে লিখা সন্মতিপত্ৰ

কুৰাপ মুগুৰ বিনা চক্ৰোকা বৈশ্বনাং ন সত্ৰবজীত জ্ঞাননাং জাত বিধয় এব। তথাপি অস্বাক সমাহে বহনি এণিবাৰি দুষ্টাত্মনি স্ত্ৰি বেয়া; দুষ্টাৰে অস্বদেশীৰ সংস্কৃতগতীনাং গুপ্তপ্ৰধৰণবিধায় সুবত্যা; অস্বদেশে সত্ৰমাণে বেধে সুবত্যা; আত্মবনং আৰ্যবণাণ্ড বেধবীৰ্য্য ভক্তি। কিন্তু প্ৰমাণভাৰে ইতি মৰা পুৰাণাৰ বেধ; কোটীপ নহবতি। যদিও পুৰুষ সমাক্ত্য সমূহে; কাৰণে সঃ নিৰ্ঘোষ্যমি ভৱিভুৰ্ভীতিসভা তথাপি কোহপোকৰ দৌৰী অস্বাক সমাহে বিধাতে ইত্যপি সমাক্ত্যাবাক-

কৃতসন্মানায় বিচাৰিবিধয় এব। কিন্তু কুৰাপি এবধি: কুৰিগা: পুষ্টিৰ্গৰাহতে। বিধয়ে মানৱীয়া ব্যক্তিবিত্তি মৰা প্ৰাৰ্ণনি প কৰোতি কিন্তু অস্বদেশীয়াৰে কেচিং বৰ্জী বেগে যদি বন্যসত্ৰ লাভাৰ্থে ন পজতি ত্ৰি কণং সাতভ্ৰাত্মনাং নবীণাং অস্বদেশী ভবতি। অপি মনৰণনা-বিধনা অৰিত্তেস্ত্ৰীয়া সুবতা গৰ্ভাশ্ৰেয় ইত্যদি সমাক্ত্যবেধিগানি সত্ৰেৰ্ভূম অস্বাকং কৰ্ত্তব্য। ইদানীং অস্বদেশীৰ উৰাৰচিত্ত জাৰণাৰণ মমৰিশনঃ পৰোপকাৰিত্ৰিত্তি বেশহিতৌৰী বৰ্জনাহুৱাণী পৰম্ভূৰাণোমোনকুলশ মহাৰত্ৰনমাং সমূপে অস্বাকৰা প্ৰাৰ্থনা অস্বদেশীৰ বিধবাণা: পুন: বিধৱা-ভাৰং ইন্দ্ৰিয়সামগমিনাং কুটিলম্ভভাৰনাং বিষকৃতপৰোমদানাং পুৰাণাং কুটিল পৰোমোহতা: মুখী কুৰা বৰাং নিৰিধা: সল্লা: স্ৰাধেণ সালিকা আত্মবনং চৰণাৰ্থে নিমচ্ছতি। নানা পুৰাণা মানা মকৰন গ্ৰহণেপি ভ্ৰমৰসা হুং কোহো নাষ্ঠি তথং পুৰাণাণা কোইপি যোম: ন জাহতে ইত্যপি সম্ভূগিৰিত্তি ইতি মজাহে। অমুনা অস্বদেশীগনা: ত্ৰিক্ৰীয়াঃমোমোমনকমাং চক্ষুৰ্মিলিত্তি: কৰ্ত্তব্য:। কাৰতেই পিত্তে যথা—

বিধৱিতা কু যা কন্যা নকু সম্প্ৰাপমৈমুনা
মুেবিৰাহিতে পচাং পতিৰজ নিধীয়ে।

ইতি ব্ৰহ্মস্মাৰ্ত্তকণ:

সত্ৰনোংপাৰিকা যাতু যাতু সম্প্ৰাপ্ত হৈমুনা
তাং সত্ৰাং বিধৱেণ্ডা নোহুহেত্ৰিজাতঃ

ইতি ব্ৰহ্মস্মাৰ্ত্তকণ:

ইত্যপি স্ত্ৰীত্ৰ-ক্ৰমাংসং অস্বপ্ৰাপ্ত মৈমুনাং বিধৱা পৰাণাংনা স্ত্ৰীনাং বিধাতে ন কোইপি যোম ইতি বিধৱা পৰমৰ্শঃ। অত্ৰ যদি কামিচিং যোৰ্ণানি বিৰক্তে তানি পিঠিঃ নৰিত্ৰগানি ॥

৩)

যৌৰহাটৰ সভাত গোপীবাটৰ মধুমিশ্ৰ সত্ৰীপিকাৰ শ্ৰীমুত্ৰ ৰাবিকানাথ গোপীবাট দেৱীৰ পুত্ৰীত প্ৰস্তাব কৰিবলৈ চাহে। পাত্ৰৰ প্ৰৱাৰ হই—প্ৰৱ ৩পক্ষে বিধৱা বিবাহ কৰা বিধৱা কৰা নোপোৱ। কিং বেধ-কণ-পুত্ৰী বৰত মৰে হয়। পুৰুষট শত পতীকা বিধ

পাত্ৰ চাই, আদৰ্শকৰণৰ পু পত্ৰা কৰ্মাকৰণৰ খণে অস্বত খটিছে, তাৰ সংগৰা সংস্কে চক্ষাক্ৰিয়ান কৰে কৰ্, ভনক। পতি মৰা মাত্ৰকে বিধৱাই সুব পুথাই এখনীয়া বৰ পিছৰ। গৰা মুক্তা কিবা বগা চন্দনৰ উৰ্দ্ধপুত্ৰ কিবা জিত্তে গৰ। বেপপাত তুলনীয়ে শিৰ কিবা বিযুক্ত অৰ্জনা কৰিব। মাটিত স্ত্ৰ। আবেলি নিজে এক গাক কৰি ভোজন কৰিব। আৰু পৰাং কৰি পাৰকত ভোজন নকৰিব। কাৰি বৰ, হুতা কটি লগুন তৈয়াৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্দ্ধাৰ কৰিব। সুবত কাপোৰ নগৰ। স্বৰ্গদি অলগাৰ পৰিত্যাগ কৰিব। ক্ৰান্তক না তুলনীৰ মতা পিছৰ। পৰ পুৰুষক প্ৰাৰ্ণ নকৰিব। পত্ৰি নাহিবে থাক। এইপৰে থাকিলে প্ৰকৃত বিধৱা হয়। এনেকথা বিধৱা বিধৱ কৰা নোপোৱ। কাৰ্তী বৃশ্ৰিমেও মতা গাপ হয়। এনেকথা বিধৱাক বেধিলেও চমুৰ পানী চুইব লগাত পৰ, তলি হয়,—বিয়া কৰোৱা দুৰ কৰা। পত্ৰি লগত চিতাত পৰি মৰি যাৰ, সেইকালো উত্তমা বিধৱা হোল।

২। আকিকালি সেইদিন নাই। বিধৱাই দাৰি, জেবেত, স্ত্ৰনৰ স্ত্ৰনৰ বিয়া-বেধোনা পিছে। অৰ্গদি গেল খহে। সৰ্ভতা কালে। মাজ নাধাৰ হয়, কিন্তু উপৰ পুষ্টি পুৰা ভোজন কৰে। তুলিৰ গুণত চাওত এৰো। তামোল খায়। এইবিলাক কৰাত সমাহে কোহা যোম মৰে। বিধৱে যতে কিবা ছোট্টাী থাকে তাৰ স্বৰসহে ডেকাগৰাৰিলাকে তাহ-পাচৰ খেল পাতে। বিধৱা গৰাকীয়ে তামোল-পাতত যোগাৰ আৰু কোনো বিধৱাৰ স্বত সুৰক লৰাই পিছৰিলে স্বৰ লয়। গুৰ-চুবুৰীয়া কোনো মাহুৰৰ স্বত নামক-চিৰা বুলিবৰ হলে বিধৱা আৰিব লাগে। বিবাহ, সৰাহ, ইত্যাদি কৰ্ত্তত বিধৱা আৰি অগণন-খতা তামোল-বিয়: কামত নিযুক্ত হয়। এইবৰে থাকোতেই দিৱনী বিধৱাই বণ্ৰনৱা যাৰ তাইকে 'গৌৰী' বোলে, দিৱনী বিধৱাই পৰ্জনট কৰে তাইকে 'শিৱিকী' বোলে; এই গৌৰী মাৰিকী বৰ্ধকৈৰি কৰিব যোগাৰিলে হই হয়। মজলমান কিবা কৰিবলৈ চাহে। পাত্ৰৰ প্ৰৱাৰ হই—প্ৰৱ ৩পক্ষে বিধৱা বিবাহ কৰা বিধৱা কৰা নোপোৱ। কিং বেধ-কণ-পুত্ৰী বৰত মৰে হয়। পুৰুষট শত পতীকা বিধ

বোধেশ্বরসিংহ স্বর্গদেহে গুণবন্ত ধর্ষণাঙ্গিনসকলক
 ক্রমপে আদর করিছিল, তেজপানী সত্বে অধিকার
 স্বর্গীয় স্বভাবমন্ডল গোষাধী বিবচিত "তেজপানী সত্বে
 চকিত" নামে পুথিবন্দ্য বৃত্তি পোষা যাই। এই সত্বে
 অধিকাৰ শ্রীবৎসেতে ভাটীৰপণ্য বহালী বাস্য আনি
 অসমত প্রচলন করিছিল, বোধেশ্বরসিংহ স্বর্গদেহে শ্রীবৎ
 দেহে স্বভাৱে পুণ্যত বিপদে বিমুগ্ধ হৈছিল।—

আনিগা বহালী বাজ আনে অগণীয়।
 তত্তসমস্তক প্রকৃত বণ্য নিধাইলেন ॥
 প্ৰকৃত বিহাঙ্গত সঙ্গ্যেত নাই।
 বোধেশ্বর সিংহে যাক প্রশংসি আছয়।
 প্রকৃত বন্দ্যাক্ষণ স্তমি নিবসয়ে।
 সূত পাচি শ্রীয়ে নিবাইলন্ত বোধেশ্বরে।
 তত্তসমে খাটিলন্ত প্রাচীন টৈলা।
 বোধেশ্বরসিংহে বাকগনক পাইলা ॥
 নৃপতি দেবিগা মাজকপে বসাইলন্ত।
 তাগবত স্নোক পঢ়ি আশীর্বাদ দেন্ত ॥
 পদম সজ্ঞায়ে বাজা সেয়া কবিলন্ত।
 তুলসীৰ মাণ্য প্রকৃত বাজাক দিলন্ত।
 মান্য কবি সন্মুখেই শিবত পিচ্ছমা।
 পদম সজ্ঞায়ে বাজা কবিতাক লৈলা।
 তনিন্চে কাগ্যত তুমি পদম স্তম।
 গানে জ্ঞাপে গান কবিতোক কিছুমান।
 হেন স্তমি শ্রীমন্ত শ্রীবৎসে পান লৈলা।
 সমজাৰ স্নোক বেধি বিদয় মানিগা।.....
 বোধেশ্বর সিংহে বিলা স্বর্গে কৃতগ।
 ভীমকীৰী বোঁসাই বুলি তাম নাম লৈলা।
 বিদ্যবন্ত বক্ত হই দিলা অসমত।
 মাসে মাসে মোৰ ঠায়ে হৈবাগা সাক্ষ্যত ॥

সিংহে বা; শিলাখাতল সম্ভাধিকার প্রকৃত বোধেশ্বর
 সিংহ স্বর্গদেহে বর ভিত্তবিশ্বাসা আছিল। সেই কাল
 সিংহে সম্ভাধিকার গোষাধী নাম শ্রীশ্রীকেশবানন্দমন্ডল
 আছিল।" তেবেত্তক বজাই কিসৰে সাধন কৰিছিল,

বিভিক্ত বর্তমান সম্ভাধিকার গোষাধী শ্রীশ্রীকেশবানন্দমন্ডল
 চক্ৰ প্রকৃতই শিলা বিত্তবধৰপণ্য আনিব পাৰি,—

শ্রীশ্রীকেশবানন্দমন্ডলঃ অসমতব মহামান্য শ্রীশ্রী-
 বোধেশ্বর সিংহ বজাই তব বাজচিহ্ন দেখিছল। বজাই
 তেবেত্তক অতি উত্তম শ্রীমন্ত মুকুবৰো মুকব চিপে
 জিহ্বণ শেধি তব নাম চক্ৰ পোশাই দিলে। সেই
 আদৰ বিহিব চক্ৰ বোঁসাই বুলি মাতৃভাষ্যে প্রখ্যাত।
 গণক বাইলুগ স্বৰাই ত্বেত বজা হব বুলি জানিব পাৰে
 বজাই ভাবিলে,—“আপনে কোনেব সমস্ত বজা হব,
 আমি বজাইই বাজতোগ বাকঅসম্ভাব দিষ্ট।” এই বুলি
 বজাই বাজপাদিত বই থাকোতে তেবেত্তক কোণাত
 বহবত লৈ স্থানেই বোণে,—“মাপোমাক কি মাপে?”
 ত’ত প্রশ্ন কৰিলে,—“আমায় সাধুক কি সাধিলে?
 কেহন নাম লব লাগে, আৰ পূজা-সেৱা তৰি চৰ্চা কৰিব
 লাগে মাজ ॥” বজাই ভাবিলে,—“এবেত এশো নিবি-
 চাৰে, একান্ত মন, হুতুভিলাও আশিহেই দিষ্ট।” এই
 বুলি বজাই কলে,—“আপোমাক আমি বাক-সম্পত্তি
 দিষ্ট। আপোমাক সেময় সতকৰা থাক দিলোঁ, কেৰোণা
 সেয়া দিলোঁ, পতি সেলা দিলোঁ, আৰ বেত্তেৰ মাজত
 দিলোঁ।” আপোমার ভবনানুগ মুক্তিৰ সেয়া-পূজা চলাব
 নিমিত্তে, লক্ষীমবুৰৰ তেলাই কলীয়াসালন সম্ভাৰিত
 আপোমি মে তাইলৈ সৈ মাজতে মায় চোণ বৰাই,
 কেউকোনে বিমানলৈ মাত স্তম্য যয়, সিমান ঠাওৰে
 ঠাওৰে পুঠি মাৰি দি আৰিবি।” সেইসবে কবিলন্ত,
 মাজৰ মাতী তেগ কবিলন্ত ২০ পুৰাচল। সেই মাজতে
 বজাই তেবেত্তক নিকৰ কৰি দিলে, আৰ বজাই তেবেত্তক
 সাগিত তুলিত বহবাইছিল।

“বজাই তেবেত্তক চক্ৰই নামে প্ৰত্যগ হাতী এট
 উঠবৰ নিমিত্তে নিলা কৰি দিলে। তেউত্বেবেপণ্য বজাই
 তেবেত্তক নেবিছিল, আৰ বংগুৰত বজাৰ নগৰটৈ অদানে।
 বজাই তেবেত্তক মোৰ বাবে ত’ত বিহিবধৰপণ্য সময়ে সময়ে
 আধিকার নিমিত্তে বেটোকা সহ্য পাতিলে। তেউ-
 যাই বজাই পদবী হই বজা নহলে বজা হব। সাধিব বুলি
 আমায় সত্ৰক বজাৰ বুলি নাম দিলে। তেউত্বে

পৰা আমায় সত্ৰক বজাৰ আৰ আতিও বজাৰ দহেই।
 বজাৰ ধৰে চোৰাটৌ আধিকার হে।

“বজাই আমায় সত্ৰক অধিকারত বংগবত বং চাবনে
 আৰ হিচাব কৰিছিল লৈ বাৰ। এদিন বংগবত বজাই
 থাকোতেই, মহামাতী বক্ৰভিগামৰ বংগবতাই ইচ্ছাপূৰ্বক
 কৰি দিয়া বেখুয়াই মুক্ৰতে বংগবত গুণব হলাবশ্য্য বচি
 পৰিল। এনেতে আমায় অধিকার পূৰ্ণবে বেধি চাপ
 মাৰি মহাৰ তুলিত হই ওপৰলৈ তুলি আনিলে। ইয়াক
 বেধি বলা-পজা সত্ৰলৈয়ে আমায় অধিকার পূৰ্ণকঃ
 ঠেহবীৰ শক্তি বেধি মজ্জাবৰ হিলে বে গুৰু হেজ, শিগুও
 হজ, ঠপুয়াত শুকলে শিমাৰ বাধি চিন বেখুলাবে, সিগ-
 ৩৩ তৰিবেলেকো বাকী বোমা নাই। কৰ্মশ্য: বজাই
 তেবেত্তক বজা হাম্বেত, মোগোবেত নিদ্বৰ তুমি দিলে।
 বিহিব সত্ৰক নিশিখোৰা গৌহাটীত আৰ বংগপাত
 কৰে আচে।”

বিহিব সত্ৰক অধিকার বোধেশ্বর সিংহে দিনে দি মান
 আৰ প্রতিপত্তি পায়, পাছৰ বংগসকলৰ দিনতো সেই মান
 আৰ প্রতিপত্তি চানি আৰিছিল। কহলেবৰ সিংহৰ
 দিনত সিংহৰ অধিকার শ্রীশ্রীবুদানব প্রদেহে বজাৰপণ্য
 যিসে জীৱিত-সন্তান লাভ কৰিছিল, বজাই অধিকারক
 মাতী নামে সাধুক হাতী এজনী উপহাৰি দিছিল। এই
 হাতীৰ অধুপা বিচাৰ শক্তিৰ পৰিত বেধি মাগেই সিংহ
 মাজিলে।

অসমীয়া নৃপতিসকল সাহিত্য আৰু পাণ্ডিত্যৰ গুণ-
 গৌৰৱ তোমাৰ কথা বুজাই আৰু প্রচীন এই পড়া মাজে
 মাজে জানে। চান বিৱাজক হিন্দোচাঙ্গে বৈছে
 কামৰূপেৰ ভাৱবৰষা। এজন পাণ্ডিত মাজে, বজাৰ অধু-
 বংগত তেওঁৰ প্রকাশকলো পাণ্ডিত্যৰ অস্বাধী। কুমাৰ
 ভাৱবৰণ্যৰ মাখেত অসমীয়া পণ্ডিতসকলৰ পাণ্ডিত্য
 বিমুগ্ধ হৈ জানিবী চানবিত্তাজক কামৰূপ এৰি বাবল
 অমিচ্ছক হৈছিল। কুমাৰ কটকী হংসবেগে সম্ভাট হৰ-
 বৰ্দ্ধনক কুমাৰৰ হৈ এখন নীতিপূৰ্ণ এই আৰু পলা ঠিগ-
 হৰ বংগৰ ধৰে উচ্ছল কিছুমান শ্ৰীচিপাত উপহাৰ
 দিছিল।

নবনাৰায়ণ বজা।—অসমৰ বিক্রমসিঙা নবনাৰায়ণ
 বজাই নানা পণ্ডিত আনি নানান এই অসমীয়া ভাষালৈ
 ভাঙিবলৈ নিযুক্ত কৰিছিল। পণ্ডিতসকলে সমাৰ
 চিত্তাবল্য বুদ্ধ হৈ যাতে অস্বাৰে পাণ্ডিত্যৰ্জী কৰিব
 পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁগোক মাত্ৰিত্বি মান-দাসী বুদ্ধ
 পুৰি-পাকি উপহাৰ দিছিল। কবিত্বৰ বামসবত্ৰায়ে
 “পুশহবৎ বংগপৰি”ৰ এইটই কৈছে,—

৩৩ নবনাৰায়ণ বাশিবোমনি।
 সত্ৰব পদম কিজ হুটৰ অগনি ॥
 স্মাক মৰিলা সাজা দাসৰ হওনে।
 ভাবত পণ্যৰ তুমি কৰিচো হওনে ॥
 আমায় বহত পাচে ভয়া টীকা হত।
 নিম্বোক অগোণ গৃহে বিলোহী সমন্ত ॥
 এহি বুলি বাজা পাচে বৰ্ধি বোঁসাই।
 পঠাইলা পুস্তকসব আনাময় ঠাই ॥

বাম-স্বামী দিয়া মান কৰিলা বিস্তৰ।—“অনপূৰ্ণ”
 এই নবনাৰায়ণ বজাৰ উসাহ আৰু সহায়ত্বিত
 পাই শ্রীমন্ত শত্ৰব, শ্রীধৰ, পুৰুষোত্তম বিদ্যাসাধী, বাব-
 স্বৰ্গবত, বুলু কাহৰ আদি পণ্ডিতসকলে বহুতুলীয়া এ
 প্ৰভাণ কৰিছিল। শ্রীমন্তশব্দৰে ভাষিত ভক্তি, স্বৰ্গ
 প্ৰভা নামটী আন মতীত ভক্তিপাতকিত কুল কৰি, আৰু
 হৰিনামসবৰ গ্ৰেম-অমৃতৰ নাম টী ব্ৰাহ্মত তেদি বোস্তানে।
 বামসবসুত্ৰৰ স্তৌৰে-শুভে পণ্ডিতৰ কাণে মহাজনিত
 পদ ভাঙিলে। পুৰুষোত্তম ভট্টাচাৰ্য্যে বহুমান্য ব্যাকৰণ
 প্রদত্ত কৰিলে, অতী শ্রীবৎসে জ্যোতিৰ ভাঙিলে, বুলু
 কাহৰই “পলাতন” ভাঙি শাৰেই অলপতে গুৰিব পৰা
 কৰিলে।

শেচি এই নিতা সবে বামক দেখাইলা।
 তাক বেধি মহাবাজা আনন্দক পাইলা ॥
 পণ্ডিতসকল কৰে বৰিলা সন্মান।
 পদবত বত্ৰ অলম্বাৰ লিলা মান ॥
 পদমতে পঠাইলন্ত কৰিয়া ৰণ্ডিত।
 শ্রী স্তম্ভ আদি সবে তৈলন্ত পণ্ডিত। ...

ধর্মশিকা দিয়া বাজা পালি নিক প্রভা ।
সেতি দিন ধরি নাম তৈল ধর্মবাজা ॥

—“ধর্মবাজাধর্মবায়ী”।

এই “ধর্মবাজা” নবপার্বায়ণ নৃপতির পাণ্ডিত্যমুগ্ধাবগ
বিষয়ে মহাপুঙ্ক শব্দবন্দরে নিম্নর ব্যাক্রিংশক তত্ত্বাভি
কৈছে,—

জয় জয় সম নৃপতি বসমান ।
বাকেরি গুণগণ সম নাহি জান ॥...
নাটক ভাটক পশ্চিম বেশক
যত যত পণ্ডিত আয়ে ।
যৌটক বরণ বহুত বরণ
আপনহি মন পুবি পাবে ॥
অব্রত-শরত শান্তর পার্শ্বত
বিপকৃত আপন জান ।
যের ত্রাশগক পিতৃক অর্জনে
যাচেরি নাহি সমান ॥...
কাব্য কবিয় শব্দর পণ্ডিত
ধর্ষক অর্জুন সমান ॥

—“ভট্টমা”

তাহানি ইঙ্গের নৃপতি কল্ক্রেডের সাহিত্যপুট
শৌক্যভাঙ ইংগের সাহিত্যর বিপকৃত উদ্ভিত হোবার
ধরে, মহাভাঙ নবপার্বায়ণ এই উৎসাহত অসমীয়া সাহিত্য
আক অসমীয়া ভাবগুরুত এটি নতুন যুগ খাষিত হল ।
নবপার্বায়ণ বক্তার বাহিরেও তেঁদের ভাষেক গুরুধর
কৌবর, কন্যাপুত্রর গুণভনাবায়ণ, কোচানব ধর্মনাবায়ণ,
এইসকলেও পণ্ডিতকলক উৎসাহ দি এতাবি বচনা
করিছিল ।

জয়ধর সিংহ স্বর্ণদেব।—ইঙ্গদেশী আর্গোমবাসনকণে
অসমীয়া সাহিত্যর উৎসাহধাতা আছিল । জয়ধর সিংহ
মহাভাঙে প্রাক্তে হিন্দুধর্ম গ্রাধকবাব পাছাবপবা
এই উৎসাহর দৌত প্রবলকৈ বদলে ধবিলে । জয়ধর
সিংহর শব্দেবক আবেশনতে যাবতকলনির হুমকীয়া
পুডেক দিটোগ্রাম নিবাসী বামমিশ্র কবিয় মহাভাওতব
“ভীমপর্ক” অতি পুণলিত অথচ বীৰবায়াক অসমীয়া

ভাষাত অমুদার কবিছিল । এই পুপি হাচোব ঐয়ুত
জীবিত্যম বকবার হাতত পোরা গৈছে ।

জয়ধর নংখব, ঐশ্বর্য়র পুত্রনব,
কুণে কামদেব সমনব ।
প্রত্যণে আবিভাজ্যম, দণ্ডে যেন দধবায়,
পালনত উমাব কুমার ॥...
তান হুট পটেবদী লক্ষীদববতী সবা
যাব ভ্রাতৃগুণ্ডে ভৈল্যা বাত ।
হেস্তে ভৈল্যা মহামানী জবেষা পণ্ডণ্ডে জানি,
ঐশ্ববর দেবক সাক্যত ॥...
হোক চিৎকৌর যেন জয়ধর বায় ।
অসাবা বাক্য বৈক ধর প্রবর্তাই ॥
আপোন সবকৈ তান শব্দ হোয়ই ॥
নেগণ পৌসাবি ঘিটো মধ্যম তময় ॥
তান অমুমতি ঘিটো প্রচাৰিণো পদ ।
দুব হোক তান যত দুর্গতি বিপদ ॥...
কনিষ্ঠ তময় ভৈল্যা বামমিশ্র নাম ।
বাক্যর শব্দে য়েহ কবি অবিপ্রাম ॥
পদ কবিবাক যোক দিগা অমুমতি ।
হোল্য বাম নাম লবে লভা সর্বগতি ॥

বীৰকুম্ভায় ভাবকমণত অসমীয়ার প্রাপ্ত সাবিক
ভাবর উদীপনা হোয়া কালত ভীমপর্কর নিচিনা মহাত্মকব
কতি বীৰশ্বপূর্ণ সদায় অসমীয়াণে অমুদার পোরা ব
সমস্তোপযোগী হৈছিল ।

উক্ত বামমিশ্র কবিয় জয়ধর সিংহর শব্দেবক
কনিষ্ঠ পুডেক জয়ধরনর আবেশনতে “হিতোপদেশ” গ্রন্থ
অসমীয়াণে অমুদার কবে ।—

পবগ্রাম নগবর বাজার বক্তবব
নেচোপব মধ্যম তময় ।
মস্ত্রীমাজে অগ্রাণী পক্ষীর গকড় যেনি
যাব গুণ দেখে বেলে কত ॥...
হেন মস্ত্রী গুয়ে আমি লৈল্য পুর্ণি পুণ্য বাণি,
কনিষ্ঠ তময় ভৈল্যা ॥

সবর কমল জাট বাত পবে আম নাট
ভজসেন নামত অখ্যাত ॥
হবিপল কমলব যাব মুখ মধুকব
মধুপানে মত্ত সর্গদাই ।
হিত উপদেশ শাস্ত পবিভাঙ তুল্যা হৈটো,
লমব পবিল জ্ঞান পাট ॥
বাহনীতি কবি বাত ভজসেন জগ্নমতি,
আদেশিলা পদ নিবন্ধনে ।
বোষগুণ পবিহার বোল্য লবে হবি ধাং,
অজমাত বামমিশ্রে ভবে ॥
—“অসমীয়া সাহিত্যর চ্যনেকি” ।
১০০৯ পিঠি ।

জয়ধরসিংহ স্বর্ণদেবে বামনাবায়ণ বা কবিবাজ
চক্রবর্তীব পিতৃদেব বামনানবর শুভ্যচার আক বিস্তৃত গুণত
সহই ১০ মনুবাটী উপাধি পান কবিছিল ।—
বামানন্দ নামে ভৈল্যা তাহান সম্ভতি ।
ঘিটো জয়ধর সঙ্গচাৰী মহামতি ॥
যাচর গুণত জয়ধর নবপতি ।
কুই হৈল্য দিগা নাম আক সর্বগতি ॥
—“শতক্কালা” ।

ভ্রমসিংহ স্বর্ণদেব—মহাভাঙে কয়সিংহ
স্বর্ণদেবে বামনাবায়ণর বা কবিবাজ চক্রবর্তীবপবা নামা
শাবর শিক্ষা লাভ কবিছিল ।—

তাহান (বামানন্দ) তময় বামনাবায়ণ নাম ।
বিষ্ণুব কিসব তৈল গুণগন্যাম ॥
কবিবাজ চক্রবর্তী যাব পর নাম ।
শাবর নিগুণ বিপ্রগুণে অভিধাম ॥
যাব হস্তে শাস্ত পতি কয়সিংহ বাট ।
পণ্ডিত তৈলন্ত নামা শাস্ত তব পাট ॥
—“শতক্কালা”

কয়সিংহ স্বর্ণদেবে নিজে কবিতা গিবিছিল । যেনায়
কর, এইনাম স্বর্ণদেব নিবন্ধব আছিল, কিন্তু এনে পণ্ডিত-
বৃন্দর সঙ্গর্গত থকা আক কবিতা স্বচিবপবা এনে
মাহং বে নিবন্ধব হব পাবে, সেইটো সত্তর নয়ে । কয়-

সিংহর অচিত কবিতাবপবা স্বর্ণদেবর অমুদর শব্দসমাবেশব
শক্তি বৃদ্ধি পাবি ।—

(সংগ—পাকার ।)
আইকবে গৌরী পায়র মন ।
পুণিয়ার শব্দী সম ভলক বন্দন ॥
শিবত কবিতা গাচে শমভ্যা বান ।
কণিত কুঞ্জল শোভত কঠে বর্তীতমব ॥
বশকুকে দল অস্তর ববিভা সখনে ॥
কটিত কিত্তিগী থাকে নেমুপব চবনে ॥
কুণব উপমা দিব পাবে কোম জনে ।
নমি গৌরী শাস্তে কয়সিংহ নুপে ভবে ॥

—“আগোচনী”, ১ম বছর ।
কয়সিংহ স্বর্ণদেবে বিদ্যেশবপবা পাগেদোজ আদি
নতুন পাগেয়র বামি অসমত প্রাণন কবে আক
বিদেশত পান-পাজনা চালচলন আক সাজপাৰ শিকি আহিহব
কাৰণে বিদেশত ভ্রমণলৈ খাটিন আক বৈবাহীক মন স্কটি
কবে । বীণবাটী সত্তর যতদিন নাট্যকৈ উদিতহামব
চবিয় পুপি গৌরীনাথে”পলন কবিছিল । এই চবিয়
পুণিগুণা বয়সিংহর সমীত আক পাণ্ডিত্যাদিকাৰ কথা
জানিগাপবি,—

যনক্রাম নামে এক সজল আনিল ।
বংশব নামে তার নর নিগিলিল ॥
তরকার পলাব কাবিল কয়সিংহ ॥
আজল কর গজ ঘটা টাটগট ॥ ৩১০
মুদক গোমুখ শম্ম হুঙ্কে তবি ডাক ॥
তলল মর্দল আকো বায়ে চোলা ডাক ॥
মুদক নাগেবি নাচে মস্তক মস্তক ॥ ৩১১
বিপাকি পোহেতা কয় বংশর তুলুকি ॥ ৩১২
আনিল অনেক কাবা নাং যজ চয় ।
পাশৌক মনিবা কুক মগল বোলয় ॥
স্বর্ককার কয়কার আদি বৃত্তিকার ।
এবকৈ শিবাইল্য কয়সিংহ উপবর ॥ ৩১২
কাবত পুণ্য বামনয় ভাগরত ।
দশম কৌতব বস্তাবনী শোষা গুত ॥

তত্ত্বাবে তত্ত্বাবে ভাগে ভাগে ধরাইলত ।

ইমত প্রাণেয়ে বালা সৌকর পালন্ত ॥ ৬৭ ৷

কৃত্তাসিংহ স্ব'দেরে ব্রাহ্মণসকল উৎসাহ দিয়াব কলা
কচিনাথ বিহ বচিও 'বাক্তেওর চৌ' পুথিবণবা কামিব
পাযো । এই কচিনে যে "কচিপুবাণ"র অসমীয়া অহুগাদ
কবিছিল, আৰু "চৌ" পুথিবণ "একটি লকত", অৰ্থাৎ
সম্ভবতঃ ১৬৬১ খ'কত বাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত লিখা হৈছিল।

কচিনাথৰ পিতৃদেৱ কচসিংহৰ ছাপিত বংশবৃত্ত বাস কৰিছিল।

কবিয়ে "চৌ"ত ৈছে,—

বাসৰ বশত আঁত কচসিংহ নাম প্যাত,

সোমাব পীঠৰ অধিপতি ।

কামৰূপ অধিকাৰী চক্ৰবৰ্ত্তন দণ্ডাবাৰী,
গদাধৰ সিংহৰ সম্ভতি ॥

কচাৰী অহুগাদপুৰ তিনি গৰু কৰি চুব
চুয়ো বালা নিলা বন্দী কৰি ।

বশে-নীচৌ কপে-গুণে হানে মানে কলাক্ষ্মানে
একোৰূপে যাৰ নাহি সৰি ॥

বহুশুব নামে এক তেতেত পুৰ কবিলেক
ধাণিসক ততে বিপ্ৰপণ ।

নানা স্থান হ. নিয়া বৃত্তিবিধানক দিয়া
ধাণিলেক অমেক ব্ৰাহ্মণ ॥

দি ঠায়েতে বিপ্ৰবৰ নানা গুণে গুণাকৰ
ভেগা কৃষ্ণচৌৰী শুভমতি ।

তান পুত্ৰ বচিনাথ চৰ্ণাত সৈকিয়া মধ,
চৌপদ বচিলে। সম্ভতি ॥...

চৌৰী চৰণ চিহ্ন মট মৃতমতি ॥
একাৰি পকত পদ গিণিবী সম্ভতি ॥

— "ইয়া", ১ম ভাগ ।

কৃত্তাসিংহে স্বৰ্গপেয়ে ১৬০৪ শকত পতিতৰ বাবা
"সোমিনীওৰ" "কামিকাপুবাণ" আদি গ্রন্থত উল্লেখ থকা
অহুগাদীয়া সনৌপক্ৰমী কেশ্ৰপুৰ্ণত নিৰ্ণয় কৰাইছিল, আৰু
সকলোয়ে বৃত্তিবিশাৰুট সেই পৰ্ব্বতগোবৰ তালিকা এখন
বৃত্তত কৰাইছিল।

শিৱসিংহে স্বৰ্গপেয়ে।— কচসিংহে স্বৰ্গ-
দেহেৰ বৰপুত্ৰক শিৱসিংহ মহাৰাৰ আৰু তেওঁৰ কুইবী-
সকল অসমীয়া সন্তিতাৰ বিশেষ অহুগাদা আছিল। স্বৰ্গ-
দেহেৰ চৰ্ণাত কবিবাজ চক্ৰবৰ্ত্তী আৰু পোলালচক্ৰৰ নিচিনা
বিশিষ্টকৰ বাৰুভাই আছিল। শিৱসিংহে বৰাও নিতৌই পদ
বচনা কৰিছিল...।

(বাগ— দেৱগাৱাৰ)

শাবৰ পুথিমা হিমকৰ ধননী

চকল নীল নিনিগীলনগনৌ ॥

চকল শেচানে কাঁৱৰ বসি ॥

তাপক মনে কুটিলতৰ ভক্তি ॥

প্ৰাতকপিত বদি সিদ্ধ বস্তি ॥

সম্ভল মুকুতা ফল নশন পাতি ॥

সম্ভল গলৰ হৈব কুণ্ডল গালে ॥

পৰিমলে শোভিত মালতী মাণে ॥

মুগমলকুচুম চৰ্চিত বেগে ।

ওগল ঘনাত্তৰ হাসিনৌ বেগে ॥

শ্ৰীকণ বিকলিত কুচুমুগ গোণে ॥

মন্ত ববদ গতি আঁৱৰ বেগে ॥

বাতা শিৱসিংহে ইত বস তপিতম্ ॥

বন্দী শিৰোমাণ বাধাচৰিতম্ ॥

— "আলাচনী", ৮ম বছৰ ।

শিৱসিংহে স্বৰ্গদেৱ আৰু তেওঁৰ কুইবী মৰ্হাৰিকা
আইহেৰেৰ আবেশত প্ৰহুমাৰ বৰকাৰেণ "চত্ৰিবিয়াগৰণ"
নামে ঠাঠীৰ প্ৰাক্ৰুতি, লক্ষণ, বোপ-বাৰিব স্থিৰপদ আৰু
প্ৰতিকাৰ থকা এখন পুথি বচনা কৰে। এই স্তম্ভে
"চত্ৰিবিয়াগৰণ" পুথিবণ অসমীয়া সন্তিতা ত'বালৰ এটা
গৌৰৱৰ বাহানি তৈ আছে। শিৱসিংহে স্বৰ্গদেহেৰ আবে-
শত মনোহৰ নামে এখন লিখক "কপুত" নাম দি অস-
মৰ বৃত্তী এখন সংকলন কৰিছিল।

শিৱসিংহে বৰা আৰু তেওঁৰ কুইবী "প্ৰাণদেহবী"
বৰকাৰিব আবেশতে কবিবাজ চক্ৰবৰ্ত্তীয়ে "ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত
পুবাণ"ৰ অসমীয়া ভাঙনী কৰিছিল,—

ইজৰ বাপেত কচসিংহে নশপতি—

সৌমাৰ বেগে প্ৰতি ভৈগা মহামতি ॥.....

ভাৱাৰ প্ৰথমপুত্ৰ শিৱসিংহে বাৰ ॥

বেহতা বিকৃত ভক্তিময় শুভকাৰ ॥.....

কৰ্মৰণ স্বৰ্গ হৰে যাৰ ৰূপ বেৰি ॥

কামিনী বিহাৰে হৰে যাৰক নিৰবি ॥

নাৰত প্ৰাণদেহবী শুভ পুণ্ড আৰা ॥

ইজৰ বন্দনী যেন আৰ্হিতাৰ ধাৰা ॥

কমল সোচনী বৰংগা চক্ৰমুখী ॥

যাৰাৰ হৰণে বন-বাৰী হৰে হৰী ॥

হেন শিৱসিংহে বালা প্ৰথম ঠকী ॥

মহুয়ালোকত যেন শিৱ মৰেহৰী ॥

তাহান আবেশমালা নিৰাৰেত ৰবি ॥

কবিবাজ চক্ৰবৰ্ত্তী মতি অহুগাৰি ॥

পুৰাণত শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুৰাণ ॥

কৃক লভ পত তাৰে পদম প্ৰধান ॥

সাধৰ সত্ৰাণ আৰ গুঢ় অৰ্হিগ্ৰাৱ ॥

সাধৰে কোন মৰে আৰ স্বৰ্গ পাৰ ॥

তথাপিহো পৰবেশ যেন ভায়া ধৰি ॥

মতি অহুগাৰে বিহাৰিলে। যত কৰি ॥

কবিবাজ বিহৰণ

পৰ বশি মাধৱ,

বিহৰিগা ভায়া মৰ কৰি ॥

— অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি, ১১৭-১৮ পৃষ্টি

উক্ত কবিবাজ চক্ৰবৰ্ত্তীয়ে শিৱসিংহে বৰা আৰু বৰ
বৰা কুণেশ্বৰী কুইবীৰ আবেশমতে "পঞ্চচূড় পদ" পুথি
বচনা কৰিছিল—

সৌমাৰ পাঠত শিৱসিংহে যগামতি ।

চৰিবৰ চৰণত গদা যাৰ মতি ॥.....

তাগান আছিল জায়া কুণেশ্বৰী নাম ।

পত্নীগণ মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ গুণে অহুগাম ।

যেহেন ইজৰ শৰী হৰৰ পাৰ্কীতী ।

সেহিমতে নুপতিৰ বাত জতি বতি ॥

কামিনীৰ মৰো সাৰ ৰূপে অধিন্ধিতা ।

ভক্তিভায়ে স্বামীক দেহত ছত্ৰবিতা ॥.....

হেন নুপ ম'হীৰো আজ্ঞা শিৰে ধৰি ।

কবিবাজ চক্ৰবৰ্ত্তী মতি অহুগাৰি ॥

পৰম ব্ৰহ্মৰ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুৰাণ ।

নাগদেহে পাকি আছে নানা উপাধান ॥

বৈষ্ণৱৰ মৰো সাৰ পঞ্চচূড় নাম ।

দানৱৰ অধিপতি গুণে অহুগাম ॥

— "অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি", ১১৪৬-৪৭ পৃষ্টি

শিৱসিংহে স্বৰ্গদেৱ আৰু কুণেশ্বৰী কুইবীৰ আবেশত
কবিবাজ চক্ৰবৰ্ত্তীয়ে সদৌ ভাবতৰগত স্তপ্ৰসিদ্ধ পুত্ৰভুল
কচিনীচৌ অতি স্তম্ভনা অসমীয়া পদলৈ ভাঙে,—
হেন কচসিংহে বালা গুণে অহুগাম ।
তাগান প্ৰথম পুত্ৰ শিৱসিংহ নাম ॥ ...
বাত্যক লভিয়া শিৱসিংহে মহামতি ॥
ৰাজনীতি পতিতত কৰিলন্ত বতি ॥ ১০৩২...
স্বৰ্গ নাৰাণ্য কুল-কমল ভাত্তৰ ॥
প্ৰভাপত বক্তি হেন বৈৰাগীত সাগৰ ॥ ১০৪১
বিহাৰত ইজ্জসন শ্ৰান্ত পতিত ।
নিৰ্গল মধুৰ বাকাৰত শুভবিত ॥.....
দিনে দিনে বিপ্ৰক কৰন্ত ভোগ্য ধান ।
শুণন্ত পতিতৰ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত মান ॥ ১০৪৩.....

* "Siva Singha became the author of a large collection of pious songs"—Dr. J. P. Wadd

সত্যের মধ্যস্থ ইচ্ছা যেন প্রকাশিত ॥
 পণ্ডিত শাস্ত্রীগণে আবেদন থাকন্ত হ...
 তাহান আছিল অর্থাৎ নামে ফুলেশ্বরী ॥
 পৃথিবীত প্রকাশিত যেন অশেষধরা ॥
 কমনস্বয়নী গুণগণে অশ্রুগণা ॥
 মুপতিব প্রধান মহিষী মনোরমা ॥ ১০৪৭
 যেন মুপতির আঞ্জা মহিষীযো বানী ॥
 কবিগণ চক্ৰবর্তী মাগ্য যেন মানি ॥
 শিবত ধর্মবা আদিপূর্ণা জীবতর ॥
 বচিণা পলাব গুণসম্বর চবিত্তা ॥ ১০৪৮

—“শুক্লমলা”।

শিবসিংহ স্বর্গদেহে আত বৎসলা গম্যশেষধরী বা ফুলেশ্বরী কুঁড়বী সাগরাত প্রাকি কনক আচাণ্য নামে এখন কবিযে “সানন্দমগধা” নামে এখন গভীর তরুর পৃথি বচনা করিছিল,—

সৌম্যব পীঠের সম পীঠ নাচি যান ॥
 সততে থাকন্ত যত ভবানী সৈশান ॥
 সেচি পীঠ মন্যো আছে পূর্বা নানা ধান ॥
 কেহো মোহে বরণন নগরী সমান ॥...
 সেহিসে নগরী জানা গুণিত কন্যাকরী ॥
 তাতে শিবসিংহ ভৈলান গুণিত স্রবণত ॥...
 ক্রমশেষধরী সে ভৈলান তান পটেধরী ॥
 রূপগুণে ভৈলান যাব নাচি সদিবরী ॥
 সর্বাঙ্গে অমরী যেন স্বর্গ গণিতা ॥
 কোনো কভিবেক যাব গুণব মহিমা ॥...
 সর্বাঙ্গে অমরী সর্বাঙ্গে গুণবরী ॥
 যাব গুণগণে শুই তৈলান নবপতি ॥
 গুণ সিংহাসন দিয়া পাতিয়া মুপতি ॥

বরজানী বাসা যেন শ্রবাত জগতি ॥...
 তান উপাসক আছে অনেক ব্রাহ্মণ ॥
 প্রসন্নত সম আতি পণ্ডিত গরজ ॥
 তাসম্বার সঙ্গে থাকি মই বিদ্যাহীন ॥
 বালা গুণবান হিত বসুজা প্রতিদিন ॥

—“অমরী সাহিত্যর চানেকি,” ১৮৩৬-১৮৩৭ পিঠি

বৎসলা ফুলেশ্বরী এগরাকী বব বিদ্যাসাহিনী কুঁড়ো আছিল, শাক ব্রাহ্মসকলব বিদ্যালিঙ্কার কাষে পবন যত করিছিল ॥ বৎসলা নগরত কুঁড়বীয়ে এটা নিয়োগ পড়াশালি পাতি বিয়ে ॥ বহুতদিনলৈকে সি বৎসলা পড়াশালি বৃগি জমাজাত হৈ আছিল ॥ বাজেবনমিহে বকার দিনত সেই পড়াশালি লুপ্তপ্রয় হয় ॥

শিবসিংহের মৃত্যুর পাছত বাজেবনসিংহের দিনত সাহিত্য-বুদ্ধি কথা অল্প উচ্চিকা হৈছে ॥ তার পাছত মটক-মগধার উপদ্রবত বেশ উজন হোয়ার হবে হৈছিল ॥ প্রজাবোব নিজর স্কটি-মাইট এবি বেশাস্বরী হৈছিল ॥ বাকার চলপুল সহস্রার স্রোষণে লৈ নানা ঠাইত মনস্ত ফুকন, মগধা সক্রা, অস্বস্তি বজা ওলাই দেশর অংশেজম আক ক্রতগামী করিছিল ॥ সেইসেবি লক্ষ্যসিংহ আক গৌরীনারসিংহ স্বর্গদেহের দিনত সাহিত্যর যে বিশেষ কিগ উন্নতি হৈছিল আমি সম্ভ্রুতি পম পোতা নাই ॥ সেই মরে ইংলণ্ডত গৃহীত পরকন বচিকাত অহুসির গোবাত পরক সাহিত্যর উন্নতি কিছুদিনলৈ বৃগিত আছিল বৃগি খেলেবেক হয় ॥

ককালেপ্প্রাসনসিংহে স্পর্গসেন্দেবী— কমনেশ্ব-সিং ব কার দিনত কৃষ্ণগুণ মহামন্ত্রী পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাট ডাঙরীয়ার দেশ পেম বন কোশন শাসন সংহার বুদ্ধি আক উন্মোগ্যর বনক সৈন্যিগ দেশ স্রুতির হ, হেতিয়া পূনব সাহিত্যর আভ্যাস হবইল করিনে ॥ কমনেশ্বর সিংহ স্বর্গদেহে আক বাজেবন কুঁড়বীয়ে ডাঙরীয়ার আদেশমতে শ্রীকান্ত স্বর্গসিঙ্গ নামে এখন কবিযে “গণিতা ভাষা” হিন্দীত লিখা তুলসীদাসের “বামারন” পেরা বসুজাও অম্বার অস-মৌলীল অশ্রুণার কবে,—

জগতি কমনেশ্বর সিংহে মগরাজ ॥
 যাব কীর্তি-ইন্দু বাকে পৃথিবীর মাজ ॥
 তান মহামন্ত্রী পূর্ণানন্দ মহারাজ ॥
 বুঢ়াগোঁহাটী পাজ স্থিত পরম স্থিতির ॥
 মগধমন্ত্রী কুলে অমি পৃথিবীত বৈল ॥
 বাজমন্ত্রী হর্যে কেনে প্রকাশিয়া বৈল ॥

অগর জলন্ত ময় নৌকা বিস্তাপন ॥
 যেন কোন স্রবুড়ে কবিলা উত্তারণ ॥
 যেনমতে অরণ্যকা করিয়া বিচার ॥
 বুঁদ্বলে ইটো-বেশ কবি উদ্ধার ॥
 —স্থিত গিহেতর বৎসলা হাত বৎসলা “শম্বাকাত
 বামাংগ”
 অমর ভায়া-বুজীত কমনেশ্বর সিংহ আক স্কটিক
 সিংহের দিনকোটী বাস্তব্রুতে অমর বসুজাও ॥ স্বর্গদেহে
 কমনেশ্বর সিংহ আক তেওঁর বসুজাও বুঢ়াগোঁহাট ডাঙরীয়াই
 আশে বি লক্ষ্যগোণ অহুগাদ বহোয়া কাণ্ডাটো বর
 কাশেশ্বরী হৈছিল ॥

কমনেশ্বর সিংহের দিনত ১৮৩৭ লকত স্বর্গদেহে
 আশেপাশে ধান-বর শর্মা নামে এখন গিথেকে কনকত
 মুদ্রাসিহ “ভৈলান চবিত্তা” লক্ষ্যন কর ॥ সেই সম-
 যতে বসুজাও মগধা বা এগরগরত বৎসলায় সা-
 যাত পমুগি পিনুয়াম বিক কাণ্ডে হারাতর “বুধমপক”
 আক “বরীবেষণ পম” অম্বারন অহুগার কবে,—
 ত্যাক প্রসাপগরত মন্ত্রী ঘীর ॥
 সনিকৈ বৎসে জগ গুণব মঙ্গর ॥...

গুহিত সাগর আউর লানে কর্ণম ॥
 সনাই চিহ্না গায়ে গোখিল চরণ ॥
 মুগিভে সিদ্ধ চন্দ্রে শকে মন্ত্রী হৈল ॥
 ব্রহ্ম কবি শক নাশি মশক বাশিণ ॥...
 এহিমতে মন্ত্রিব নটের সনাই ॥
 তাহান রূপাত আমি থাকি তিনি ভাই ॥
 ভাবতর শের কথা বচিণো পলাব ॥
 শেরে দেখি বুধকন ফেমিয়া আমার ॥
 গুণে পিনুয়ামে দবি চবনে ক্রমব ॥
 বোলা বাম বাম যবে তবিরো সঙ্গার ॥
 —“অমরী সাহিত্যর চানেকি” আক

“বোধন পদক” ॥
 এইমবে অসম বলা, কুঁড়ী, বক পাং-সরীসকল
 শেরে দাঁতর সিংহ আক পাণ্ডিত্যর উৎসাহতা আক
 মুঠপোষক আছিল ॥ তেওঁগেকে ভালকৈ উল্লখি
 করিছিল,—
 “মিনাগের ন জীবিত পণ্ডিতা বনিতা লতা: ॥”
 (আক)
 শ্রীশুক্লমার কৃণা

জগতে কিয় মিয়াদ খাটিলে

শাকি প্রায় বহু বছরমানের মূগত মোব সেই তাগনিব
 লমানিব বহু জগত আছি মোব বহুত আনন্দী ॥ জগত
 আক আশার পূর্বে এঃঃঃইতে ধর; শাকি, আমি
 হুগে নিগেই ওর চণ্ডাখা আছলো ॥ গতিকে আমি
 হুগিগণপনা দেখালিগে, বৎসলা কুঁড়বীয়ে, গুগো নগে-
 গল-লগা বন্ধ আছিলো, বাক নলেও হব ॥
 আমি লগা সাং কবি হুগো গুগী জাকবিত সোংগো ॥
 সৌভাগ্যবত, তেওঁবোটা চাকরি বহুত থাকিয়ে কবির
 পথা কাছারি কান ॥ যোবোটা হুগে জিলাই জিলাই
 বাগি হুঃঃঃগো ॥ চাকরি লগে লগে হুগো নিজ নিজ

সম্বারত সোমাই গুগোবোবরা গুগো লগে লগে বহুত
 জীতবি গিলে ॥ ইহাতে কৈ খোরা উচিত, ছায় জী-
 নত আমি ভবিষ্যতলৈ হব সোজা একো একোজন সো-
 মানা তিলক আক মহায়া গাকি আছিলো ॥ গতিকে,
 ইহাত নলেও হব, চাকরীবনত আমি কাঙ্কতে-পত্রই
 সজাট-সমিতিয়ে চাবিগিলে সোলাপার লগাই, হাতচাপনিব
 খলকনিব বাঃ বাঃ গৈছিলো ॥ অগ্রে, বহু জগতব
 বিষয়ে মই কোহাটো উচিত নহব; মোব বিষয়ে
 মই কবইল হলে ক’ল লগিব, মই আছি তাগনিব
 শোশাছাক শবত সঃঃ ॥ মই এতিয়া বহুহাযব

"নিমখ খাই নিমখ হাৰাম" নকৰা চা'ব। সেয়ে যদি, কিয় প—একে কাৰণেই উক্তৰ বিম,—পেৰি জালা। অৰ্থক ইয়াত আৰু এটা দ্বিতকথা কথা আছে; সেইটো কৰব মন নাই। তেও যদি সেয়ে, কাকো নকৰ যদি মন আন কৰ্ত্ত কৰিব,—পেকিমা মোৰ নাচনী স্কট-লাই ফক বুলিহে সেইহৰে পোহক নিবি, বকুশ বি, বুৰি ফুৰিছিলে মইতো কেঁচাপ হাতত লৈয়ে ঠিক কৰি থৈছিলে, সতি-কনি ছৰ্কাৰি চাকৰি কৰি ডাঙৰ মাহুৰ হ'ম। এতিয়া ডাঙৰ মাহুৰ হৈছোনে নাই হোৱা ক'ব নোহোৱে, কিন্তু মতি-মানী একোৰা পোকাৰত বন্ধক থকা বস্তুও, মই কাঁড়ীৰ দাৰোগা। আনৰ কথা যেই হওক, গোট-বীটা পৰকীয়া আদিয়ো মোক বন্ধক ৰাখিব কৰে।

(২)

সেইদিন বেৰহাৰ—তপনীয়া জগত আৰি মোৰ দৰত হাৰিব। ইমামদিন মোৰ এই অস্তক বন্ধকৰা বিদেহে বহিও মোৰ অৰ্থশেই নাছিল, কিন্তু ছুটি চুলি দৌশন ডাচি, এলেঙ্গাৰ কাপোৰ তিনিহে বন্ধক দেখা মাহুৰে তিনি পাঠ লৰাগৰিহে ৰাশো-কাৰ্ধট কৰি বহুহালোহি।

অছিলো,—জগত। "ইমান দিনৰ মনত গাৰি কৰি পৰা ওলাগাৰি, ভাট।"

শব্দত মাথোন মিচুকৰে হাঁচি উত্তৰ দিলে,—"এই মাত্ৰ তোমালোকৰ জেদৰপৰা ওলাই আহিছে।"

(৩)

চাৰ-অঙ্গণন খাই মাথোলে জগতক স্থাংগো,—"বাক তুমি না এই মগাছাৰ আশ্রমলৈ কিয় আবিৰণীয়া হৈছিল, কোৱাচোন। তুমিহে নগাৰীৰ কাঁড়াবিত কাম কৰিছিলো? কামো আৰু কোৱা?"

শব্দত বেগ-বেগেই হাঁচি এটা মাৰি মোক কহিলে ধৰিলে,—"বাৰনি নগাংগে তুমি শুমা বাক; কথা হলে এখন বামাংগুই। শুমিহে জাৰানী, সেইতাৰ মোক কাঁড়াবিত পুসুৰাও দিলে; তেতিয়াৰ পৰা কাঁড়াবিতেই আছিলো। কিন্তু নাম নিদিয়াইক মই সেই কাঁড়াবিৰ দৰেই থৰংকাতত গৰাক শিথিয়ে আছিলো। এৰাৰ তোমালোকৰ পুসিছৰ বিকৰে শিথোতে,

মোৰ নাম নোহোৱাৰে ৰাৰে সপ্পাৰুকে ০০০ টকা কৰিলা ভবিষ্যলগীয়া হৈছিল।—এনেতে, আৰু-সেওক-বেদি মগাছাৰ অসংযোগ কাৰণেমান বাবুত হালত, বৈশ্বৰ এনে হাৰুকাৰ বস্তুহে বেদি, মোহো আশোলাগত হোৱা, বিৰেণে বৰ ইচ্ছা হল। তেতিয়া সেইতাৰ ধৰিবহে মই খৰৰ শিৰিহঁত। ৰূপ তিনিবিধে নাম-মাটি হাঁচি কিমান পৰ্যন্তেৰে কাৰকেটা পাইছিলো, মাৰি জালা। পাছত ইচ্ছা থকা বস্তুও, ঘৰ চলা-লৈ আৰু দিয়াই মাহুৰ নোহোৱাত, তেতিয়া আশোলাগত যোগ দিব নোহা-বিলো। ইয়াৰ দুমাহমানৰ পাছত, মগাছা পাকিহে অম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহি, তেতিয়াৰ জীৱত (পতিগৰ, বাহুগাংগা) নবাৰ শব্দত আশৰী চলি, আৰু মগাছাৰ কাঁড়াবিত পৰাই সকলো বিলাকী কাপোৰ জুইত বাহু-খি আৰুগো সেই কামলৈ উপালো। মগাছাৰ বকুশ ভনি নামৰ আৰু গাৰীৰ গায় এহেজোৰামন ডেহা মাহুৰ কলিগাৰ লে। মগো চাকৰি এদি তেওঁবিলাকৰ গৰেৰে এখন কলিগাৰ হৈ জীৱত ৰংগা আমাৰ গাৰিগতি (কেপ্টেইন) পাৰি লৈ, মগাছাৰ ইচ্ছামতে আমি গাৰী গাৰী শাৰংগোৰ কাৰ কৰিবলৈ ধৰিলো। কৰে লগে অহায়েওলাই বুলি, গাৰী মাহুৰখনৰ ৩-১৪ হাজাৰমান পুসুৰ-পাৰি হাট টকা তোলা হল। এইদৰে তিনিমাহমান কাম লোলেই হু-কাৰে কলিগাৰবিলাকক ধৰি নি নি ওলাত সুমুগোৱে। মাত্ৰ আমাৰ দলৰ ভিতৰত শ্ৰীকৃত বৰা কে কিশ এটা পাকত জেদলৈ নগাৰু বগ।

বেগমৰা ওলাই দেখো দেশত অহায়েগা আশো-লন বহুতা শাম কাটাই? তেতিয়া আমি পৰজনমান বৰা ডাঙৰীয়াক কলে;—"আমি এতিয়া ওলাই আহিছো, তাকে কাম কৰো থক।" তেতিয়া বৰাই একেধাৰ-ৰেই উত্তৰ দিলে,—"বেশৰ কাম কৰি বহুতা শক্তি কৰিলো। পতিয়া ৰাইজে আশোলাগত অৰ্থ বেছ বুলিলে; এতিয়া নকলোহে নিজে নিজে কাম কৰিবলৈ হ'ব। আৰু মৰে এতিয়া গাৰী গাৰী ফুৰিব নোহোৱে। তোমালোকে এতিয়া নিজে নিজে হুতা কাটি টাত বোৱাইক" এইবুলি বৰা ডাঙৰীয়া ভিতৰলৈ পোমাই গল। অলপ পাছত,

শ্ৰীকৃত বৰা, নি: বৰা হৈ হাততে "হেঁচো"টো দৈওলাই দাৰিল।

ততালিকে মই স্বৰিগো—"পোছাক দেখোন এইটো কিবিলে?" বৰাই হাঁচি উত্তৰ দিলে—"এইটো পোছাক নহলে বাঁচিগাৰ কুলিবগাৰ কাম লগ নোহা-ৰিহে। ইয়াত বুঝোতে কিন্তু ধাৰবৰ কাণোৰকে পিচি ফুৰো।" তেঁতাৰ কণে, "গামাৰ কস্তৰ টকাৰে বিক, আমি তাৰেই কপাৰ কিনি গাৰীত হুতা কাটিলৈ যোগো। বৰাই সুখখন আ কৰি যোগি উত্তৰ দিলে—"পুৰিৰ টকা এক দটকাৰ মাত্ৰ। পুৰিতে খৰ কোৰোৰ কৰিব পোহাতে টকা আৰু কাৰুণ-পত্ৰবিলাক মাহুৰৰ মৰ খৰ খোহোটা তোমালাকেই কৰ পৰা বেধোন। তোমা-লোকৰ মতেই হোৱাৰ পাছত, অগণিতগৰবিলাকে কিছু টকা আমি খৰক কৰিলেহি; বাকী টকা আৰু পোৱা নহল। বাক, তোমালাক যাৰা; এতিয়া মোৰ মটৰ ওলাল, মই হাট এতিয়া। গুড, নাইট।"

তাৰপৰা আহি কি কৰো বুলি কিছুদিন আৰিলো। মাৰুবেলি মৰাপাটৰ খেতি কৰিম বুলি এডোখৰ মাটি লোভি ওলাগৈ। মোৰ পামৰ ওচৰত এখন অসামান্য সৰু গাওঁ আছিল। তাৰপৰা ওমাইলমান দুইবৰ সহ-ধৰমান মৈমনসিঁড়ীয়া আছিল। এই অসামান্য গাৰীৰ মাহুৰেই মোৰ পামত কাম কৰিছিল।

সেইদিন আৰাৰ মাহৰ মজলগৰ আছিল। সন্ধিয়া বগা সময়ত মোৰ কাশোহাটোহে চিকৰি-পাৰ্শ্বৰ কান-কাট মোক কলেহি,—"তাৰ ভনীয়েকক এই অলপৰ আৰতে চটা মৈমনসিঁড়ীয়া ককাই ৰাৰপৰাৰা ধৰি নিলে। ছোৱালী একবাৰলৈ গাৰীৰ মাহুৰকোৰ বেদি টৈ সিঁহতৰ খৰ পোহাত মৈমনসিঁড়ীয়াই, চুয়া-চৰিয়া গাম চাটিলৈলৈ ধৰি আছিল, আৰু জা'ন মাৰ বুলি আমাৰ আটাইবোৰ বহুত পৰাই পৰহা হিলে।

আৰু কথা শুনি চহাঁতে মোৰ শৰ মূৰক উঠিলেপে,—"উলু আৰাৰ বেশ আমাৰে ছোৱালী বিধেই চপ-লীয়া গুটাও ৰবি নিহে, অৰ্থক জা'ন মাৰ বুলি ছোৱালী এৰি গুচা আছে। এই অসামান অকল ছোৱালীৰ মন, মই আমাৰ গোট্টেই বেশৰ কাৰু জাতিব।" —ততালিকে সিহঁতৰ গাৰীলৈ গৈ, প্ৰত্যেক মটা মাহুৰকে গোলাই-পগত বি মাতেগা যে ছোৱালী একবাৰি আনিবি মাৰিব; জা'ন গ'লে মই সকলোকে জা'তত তুলি নিম। মোক-ধৰ্মা গাৰিলে সকলো লোম মই নম।

মোৰ গোপী-শিপত শুনি মটা মাহুৰকোৰ গিবলনি মাৰি হাতে হাতে চোকেচোন দৈওলাই আহিল। ততালিকে পৰেৰ মৈমনসিঁড়ীয়াক পিচি তাক কৰি ছোৱালী কাৰি আনা হ'ল।

দহদিনমানৰ পাছত পুৰিহে শামাৰ আৰ্জিবিলাককে হাত কেৰোয়া মাৰি নিলেহি। মোকৰ্ছমা হল। মোক-ধৰ্মাত সকলো সজা কথা টৈ মোৰ নিজৰ ওপৰত সকলো লোৰ পা-পাতি লো। বিচাৰকে সকলোকে পাছাছ-পি, মোক নমাহালৈ আৰু গাৰীৰ পাচোটা ভেঙা লৰাক ওমাৰ-ওমাৰলৈ মিথাদ বিলে। তেতিয়া ডোণা লৰা-কেটাই বৰকে কান্দিবলৈ দৰাত মই মাথোন কলে,—"স্বহিত চুৰ কাৰ ফৰুটক খোৱা নাই। নিজৰ বেশৰ আৰু জা'ত মানকো কৰি, ছোৱালী-টোৰ মৈমন-সিঁড়ীয়াক শিক্ষা দিয়া হ'ল। সিহঁতে বুদ্ধক, অসামান্য ছোৱালীক হাত দিলে সিহঁতকু স্নানলৈ টাটনি। তেতিয়া আৰু সিহঁতে এনে বুদ্ধকাম কৰিবনে সাত কৰিহে মোৱা-টো মৈমনসিঁড়ীয়াই ককাই ৰাৰপৰাৰা ধৰি নিলে। ছোৱালী একবাৰলৈ গাৰীৰ মাহুৰকোৰ বেদি টৈ সিঁহতৰ খৰ পোহাত মৈমনসিঁড়ীয়াই, চুয়া-চৰিয়া গাম চাটিলৈলৈ ধৰি আছিল, আৰু জা'ন মাৰ বুলি আমাৰ আটাইবোৰ বহুত পৰাই পৰহা হিলে।

সেই মতেকতে বৰসি হৈ তোমালোকৰ জিলাত আৰ্জিলোত। আজি খালাছ পাইছো;—এতিয়া তুমিহা? "

শ্ৰীমকুলচন্দ্ৰ কুমাৰ

শেষ সমিধান

✓ মগিজো বিদায় সখা! দিয়া সমিধান।
আজি কি নীরব হুবে
প্রাণ মতলীয়া কবে।

আপোন পাঠবি আজি আপোনাত্রে ভুল;
নজন্য বিবর্তে আজি পবান আকুল।
বিদ্যানেকি দয়া কবি শেষ প্রতিদান!

আজি কি প্রাণত খেলে নব অভিনয়!
চিৎপরিচিত তুমি মোর,
তিয়া মোর স্তোমাবেই পূব;
তেও হেন তুমি আজি মিচিনা নকন,
মধু হুস্তায় হেন ধাবকবি খমা!
ঝগিণী দিয়ার হেন সব পালে লয়।

আজি কি ফলিত কোনো দহ-অস্তিত্বাপ।
উন্নত নয়ন সুবি
অধোমুখে থল পবি,
বাৰকো নোহাবা হোলা তাব সোবফালে;
চকুৰ পশত আজি কোনো হবি নিলে।
অস্তরত আজি তব বিদায় চাপ।

আজি কি বিহুসী খেলে অস্তরত মোর।
কিকিভো কি তুমি সখা,
দিয়াত পাইছা দেখা
অস্তরত বাজে কেনে বিবক-বাগিনী?
ভনিছে পবানে আজি কি বিচ্ছেদ-বাদী!
কিহর ভাগত আজি মন তবপূব!

✓ কি বুজিবা তুমি মোর চরম বেদনা!
ভাৰাবে ওপচা দিয়া—
তাভো জাযা নাইকিয়া;
কব বে নোবাবো আজি একাধাবো কথা,
কম বুলি হোবা কথা অমুত্বেবে নীবা।
কোন অদবীৰী আৰি দিবে ই বাতনা!

✓ পৰিম তথাপি আজি আধাছুটা ছুবে,
বহিও অপূৰ্ণ হেথ,
নোহাবিম ভাতি কন;
তথাপি জন্ম আজি মোৰ সমিধান—
“অস্তরত তুমি সখা পাইছিলি স্থান”;
সেইহে পবান আজি বিচ্ছেদত গোবে।

✓ স্তোমাব সজ্জাত সখী ছনিটি স্তোমাব
চুৰ কবি অস্তরত
পূৰ্বা দিহতা অস্তরত;
কবনো নোহাবে কিয় স্তোমাক সতিলে,
চুৰ কবি তুমিহনি পোষত থাকিলে,
স্তোমাব পূজাত কিয় কবি লতা সাৰ।

✓ আজি মই নিহালাৰ সপোন-বাক্যত;
স্তোমাব জগাক ভাৰি
স্তোমাবে অস্তিত্বা ছনি;
স্তোমাব কপাক আজি শ্ৰেবা; অস্তরত,
কোরল স্তোমাবে জাজ মজ্জিত মন।
জবিভো কি তা'ৰ মোর নিলাই দেহত।

✓ সিঁদাৰা সখা বিদায় শেষ মুহূৰ্ত্তত;—
তোমবোনে মোর ধৰে
তিয়া বিয়ত্ব কবে,
তুহুগ সংগ্ৰহ কবি দিয়ার মাজত
খটকি-বাগু কবে নকন্য হুৰত;
কান্দেনে বোমাবো প্রাণ মোর বিচ্ছেদত!

✓ দিয়া সখা দিয়া মোক শেষ সমিধান—
অথবা বেদনা জবে
মোর ধৰণ পালে,
সেইহে নিমাত হ'ল দেখি সপুৰত?
বগত উপচি পূব নীর নয়নত
কোথা বুলি সবকমে বুলিলা নমন।

✓ ব'দি সখা সঁচা হ'ব মোৰ অনুমান,
ক'বিছো কাবট হেবা,
সকেত জীৱত কবা;
ভাতি কৈ দিগা মোক অস্তৰেলি ভয়,
শেষ মুহূৰ্ত্তত মই কৰো অহমন;
ভাৰি যক অস্তৰ হুস্তিয়া নহান।

✓ নিপাৰা কামনি সখা আৰু জীৱনত;
নীৰাত থাকিম সচি
নীৰাত থাকিম বচি;
সজ্জাত কৰিম পূৰ্বা স্তোমাব কচিটি,
যক সিন প্ৰাণে মোৰ নেপহবে স্তুতি;
পোতা মাথা সখা মই হাবো চৰণত।

✓ ব'দিহে মোবাবে মনে কুমিও সাকল,
যদিহে স্তোমাবে দিগা
একেদৰে মতলীয়া,
পালা আজি তুমি সখা মোবেই অস্তরত,
—দিয়াৰ বাগিনী আজি এতে হুবে পৰি;
ভাগা ভেঙে ক'ই মোৰ ভুল।

✓ দ্বাৰী ভেঙে হেপাহেৰে কৰো আকিছন,
পহান অংগে ভবি
ভিত্তিত সাৰটি ধবি
অপান-পদান বহো চিয়ার বাগিনী;
সি বাৰী শিৰ'প হাওক বিগত্ব ভিনি।
হ'ক উকনে আজি মৰণ-শিলন।

✓ আজি এই বিদায়ৰ শেষ সময়ক,
প্ৰণৱ স্থাপিত হ'ক
বিদায় জীৱত হ'ক
পাট চুটোজনে আঁঠী মিলন-বাগিনী;
বিশ্বত স্থিৰ'প হ'ক সি স্তবৰ ধৰনি।
হওক মুগ্ধ বিদায় নব পৰণত।

✓ আজি দিয়: সখা দিগা মাথো' শেষ সমিধান।
নীৰলে থাকিম সচি
যতক বেদনা সচি,
অকুল সপ্নতি বুলি স্তুতি চেং-মত;
স্তোমাবেই দান হ'ক অতি মন্তব;
দিগা মাথো' দলু কবি যে প্রতিদান।
শ্ৰী-ত্ৰৈলোক্য

কাঁহুদী আৰু খাবলি

বগাছা গাছিয়ে শ্ৰুতাৰ কৰা নম্বেকপৰেজন হেনা
মৰিবা। হেনো বুগিছো এইদেখি যে কোন মৰিবা াৰ
টিকনা নকবিহেট এই বাউচি। আনি বওঁ নন্দুকাংচেট
নম্বেকপৰেজন হলে মৰা নাই; কাৰণ সি মৰিব নোহোব,
অমৰ। ভবি পিগা অযোগ্য সত্যভাৱী নন্দুকাংপৰেট
মৰিগ হত; কিন্তু সখা মৰে কেনেক? ধৰ্ম্মস্বষ্টৰ বিনাশ
হব পাৰে; কিন্তু ধৰ্ম্ম বি-প কত? নন্দুকাংপৰেজন
কি বস্ত; তাৰ পত্ৰত মৰ্ত্ত কি, সেইটো হুস্তাব বা বুজিব
কমতা নন্দুকাংকাৰ আৰু নন্দুকাংপৰেজন ব্ৰত পালি
নোহোৱাৰ সুখৰ চে এই বাউচি। ইতি দিক্ৰিতার্থ।

বাক্যনীতি-কেএত কাৰ্য্যসিদ্ধিৰ নিমিত্তে নন্দুকাংপৰেজন
কৰ্ম্মাৎ অসংযোগ কাৰ্য্যসিদ্ধি। কিন্তু আছতে এই
লাগতিহাল ষাটো পাপতিয়াৰে লগুৰা-গিটোহে। য'ই
বঙটো বেছে মন্থায় তেৰাৰই অধোগতি প্ৰাপ্ত হোৱা
গাভিক মন্থায় প্ৰধান কৰি ওপৰলৈ তোলা কাৰ্য্য।
শাদনকৰ্ত্তব্যকলৰ শাদন-মন্ত্ৰ বিনাশেই নন্দুকাংপৰেজন
ষাট উৎকল মন্ত্ৰ, পলটান আত্মাক বলন্ত কৰি-থিৰ
কবাটোহে ষাট উৎকল। লুকট' জ'ম পৰি থকা জাম্বা-
দমতাক মন স্ৰুটি-জিব ভবিৰ ওপৰত বিহু-কথাই-বুজ
আপোৱা তলত অৰাৰ মুক্তি শান্ত কৰাই তাৰ প্ৰধান

কাৰী। তাৰ শিলা ঘাইকৈ এটেকৈটো—আজৰ, বিচাৰ, মন, কৃপণ ভয়ানকতা; চিন্তা, হাৰা মনত অস্বাভাৱিতা জৰ্খাৎ এহাতীয়া ভাব; পৰমত মহিছতা আৰু পৰমতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা; ছুৰ-কষ্ট অকাতৰে সতিৰ গৰা কমতাৰ বিকাশ; সত্যৰ প্ৰতি একনিষ্ঠতা; সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰতি ঘাইকৈ দীন-দুখী মৰিভব প্ৰতি, অকল মুখেহেই নহয়, কাৰোৰ সৰ্বতোভাবে স্যাভুক্তি, আনৰ প্ৰতি বাহাৰতাও, জানকি, সত্যক অধিগম্য তাৰ আৰু আচৰণ, ইত্যাদি। এই ননকোঅপবেশন অতি গুৰু, অতি মহান। এনে গুৰু আৰু মহান অস্ত্ৰা লাভিব উপায় আৰু বাহাৰ, মহান্ন, গান্ধি ননকোঅপবেশন দেশৰ সবভাগ মাহুৰ এই শিক্ষাত নীতিত থলে দেশৰ দাম-দুখণ কাপোন-আপুনি স্তম্ভক পৰিব; আৰু সেই মুক্তি সেই যথাৰা চিন্তাৰী হব। এই বাহাৰ শাৰ্লফননী অৰ্থাৎ জগতৰ সকলো মাহুৰ নিমিত্তে। বৰ্তমান যুগোপীয়া জাতিসকলো স্বাধীনতা প্ৰকৃত স্বাধীনতা নহয়। √নিব্যৱহট সূত্ৰি ভূখীয়া আৰু চৰ্ছলৰ প্ৰতি অত্যাচাৰৰ ওপত প্ৰতিষ্ঠিত এম্ব্ৰি ধনী আৰু প্ৰেচলৰ "স্বাধীনতা"ক স্বাধীনতা বুলিব নোৱাৰিব। সেইটো স্বাধীনতাৰ নামত চলা ভীষণ অস্বীয়াত মাত্ৰ, সত্যতা নামত চলা বীজ, অস্বাভাৱা মাথোন। প্ৰেৰণ জাহিৰে ধন, বেশ, বাৰ্য আৰু কমতাৰ সোভত চৰ্ছল দেশ আৰু জাতিক গৰাহ মৰাটো এই বিকৃত "স্বাধীনতা" আৰু এটা লক্ষণ। এনে "স্বাধীনতা"ত ধ্ৰুৱৰ বাজাত শান্তি থাকিব নোৱাৰে। চিৰকাল অজাৰ অত্যাচাৰৰ সোঁত পৃথিবীত প্ৰবলভাৱে বশি থকাৰ দিহাৰ এনে স্বাধীনতাৰ ফল। মহায়াৰ বাহাৰা দেইদেখি শাৰ্লফননী বাহাৰা; সমুত পৃথিবীৰ নিমিত্তে অশাণকৰ বাহাৰা; আৰু সেই বাবেই এই কথাৰ আছল মৰ্ম পুজোতাসকলে মহাত্মক বৰ্তমান কালত জগতত সৰ্বপ্ৰশ্ৰু মতৰ বাক্তি যোগে।

হব পাৰে মহাত্মাৰ বাহাৰামতে আমাৰ মাহুৰ মচ-লিঙ্গ; গিতাগৰাধীৰাশ্বলৈ খিতাপ মেৰিণে; উকিল বেৰি-টবসকলে স্তম্ভাণতী পেমিষ্টৰি মেৰিণে;—কিছামানে এৰি জাকৌ বখিলে; বুল-কশেণৰ ছাতৰে বুল-কশেণ মেৰিণে,

বা এৰি পুনৰ ধৰিণে; থদৰ পিছোতাৰি থদৰ এৰি আকৌ বিদেশী মিৰি কাপোৰেৰে গা বিড়্বিথিত কৰিলে; কিছ এনে কথা কোনোবাই বুকত হাত দিব কৰ পাৰিব নে, বে আছিব সেই উকিল, বেৰিষ্টৰ, ছাতৰৰ মনৰ গতি মহাত্মাৰ প্ৰচা-বিত ননকোঅপবেশনৰ আগৰ কালৰ পৰাহে আছে। ননকোঅপবেশন নৈব "শান্ত, চিনামল, গুছ, অস্থ মহিমাধিত নিৰ্ঘল 'তৰলচয়নী' বলত "জান মান আৰু আচমন কৰি" পৃথিবীৰ মূৰুৰ বাকাৰ ফালে গামি বে-লোকৰ মনৰ ধাৰ্টি আৰু গতি চেহাৰা নাইনে? আপোৱে বেমেইক তেওঁলোকে বিদেশী কাপোৰ বিদেশী চে-কোট টাই পিন্ধি নিম্বক শোৰাবাথত বিয়েচনা কৰি আস্থপ্ৰপাৰ পাচ কৰিছিল, আৰু তেনেকুৱা আস্থপ্ৰপাৰ তেওঁলোকে মনৰ অস্থৰত প্ৰবেশত লাভ কৰেনে? আমি নিম্বক, কেতিয়াও কেতিয়াও নহবনে। ননকোঅপবেশনৰ ওপতৰ তেওঁলোকে বন নোৱাৰি ছৰিব হু, কিছ বেইটো তেওঁ লোকৰ চৰ্ছলতা মাথোন, ননকোঅপবেশনৰ লেখ নহয়। প্ৰকৃত মুখাৰি তেওঁলোকে স্বাধীনতা কিম্বিৰ নোথাৰিলে, এই মাথোন; কিছ স্বাধীনতাৰ কিহিব ননকোঅপবেশনৰ চে আপোৱে দি আৰিল, এতিয়াও সেয়ে আছে। গ্ৰ-মতে হবাই থিয় ৰিংলৈ চেটা কৰি অকেকাৰ পৰাব ধৰে এটোটাৰ এটা পৰা মাথোন; এগাৰ পৰাতে ভয় বাই হায়ত থিত কৰাটো ঠিক কথা নহয়। বোলো এৰি দিয়া, অকৌ পৰিবলৈ এৰি দিয়া; ভয় নাই, এদিন এই লৰা থিয় হবই, আৰু তাৰ পিছত এই লৰাই কৰি বদমাট দুনি কুপাই ছুৰিবেই নিশৰ।

আমাৰ চৰ্ছলতাৰি যে বিদেশী শাসন-হুৰব বগ এটো বুজা টান কথা নহয়। আমাৰ এই চৰ্ছলত ওচলেই আমাৰ স্বাৰাণকাত। কিছ বাহিবৰ চোকা-চেছাৰে নহয়, নিম্বৰ ভিতৰৰ প্ৰদীপ শক্তিব এটি চৰ্ছলতা বিনাশ কৰিব লাগিব, তেহে প্ৰকৃত মুক্তি। মহাত্মাৰ দৰবৰ বাহাৰ-প্ৰাণৰ উদ্ভৱই এই। ধোৰোকা ৰোগীকো শাসিব দৰৰ থাব নোথাৰে; পুৰাংলৈ গলে দৰব আৰু দৰবাৰিততা বেদক কোনো কাৰ্য নহয় বুলি গালি পাৰ উবাই থিয়ে;

কাৰোৰ এতিয়া সেয়ে হৈছে। ঘাইকৈ দিকেকটো কম্বাৰ বহুৰে ৰামাক শোৰা-পেৰুৰা কৰিছে, সেই কাচটো অগ্ৰা বহুৰক তেওঁ আমাৰ মুখৰ অগ্ৰাণৰা উত্ৰাৰাঠেনে কহিল; কিছ অমি ছুস্তমিলো, কাৰণ আমি থেৰ-কণীয়া বে; আমি ছুৰিকৈ বা মন-গাৰি কৰি বা কামি-কটি তেতে-মটো, পুৰাখৰিটা আৰু পুইত-হাত ৰমৈ; কাৰণ সম্ৰাতি য় সি য় কটক।

ননকোঅপবেশনে নিম্বৰ বেশক ভাল পাঠেন শিগাৰ, কিছ সোচক অৰ্থাৎ বিদেশীক থিব কৰিবলৈ নহয়। মুক্তি থব পৰিব বস্ত, হিঙ্গা, বেৰ, আৰু চুৰাব কভুবে সেই বস্ত কিম্বিলৈ শোৰা নাযায়। অমল-বজাৰত মুক্তি-মহা-গোৰা আছে, জক্তি, প্ৰেয়, মংগা, বাৰ্ধতাগা আৰু পৰ-সেহাৰ বিত হিহে তাৰ কিম্বি অমৰ বে মুক্তি-হুৰ লভিব পাৰি।

অহিংসা (nonviolence) চৰ্ছল কপুৰুবা গা ঢকা বাক্ত (shield) নহয়, সি অস্যাৰ-অত্যাচাৰৰ বিবন্ধে মলৰ নায আৰু সত্যৰ বহণেৰে স্বাধীন প্ৰবল প্ৰতি-বেধ। ঢকাৰে ঢকা হুটোৱা, চৰবেৰে চৰব স্তমি দিয়া, গোৰেৰে ধোৰৰ ধাৰ মৰাটুকৈ ট অনেক গুৰু থাপিব নহয়। এনোৰেৰ স্তমিৰ ওপতৰ উঠি মূৰ জিলাই বৃষ্টি কামাই থিয় হব পৰাটোৰে পুৰ্ণৰূপে বিকসিত মহাত্ম্যৰ কাৰ। আৰু চেটাৰী, মৰায়াৰ এই বাহাৰ অস্যাৰা মাথোনে মৰ। পজাৰে মদিয়াল অকালীসকলৰ ফালে চেটাৰী, তেওঁলোকে এই শিক্ষা কাৰ্ণাত পৰিণত কৰি সকলোকে ধোৰালে। বজুপাত কৰি মুক্তিলাভ, প্ৰকৃত মুক্তিলাভ নহয়; সি ধোৰামৰা ছমিটীয়া বস্ত মাথোন।

পৰাথালেকী মঠে নিজে হুতা কাটি কাপোৰ থৈ কাপোৰ পিন্ধিলৈ দেশৰ জুবোৰ উতাৰমবেৰে ধোৰাটৈ আৰু কাৰোৰে শিকটি দাসতৰ পাশ-চৰী কটাৰাৰ বাহাৰা যে কি উক্তম, তাক হুতুতা লোক থুব বম। এতোক এই বিহুৰ বাহাৰাকৈ কোৱাৰ সকাম নেথোৰে।

আনপিনে তিনি চাৰি বছৰ আগেয়ে থাঘৰ বেছি প্ৰচলনত বিনাটী স্তাৰীসকলৰ দি সকলোই বিনাটী গৰ্ব-মেৰেৰ বৰণ)। অতৰ উপস্থিত যে হৈছিল, সেয়ে ৰাজ-নৈতিক তাপমান হুৰ টেন; আৰু সেয়েই প্ৰমাণ কৰে যে এই বাহাৰা সেই হিছাপেণে কেনে কাৰ্যকৰী।

"পত্ৰিকা"টৈ ধোৰুবাটো, পৃথিবীৰ ভিতৰত তাৰতৰ অস্ত্ৰা হুতা

এশৰ ভিতৰত ইংলণ্ডত দেখা-পটা ৰনা	২০.৫
আপানত	২৭.৮
আমেৰিকাৰ যুক্তৰাজ্যত	২৫.৪
ভাৰতবৰ্ষত	৫.২
ইংলণ্ডত জম	২২.২
আমেৰিকাৰ যুক্তৰাজ্যত	২৪.৪
আপানত	২৪.১
ভাৰতত	৩.২
ইংলণ্ডত মুচা	২.৮
আমেৰিকাৰ যুক্তৰাজ্যত	৮.৮
আপানত	১৫.৩
ভাৰতত	৩.৫
ইংলণ্ডত শৈশৱত	৬৬.২
আমেৰিকাৰ যুক্তৰাজ্যত	৬৪
আপানত	১.৫
ভাৰতত	২.৫
ইংলণ্ডত দীৰ্ঘজীৱন	৫.০
আমেৰিকাৰ যুক্তৰাজ্যত	৫.৬
আপানত	৪.৭
ভাৰতত	২.২
ইংলণ্ডত প্ৰতিজনৰ ধন	৩৫.০
আমেৰিকাৰ যুক্তৰাজ্যত	৬৪.০
আপানত	২৬.০
ভাৰতত	২.৫
ইংলণ্ডৰ প্ৰতিজনৰ দৈনিক আয়	৬৭.৭
আমেৰিকাৰ যুক্তৰাজ্যত	১৪০.০

“আপাতত
ভা.তত

বন্ধা কবি হাচিছে বুঝি লাগে। এনে লুপ্ত আমার
কর্তা (যদি হেঁচ) চেতনাই মবিগল কবাহেঁতেনেই ভাল
আছল।

১ম বছর কাতিব “চেতনা”ই “বীণার প্রতি
কৃতজ্ঞতা” প্রকাশ” বৃণি এটা প্রবন্ধ উল্লাস ছে।
প্রবন্ধটোব আশ্রুটো কি তপতে তপতে আমি বুঝব
নোবাবলোই; কাবণ লোকস কথা, যাঠেঁক ডাঠে বাবাবিব
ভিত্তবর স্থাণী শোহা কপাব মর্মে বুঝাও কাণাব সগায়
পলম লাগে- দখিঁে।

চেতনাই চেতনার প্রতি আমার মনঃ ভাব আক
শব্দগাব বিঘর কিবাকিবি কেই-পাও বিং কবিচে যেন
সেখিঁছে। চেতনা আদি সন্য এনে ওন শাবি
কামমায় মতেকীয় ককত বৃণি গাবি পৃষ্টি আনন্দ পাই
আছিহে। অবশ্যে হব পাবে, আমার দেই ভাব বিটাইক
বীণার পাতত শব্দিগকে একাণ হোবা নাই। আমি
কলিকতা এবিবেপবা বীণায় সম্পাদন কাগাত আগবরবে
মব দিব পবা নাই। আমি। বন্ধ হুদব আক হিঁইম্বা-
সম্পন্ন বহুত হে বীণার এইভাণ্যাক-নিজ গোবর

মুঠতে মাখনে ইয়াকে কঠ বে চেতনাই আমার
বিঘে হুনা করা টিক নঃ। আমি আমার নিজর ভা
বতে বেঝাব লাগতে, যে আমি এই বেলি ভট্টাভিমাণে
এনে কিবা আগবু শব্দে সসতর্কভাবে চলিঁহে। যে
বাচ চৌহুই শক ১১৭ পাকএব শ্রদ্ধা-মাখনতো উঠেঁক
কবিগণবা নাহেঁই, ববাঃ অজ্ঞাতসাবে তেওঁলোকক মনকঠিঁহে
বিহেঁ।

যিঁহে প্রবন্ধ চেতনাও গুলোবাব শিল্পতো বীণার
ওলাগাব কথা চেতনাই কেঁহে হাব উত্তরত কর—
ভাদ্রি মনঃ চেতনা বলাইছে কবিক্তি মঃত, শক
যেঁহা দেই সংখ্যা চেতনা আমার চকুত পখিঁছে তাব
কাগতে আমার কাতিব সংখ্যা “বীণা”র কাম সংখ্যা
খিনি শেষ হৈ য়েছে। লিখকে ছুই ঠাইতে একটা
প্রবন্ধক এইবাবে নিবিয়া হলে এনে হবটো নাগায়।
শ্রীশ্রীমায় বেঝাবনঃ

প্রথমিক সন্ধ্যাসী

২৭

প্রাণী প্লেমেন্ট

এদিন গুণি কেখেখিঁহে ইয়াব-নিবরকৈ হবি বুঝিবে।
চেতনাই পাও-অপহোঃ কাভবি নাই। আন মেলাগে,
কথা একাঝকে কব নোঃখাঃ; সম নাই। মার্গেবেটব এটি
সেহ-বৃত্ত মূদ্র লস উপজিঁছে—কেখেখিঁহে পাও কখনে
তেওঁর চিরা এনে কটি সাততঃ যেন ঘাণিঁত, সেই
নিমিত্তে কেখেখিঁহে পাও তত নাই।

মার্গেবেটে প্লেম-মুঃওঃ কেচুকা জেঝাওঁক চুকা
দি চকুগো টুকি টুকি কৈছে, “মাঃ। প্রাণব কোঃ
দি এই সময়ত আগত থাকিলহেঁতে। মেঃ হুদব

হিনত তেওঁ আঁতরত পকাত বেঁছ আক্ষেপ নাছিল, কিং
আতি এই যুবর ভাণ পঃলকোবে তেওঁ নাই। প্রাণব
প্রিয়ঃ জেঝাওঁ। জেঝাওঁ। আঁঠা তুমিএবাব। জেঝাওঁ,
জেঝাওঁ। মার্গেবেটে জেঝাওঁক আকোবানি দবর বৃণি
হায় তখন মেলি নিলে, এনেতঃ কেখেখিঁহে ভিতর
সোমাগতি। মার্গেবেটে উদপ খাই উঠি ছবিঁহে, “মাঃব,
কলিমাগন ?”

কেখেখিঁহে আচরিত। সুমিঃ—নাই, কি তুমিলা’
‘মই জেঝাওঁ, জেঝাওঁ বৃণি কিকিবলো; কিং আতঃহাই—

‘অবশ্যে হোমাব চিকর মই শুনিছো।’
‘হেঃ মাঃব, তেওঁ মোক এতি হাই “মার্গেবেটে” বৃণি
উঠা বিলে।’

‘গা গোবাকালি তুমি কথা হব পাবে কখনে ?
‘মঃ মঃব, যোবি শব্দত; এই সোণমুঃ সুখনিং
বেঁধেঁগে নাগায় মই সড়াইকে শুনিছো—“মার্গেবেটে”।
‘জই উত্তর মাখোবন যেন মঃত নাগায়লি কিবা যেন
পিলতঃ শাক্ৰমক শটনাত পবি প্রিঃ জেঝাওঁ মোক
মতিছে।’

হয়ে নীবর। সেই বাহিঃতে জেঝাওঁ “মার্গেবেটে”
বৃণি টাইবব কঠাই পানীত বুঝি দিলে।

ছিননা বাতিগাঃ জেঝাওঁ ডঃনিগানু গিঁজা
এটা অকলে পবি আছো। কেগ অলপু আঁতরত এনে
সীকর ভ্রাংবে বাইবেলব মঃমঃঃ জুপি বতি আছো।
জেঝাওঁ একোবাবে তেওঁর ফালে চকু মেলি চায় আক
কানু শাতি কিবা শুনে; একোবাবে ব চকুমলি কিবাকিবি
দায়ে। জাঃগাবনে হঠাৎ উঠি গলে, “বেলি হলে;
‘গুঃ আঁতঃ কবিবই সময় হৈছে। বাইবে একিভা’।
জেঝাওঁ চকুগাট উঠি কলে—‘মাঃবাবে বেঝোম!
মোক অকল এবি কইল দঃব ? মোক ইয়াইল কোন
আমিগল ?’

মাঃবাবে জেঝোম উত্তর দিলে, ‘জেঝাওঁ, সঃলঃ
মাঃকুঃ লীকব ইজা। তোমাঃকো তেওঁই উঠাইল কুনিছে।
‘তুমি উঁতবর বন্ধ করহেলা না দিলগাট পেলালা, কিং
ইবাবে কমা কবি সেই মন আকো তোমাঃকে কর্পিল।
‘হাব ভাণি চোবা; তুমি সংসারব অঃশঃযুক্ত। এতিয়া
ধর্মনিঃ মিঃক্টাল হোবা। গিঃক্টি কৌবর শক্তি।
‘মিঃক্টি আতঃব শক্তি। শক্তি, শক্তি, শক্তি।’

মাঃবাবে জেঝোম কলাই গল। জেঝাওঁ সেই
‘মিঃ শনি ভাবি ওজ্ঞাভিত্তঃ হল। কিছু সময় পঃতঃ
জেঝাওঁ চকু মেলি দেখে যে এনে সাধাবন মঃতঃ
তেওঁর সেবাঃশ্রদ্ধা কবিছে। মাঃহুঃজনে হুঃবিলে, ‘গা
এতিয়া কেনে পাটহে ?’

‘কিঃনক চকুর্কল।’ জেঝাওঁ মাঃহুঃজনে কলে-কঃলাগি
চামটলে দখিলে। তেওঁ হাক হুঃবিলে, ‘বন্ধ, তোমাঃক
মই কববাত দেখা যেন পাওঁ।’ মাঃহুঃজনে কলে, ‘চিঃ-
নব জেঝাওঁ। টাইববর পাবর কথা মনত পবনে ? হুঃ
তোমাঃক বন্ধা কবিহে।’

জেঝাওঁ লাজতে হঃলমুঃ কবিলে। পিঃ হুঃহুঃতে
বঃতঃ ‘কৈ—‘নি ? এনে সামঃঃ নবশাকঃব হাঃতঃ
মোঃ কৌমঃ বন্ধা পবিছে। তুমি কোনে ?’

‘চিঃনব জেঝাওঁ। কমা কবিবা। তুমি মিঃনী বোঃশন
মঃলিকঃ সাঃববলবা উঃঝাব কবিছিল, সেট টেঃবঃঃব
মই মিঃবিলে। তাই মোক তোমাব আঃ মার্গেবেটেব
সঃগুঃ কথা আঃিঃপাঃি কৈছে। বিঃজঃ ‘মিঃ’ বে
বেঃঝোব কৌমঃমঃতঃ, মার্গেবেটব প্রাঃলঃশব সেই মঃঃ।
হুঃতঃ কোঃকি, মই জনা নাচিলে—চিনা নাচিলো। তাতে
আনোঃ বাতিব হবা। তুমি যেতিয়া ‘মার্গেবেটে’ বৃণি
চিকর দাব, তেতিয়া মোঃ সঃগোম ভাণিল। মোঃ গা
শিঃবি উঠিলো। তুমিইই যে জেঝাওঁ, মেঃ আক বাঃবঃলে
দাবী নাখাকিল। তেতিয়া মোঃ মোঃ বাঃ তত
নোঃহোঃ হলে; মঃগো লঃগে লঃগে আঁপ বিলে।’

জেঝাওঁ—তাব শিঃছত ?
‘টাইববর কঠাই পানীঃ ককঃকুঃকঃ তঃমঃ। বুদ্ধ
কবি কোনোমঃতে তোমাঃক পঃতঃ তুলিঃগে। কিং তোমাঃব
পাঃ তত নোঃহোঃ হইছিল; সেট পানীঃবে ওঃকনি সঃকিছিল।
কোনো উপায় মেঃখি ভাবিঃল, এওঁক হঃলে ষঃঃ;
টেঃঝোঃই হোবাঃশ্রদ্ধাঃ কবি ভাণ কবিব, আক পেঃতঃ
চিঃি পালে নইঃ আনন্দ লভিব। কিং মোঃ সুকলো
হেঁটো, সঃলঃে বঃলনা, কখনে গল। বাঃটঃ এনে ভাঃমঃ-
কঃঃ ভ্রাংগাবে লঃব পাউ কি হইছিল, কি নইঃছিল, তুমি-
পুঃটি সঃকঃলঃনিঃ সাঃজোঃপাঃঃ আণিলে। তেওঁ কলে—
‘তেওঁ তোমাঃক চিঃনি পায়; তেওঁ হোমো ভাঃগাব এনে
বদ্ধ। তেওঁ আকো কলে বেলে তেওঁঃশেঃকঃ কটিপিঃ-
না’ আছো; তাই তোমাঃক বাণিঃব বিশেঃ হুঃবিদাঃ
হব। সেইবাবে তোমাঃক এই কঃখিঃশ্রমঃতঃ ববা
হৈছে।’

কথা শেষ করি মাছহরনে কোবার্ডর ফালে ব লাগি চাকল ধরিলে। কিন্তু কোবার্ডে কোনো উত্তর নিগিলে।
 গি কোবার্ডর মনর জাব সুকি কলে, "বিদায়, ছিগনর কোবার্ড! তুমি টোপনি যোরা; মই এতিয়া বাওঁহে।"

মাছহরন হাতত-শাবর ভবিত-সাবর ওশাই ভটি গল।
 কোবার্ডর মনত নানা ভাবর উদয় হল। তেওঁর মনত সংসার অসার যেন লাগিল। সেই সংসারর কথা মনত পবিল, সুখিই অসুখর যেন লাগিল। মার্গেইহেই এপ্রি মনর-বেথা লোপ পালে; তাইহিলে, "এইসো! মনত মায়র বাক্তান। ভি: ভি:!" আকৌ নিজে নিজে কৈ কৈ উঠিল, "এমন নরনার্থ্যকারী হাতত যোব গল বলা! ইও ঈশ্বরর ইচ্ছা নহয় নে? কাহা! গির্জাকৈ মই অরহোলা করিছো—সেইহেট্টে এট গতি। প্রায়শ্চিত্ত। বাক!"

কোবার্ডর নাম অণ কবিম বুলি চেষ্টা করিলে, কিন্তু গোটাখিলে। নিজে নিজে আকৌ করলে ধরিলে,—উঃ! নরহেতত তল গলো। খোব পাগী মই। প্রভু, কনা কবা—জানহীন সুর্যধরক!"

কোবার্ডে ভাবনা-সংসারত পরি কক্বক্ব করিবলৈ ধরিলে। এনে সাহসে গির্জাকৈ গমন হুবেব গোরা মুমুধুর অহনিত গীত এটি তেওঁর কাণত পবিগরি। তেওঁ হেঁদেগিগিত কাণ পাতি একাধরিতে গীত শুনিবলৈ ধরিলে। কোবার্ড সেই গীত শুনি মুগ হল; শুই থাকি নোটারি উঠি গহিল, আক ওটানন বর ভাগবত হুসুনিহাও কণ্ঠি নিজে নিজে কবলৈ ধরিলে,—

"নহয়, আক সময় নাই। গির্জাকৈ যোব শাক্ব,— গির্জাকৈ যোব সুকি!" এইবুলি কৈ তেওঁ হ হ কবি কাশিখলৈ ধরিলে—এনেতে ফালাব একেগেমে মাষ্ট বিহে—কোবার্ড!

কোবার্ডে চকু মেদি বেদে আগতে ফালাব একেগেমে মগুগমান। আচরিত। একেগেমে মনি তেওঁ ভবিত সাওট হারি ধরি কলে, "ওঁ ফালাব, তুমিরে মোক কাশিখ-গীত গিহেব হাতত গোরা শবীর কত-বিকত আশাভর

পবা মুক্ত করিছিল। আকিও তুমি মোক অসুখর বেদনাগরবা মুক্ত কবা।"

ফালাব একেগেমে হাতেইক কোবার্ডর মুনিতান্ত বটি তেওঁক নানা শাস্তিপূর্ণ কথাবো সাধনা দিলৈ ধরিলে। অগণ পিছতে তেওঁ কলে, "বৎস, কাহা তোমার কি কি পাণ-ভাগ, বোমাধোব আছে, সকলো যোব আগত বিবরি গোরা।"

কোবার্ডে বেরকবি কৈ উঠিল, "ফালাব, মই এট কাব কাশিখীত অনাধাসে কবিব পাবিগোহেতেন; কিন্তু তেহিমা মই একেপাষেই নিদেহৌ কাছিলো। মই এতিয়া যে মই খোব পাগী, মাব উজ্জাব নই; মই কোনে যোব দোষক কবিব নোহোরা।"
 একেগেমে—নহয় বৎস, তুমি সকলে দায়-সোহ দোষক কবিবই লাগিব। নরকবি নিস্তাব নই। বৎস, আমিগতো এগমহত নানাকষ দোষাশেষ, পাশাপের কবিছিলো। কিন্তু সকলো দোষক কবি প্রায়শ্চিত্ত হোই; সেই বাবে আজি এনেকুয়া দেখিখ।"

কোবার্ডে ফালাবর কনুততুলনা কথাবোবো তুমি তৎসংঘা তেওঁর ভবিত দীশল পবিল, আক এট—এটিকৈ সকলো যোব, পাণ হুই বি কবিহিল, আটাইহোব ভাটি পাতি কলে আক দীশন-দীশলকৈ তবুনিয়া কাটিব ধরিলে। ফালাবে কলে, "বাভা, তেহামা সোম বহুত, লোক-মোহো কম নহয়; ভয় নহ। বাব, হুই আশাব গুণক-ক শুনি-শুভি হোমাং প্রায়শ্চিত্তর বাহুত কবিম।"

ফালাব একেগেমে ওশাই গল। কোবার্ডে তাইহেই পরি থাকিল। কিন্তু তাইহি, মতি আচরিত। কোবার্ডে এতিয়া নিজে উপ-শুভি গাব ধরিলে; তেওঁ সিং-নেই গীত গায় দিহানেই ইচ্ছা ওয়, হোপাব নবগায়। তেওঁ পাবেমানে মনর হোপাব পলুইই ঈশ্বরর ওসবত কবগেই প্রার্থনা জনালে।

কোবার্ডর প্রায়শ্চিত্ত হল। কোবার্ডে প্রথম সপাত্ত কেবল ঈশ্বর প্রার্থনাত কটালে। তার কেধিনিমান পিছতে তেওঁ একন ছেই ডমিনিকান

ফালাব হল। কোবার্ডর সেই নিমবপরা সংসারব সকলো মরত সকলো খেই স্বীতর হল। সেই নিমবপরা তেওঁ কোবার্ড নাম এবি "ড্রাবার ক্রোমকট" নাম গলে।

(২৮)

যাজক

যুগেপত ডমিনিকান আক ফ্রান্সিয়ান নামেব ওগন ধর্ম-ভাওক আছিল। এসময়ত ডমিনিকানগেব সমগ্র যুগেপত বর প্রভাপশালী কৈ উঠিছিল। কিন্তু আজি কালি তেওঁলোকর সেই আধিপত্য নাই, ক্রমাগেবে যোগ পার ধরিত। ফ্রান্সিয়ানগেব তেওঁলোকর প্রধান শক্ত আছিল। মাছে লাচে ফ্রান্সিয়ানগেবে তেওঁলোগেব আধিপত্য কম যুগেপতপারি নির্মূল কবিলে। এনেক, ইংল্ডর নিচিনা এখন ধর্মর প্রধান ক্ষেত্রতো তেওঁলোকব আধিপত্য বিস্তার কবিলে। সেই নিমিত্তে বিদ্বান, জ্ঞানী, জন-জনা শোকসকলে যাতে ডমিনিকানগেবর আধিপত্য পুনর স্থাপিত হু, গুণ্ডরহ যাতে পুনর উজ্জাব হু, তাব বাবে বেহেতেতে কশেব মত কবিছিল। সেই উদ্দেশে যুগেপতে খোবাবী ডেকামোবক ধর্মযাজক হবর নিমিত্তে সংবেশা শিক্ষা-লীকা দিছিল।

কোবার্ডেইক সকবেপরা তেওঁর গতি-মতি ভাল যোগি গুট, বেবন, প্রকৃতিহে ধর্মযাজক হুগেবে পাবর নিমিত্তে চেষ্টা কবিছিল। সেই উদ্দেশে সাধনার্থেই মার্গেইট টো আইকর টার্গেবি নিচিনা সমাজ গার্ড এখন হ বসতি। সেই উদ্দেশেই বটার্কর বাজকু-বুয়ে কোবার্ডক আচিভতায়ে টার্গেইট প্রিভেইড অর্থাৎ যাজকর পদ অর্জন কবে। কিন্তু কোবার্ডে মাজতে জুল কবিলে হু, আকৌ থা পবিল। নিঃশ্বর ইচ্ছা কোনে গুণ্ডাব পাবে!

ড্রাবার ক্রোমকট সকলো ভাষাতে যুগেপতি আছিল। সেইনিমিত্তে টিক হল যে তেওঁ বোনাক কেল্ল কবি ইংল্ড আবি নানা ঠাই বসি হুবি। ফালাব হেগেমে আশাতি কবি প্রধান যাজক জনালে, "ক্রোমকট তেনেই সাপাষিক। তেওঁর মন-প্রাণ বিষয় অভিনায়েব পবিপূর্ণ। তেওঁ এতিয়াও সংসারভাগ্য কবিব পবা কোবা নাই। এংকে কবিহুন পবীকা কবি গোরা যাওক।"

কোয়ার্ডেইক নামেব আধিপত্য ফালাব একেগেমে ফালাব কোবার্ডেইক ববর পঠালে যে আতি সোনকালে ক্রোমকটক লগত বৈ কোবার্ড ইংল্ডলৈ যাব।

এই পবর ক্রোমকট জনালা হল। গিছবিদ্যাবন হুই ধর্মযাজকরূপে ইংল্ডলৈ বুলি বাওনা হল।

(২৯)

ধুগে-চুগে

কেচুয়া কোবার্ডেইক বরগ একছব। গি দিনে দিনে শবীকলা বচাব ধবে বাচিব ধরিলে। কোবার্ডেইক বেরগু-তুলা শোন যেন সুশধনি সেবি বজ্জ-বাহুত, ওজন-কুদুরা সকলো বিহোমিত হল। কেধেবিগর ভো কথাই নাই—কেধেবিগর আজি কালি হাঁহিলা যু। তেওঁ কেচুয়া কোবার্ডক মোলাত হুমাই কৈ চুলা গাই খাই খুবি হুবে। নিজর গিবিহেইক, লখ-ভায়াগী, গংখালিব কথা পাচরিহে।

টার্গেবিপরা বর কবি ববর আছিল—কেধেবিগ আতি সোনকালে যাব লাগে। ববর তুমি কেধেবিগর অন্তর ভাগি গল। ক্রোমকট এই সোণব ভোজন যেন মুখম এবি থে যাব, তাত্ত বা থে ক্রোমকট তেওঁ থাকি—অন্তর যে হেই-পুবি মরিব। গি তওক, তাই-চিত্তি টিক কবিলে, তেওঁ যেনে জেনে বাওঁট লাগিব, নগলে নহব। টার্গেইট শাখীট ডিভ্রাও আক কেধেগিছ হাট-কাপিয়া লগাইহে। সেই নিমিত্তে মার্গেইটক বসলৈ মাজি আনি সয়নাক ক্রোমকটক তিল-তাগি শালন-পালন কবিব লাগে, তি হলে কি কবিব বাগে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বকম সত্ৰপশে দি, কেচুয়া কোবার্ডক পাবেমানে কোপার পলুইই চুমা খাই, জাতি বেগা টার্গেইগি বুলি যোব ললে।

কেধেবিগ শুচি যোরাব পিছত মার্গেইটর কাম-কাজ হুগেবে বাটিল। যেতিয়া কেধেবিগ আছিল, তেতিয়া তেওঁ কেচুয়া কোবার্ডর ছি ববর নষ্টকিল; মতিহে ববর সকলো কাম-কাজ শেষ কবি, ততগরি সমস্ত গিখায়াব ছািওকণে, খুদুরী কাম কবিব লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া হেই ছািখা ভটিগ; কেচুয়া কোবার্ডক ববত বখাই এটা প্রধান কাম কৈ উঠিল। কেতিয়াবা বৃহ পিঠাবর কোলাত

কেচুৰা জেৰাৰ্ডক হুশাই দি মাটিনক কাশোংৰ বোজাটো
দি কাপোৰ খুবলৈ যায়, কেতিয়াবা মাটিনকে ঘৰত এৰি
যায়।

এনেটক কিছুদিন যোৱাৰ পিছত বুদ্ধ সৈনিক মাটি-
নৰ অৰ হ'ল আৰু সেই অংতে বেচোপাৰ সূত্ৰা হ'ল।
মাৰ্গেবেটে হ হ কৰি কান্দিছে, বেচবীৰ যে সংগ্ৰহ
এটি-এটাক জাহিৰি গ'ল। কিছুদিন বৰ বঠেৰে দিন
নিহাৰ পিছত গিটিক পিটাছ'ন নামেৰে ডেফালব এজন
মাৰ্গেবেটৰ সহায় হ'লি।

Handwritten signature: Handwritten name, possibly 'Handwritten name'.

জোৰিয়েন কেটেলক বৈশ্বিক জোৰিয়েন সীদাৰ মাৰ্গে-
বেটৰ ঘৰলৈ আঁহে আৰু কথা-বাৰ্ত্তা পাতি বহু সময়
কটায়হি। এদিন জুৰো কেচুৰা মেৰ জঁক লৈ দেমালি
ক'ব আছে, এনেতে এজন ডেনমাৰ্কৰ কাপোৰ বেপাৰীয়ে
খবৰ কলেহি যোলে তেওঁলোকে বোমত মিষ্টাৰ জেৰাৰ্ডক
সেথা নাপালে, আৰু মাজহোৱাক সোধাত কোনেও ক'ব
নোৱাৰো" বুলি ক'লে। এই খবৰ জনি মাৰ্গেবেটৰ অস্তৰ
ভাগি গ'ল। অহাৰ কথা সূঁতৰত থাকুক, ইমানদিনে
চিঠি এখনকে যে তেওঁ লিখা নাট। মাৰ্গেবেটে চকু-লো
টুকিৰ ধৰিলে, তাকে সেই কেচুৰা জেৰাৰ্ডেও কান্দি
ধৰিলে। জোৰিয়েন মাৰ্গেবেটক নানা প্ৰশ্নেৰে পাকোৰে
সাহস্বনা দি ব'লে, 'দেদাম, বোধহয় আমাৰ কেটেল তোমাৰ
জেৰাৰ্ডৰ বিষয় ভাওঁক জানে। কিমান, কেটেল এট
বিহুৱ আছেল কথা ভাঙি নোকোৱা দে'ন বাৰ্গোমাষ্টাৰে
আমাক ভাবপৰা খেদ পঠিয়াইছে। আমাক সেই

পাপীষ্টক কত কষ্ট দিলে, কত দুখ দিলে! এ'য়া কেমা-
মানবপৰা কেটেল গাৰ'ৰ চৌকিদাৰ, মৈদামৰ দ'বিশালি)
ছেলটনু হেছেহি; তাৰে কোনোমতে হে পৰিয়ালে
পেট পুহিছেহি। তুমি একো হুপ নকৰ। এদিন
তুমি নিজে গৈ কেটেলক ভাল'ক সন্নিহি—'ব'নো কৰ। কিছু
গায়খান, মোৰ কথা যেন নোকোৱা।'

মাৰ্গেবেটে জোৰিয়েনৰ কথা শুনি ভাবিলে, 'জোৰিয়ে
টিকেই পৈছে। কেটেলক যে বাৰ্গোমাষ্টাৰ পূৰ্ব্ৰুত
কৰিছে, এয়ে কাৰণ। যদি, এবাৰ চেঠ কৰি চোৱা
যাওঁ।'

মাৰ্গেবেটে জোৰিয়েনক ধন্যবাদ দি সেই দিনৰ নিমিত্তে
বিদায় দিলে। এদিন গধূলি কেটেল কামৰপৰা উঠি
আঁহে ছুতাংৰ কাষত বহিছেহি মাথোন, এনেতে মাৰ্গে-
বেট কেটে-ব চৰাবত উপস্থিত হ'লি। তেওঁ'ৰ দুয়াৰত
হেঁচা দিয়াত ভিহৰবপৰা কৈ উঠিল, "কোন ? ভিহ-
বলৈ আহাঁ।"

মাৰ্গেবেটে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। কেটেল মাৰ্গে-
বেটক আসন এখন দেখুৱাই দি তাতেই বহু হৈ কলে।
মাৰ্গেবেটে আগ্ৰহেৰে আসন গ্ৰহণ কৰিলে। 'হিনজিক
মাজত নানাংকম কথা-বতৰা হল। অৱশেষত মাৰ্গে-
বেটে কেটেলক জেৰাৰ্ডৰ বিষয়ে কি জানে পৰিলে।
বেটলে বৈশ্বিককৰ ফালে চকুপৰাই চাট কৰিলে ধৰিলে,
'হট কি জানে? আন মানুহে যি জানে ম'য়া তাকে
জানে; বেছি নাথানে।'
(আৰু আছে)
শ্ৰীশান্তিবাম দাস

স্মৃতিৰ মাধুৰী

মাতৃ! পূজা পাব হ'ল একেট দিনতে,
নোৱাৰিলো দিব পূজা নোহে-দিহিৰতে।
বাখিছেো হিন্ত বিস্ত স্মৃতিৰ মাধুৰী,—
অবেদ্য সহান তোৰ, কৰুণ-ভিখাৰী।

শ্ৰীযতীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা